Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআনের আলোকে দুনিয়া বিমুখতার পদ্ধতি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাবিহা নায়লাহ্ আশফি

রোলঃ 216022416

২০ জুন,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআনের আলোকে দুনিয়া বিমুখতার পদ্ধতি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাবিহা নায়লাহ্ আশফি

রোলঃ 216022416

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "কুরআনের আলোকে দুনিয়া বিমুখতার পদ্ধতি" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাবিহা নায়লাহ্ আশফি , আইডিঃ ২১৬০২২৪১৬ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:

ডিপার্টমেন্ট:

প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ কুরআনের আলোকে দুনিয়া বিমুখতার পদ্ধতি ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

ফাবিহা নায়লাহ্ আশফি

(স্বাক্ষর)

ফাবিহা নায়লাহ্ আশফি

আইডিঃ 216022416

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ জুন, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা: 5

রাসূলের চোখে দুনিয়ার জীবন: 9

দুনিয়ার ব্যাপারে সালাফদের ভাবনা ও মূল্যায়ন: 11

জ্ঞানীদের চোখে দুনিয়াবিমুখতা: 20

যুহুদ ও দুনিয়াবিমুখতার পরিচয় ও ফলাফল: 20

যুহুদ ও যাহিদের পরিচয় ও উদ্দেশ্য: 24

কুরআনের বয়ানে পার্থিব বা দুনিয়ার জীবন: 25

কুরআনের আলোকে দুনিয়া বিমুখতার পদ্ধতি : 26

ক্বিয়ামত সন্নিনিকটে 88

দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা আর কাফিরের জন্য জান্নাতস্বরূপ 90

মোহভঙ্গ বা দুনিয়াআসক্তি কাটাবেন যেভাবে: 92

ক্ষণস্থায়ী এ দুনিয়া: 92

দুনিয়া একটি চোরাবালি: 94

দুনিয়া ও এর অবস্থানকারী লোকদের অবস্থা : 95

কোন চিন্তায় বিভোর হবো আমরা?: 97

দুনিয়া বিষয়ে ইবলিস ও তার দোসরদের কথোপকথন : 99

প্রকৃত মুমিন ও যাহিদের প্রাপ্তি 101

দুনিয়ার ব্যাপারে সালাফদের সতর্কতা: 104

দুনিয়ার ব্যাপারে কয়েকটি আন্তরিক অসিয়ত ও উপদেশ: 108

উপসংহার: 113

গ্রন্থপঞ্জী : 116

ভূমিকা:

আল্লাহ দুনিয়াকে বানিয়েছেন পথ অতিক্রমনের সাকোঁস্বরূপ আর আখিরাত কে করেছেন অবস্থানের আবাস। দুনিয়ার স্বরূপ ও প্রকৃতিকে আমরা দুটি বৈশিষ্ট্যে তুলে ধরতে পারি এক. ধোঁকা ও প্রতারণাময়। দুই. আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহের স্থান।দুনিয়াকে সালাফে সালিহীন মনে করতেন, সাময়িক যাত্রা বিরতির একটি স্থান মাত্র। পৃথিবীতে একটি চিরন্তন সত্য হচ্ছে আমাদের জীবন অস্থায়ী। নিশ্চয়তাহীন বেঁচে থাকার ক্ষুদ্রতম সংগ্রাম। একটি নির্দিষ্ট সফরনামা পরিসমাপ্তির পর, পুনরায় গন্তব্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করাই মূলত আমাদের জীবন। অথচ মানুষ পার্থিব জীবনের সুখের উদ্দেশ্যে নানাবিধ অপরাধ ও ধর্মীয় বিধিবিধান লঙ্ঘন করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত। ভোগ-বিলাসিতা আর অহঙ্কারের পাপিষ্ঠতায় জীবনের নিগূঢ় রহস্য উদঘাটন করতে করতে আমরা আমাদের অস্থায়ী জীবন সমাপ্ত করছি। হাদিসের ভাবার্থ হলো- দুনিয়ার জীবনকে সংক্ষিপ্ত সফর হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। আর এ সফরে মানুষের সর্বশেষ বাসস্থান হচ্ছে কবর।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

اَلۡهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۙ

‘প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে’ (সূরা তাকাসুর)।

যারা শুধু দুনিয়ার ভোগবিলাসিতাকেই জীবনের লক্ষ্য স্থির করেছে। এই সূরায় তাদের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। পুনরুত্থান দিবসে তাদেরকে জিজ্ঞাসার আওতায় আনা হবে। মূলত একটি সচ্ছল-শান্তিপূর্ণ জীবনের আকাঙ্খা করা শ্রেয়। কিন্তু এর মধ্যে অধিক পাওয়ার আশায় লোভের চাদরকে গুটিয়ে রাখা বাঞ্ছনীয়।

ইমাম গাজ্জালি রহ: দুনিয়ার দৃষ্টান্ত অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেন, এক লোক পথ চলছিল। একটি বাঘ তার পিছু নিলো, আশপাশে কোনো গাছ ছিল না যে, সে তাতে উঠে যাবে। ইত্যবসরে একটি কূপ তার নজরে পড়ল। লোকটি চিন্তা করল, আমি কূপে লাফিয়ে পড়ব। যখন বাঘ চলে যাবে, তখন আমি কূপ থেকে বেরিয়ে আসব। এই ভেবে লোকটি যখন কূপে লাফ দিতে গেল, তখন সে দেখল, কূপের পানির ওপর একটি সাপ সাঁতরাচ্ছে। এবার লোকটি উভয় সঙ্কটে পড়ল। পেছনে বাঘ আর নিচে কূপের মধ্যে সাপ। লোকটি আরো বিমর্ষ হয়ে চিন্তা করতে থাকল, এই মুহূর্তে আমার করণীয় কী? এ সময়ে কূপের দেয়ালের কিছু ঘাসের ওপর তার দৃষ্টি পড়ল। লোকটি চিন্তা করল, এই ঘাস আঁকড়ে ধরে যদি ঝুলে থাকি, তাহলে যখন বাঘ চলে যাবে। তখন আমি বেরিয়ে আসব। সত্যিই সে ঘাস ধরে ঝুলে পড়ল। পরে তার নজরে পড়ল, একটি কালো ইঁদুর আর একটি সাদা ইঁদুর, উভয় মিলে এই ঘাস কাটছে। যে ঘাস ধরে সে কূপের মধ্যে ঝুলে রয়েছে। এটি তার পেরেশানিকে আরো দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে দিলো। পেরেশান অবস্থায় যখন সে এদিক-ওদিক তাকাল তখন কাছেই মৌমাছির একটি চাক সে দেখতে পেল। মৌচাকে মৌমাছি না থাকলেও তা মধুতে ভরপুর ছিল।এই মৌচাক দেখে তার মন চাইল, একটু দেখি তো তার মধু কেমন? লোকটি এক হাতে ঘাস আঁকড়ে ধরল আর অপর হাতের আঙুলে মধু নিয়ে যখন তার স্বাদ আস্বাদন করল, তখন স্বাদ বড়ই মজাদার বলে মনে হলো। যখন লোকটি মজা করে মধু চাটতে থাকল, তখন তার না বাঘের কথা মনে থাকল, না কাল নাগিনীর কথা মনে থাকল, না ইঁদুরের কথা মনে থাকল। এখন চিন্তা করুন, এই লোকের পরিণতি কেমন হবে?

এই দৃষ্টান্ত দেয়ার পর ইমাম রহ: বলেন, হে বন্ধু! তোমার দৃষ্টান্ত হলো ওই মানুষের মতো। মৃত্যুর ফেরেশতা বাঘের মতো তোমার পেছনে লেগে আছে। কবরের আজাব ওই সাপের আকৃতিতে তোমার আগমনের অপেক্ষায় আছে। কালো ও সাদা ইঁদুর হলো তোমার জীবনের দিন-রাত। ঘাস হলো তোমার জীবন, যা ইঁদুর কেটে ফিরছে। আর মৌচাক হলো, দুনিয়ার স্বাদ, যা হতে মজা লুটতে এবং উপভোগ করতে তুমি মগ্ন

রয়েছ। আর এ চিন্তা ও স্মরণ নেই যে, তোমার পরিণাম কী হবে! মূলত আমাদের জীবনকে আমরা এভাবেই সাজিয়ে তুলছি। ধন-সম্পদের পাহাড়কে আরো উঁচু করার চেষ্টা করছি। অথচ এই পাহাড়ধসের প্রবণতার ইতিহাস আমাদের অজানা। নিজেকে পরবর্তীর জন্য কতটুকু গড়ে তুলতে পারলাম। এটিই হচ্ছে ভাবার বিষয়। এ কারণে রাসূল সা: ইরশাদ করেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্য থেকে গরিব লোকেরা ধনীদের থেকে ৫০০ বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

আর আখিরাতের একটি দিন ৭০ হাজার বছরের সমান। কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়, ৫০ হাজার বছরের সমান। সাহাবায়ে কেরাম রা:-এর জীবনী উদঘাটন করলে জানা যায়। তাদের কী পরিমাণ দুনিয়ার প্রতি অনাশক্তি ছিল। হজরত ওমর রা:-এর অন্তরে আখিরাতের ফিকির, ওসমান রা:-এর দানশীলতা, হজরত আবু বকর রা:-এর বদান্যতাই প্রমাণ করে দুনিয়ার প্রতি তাদের কেমন আসক্তি ছিল।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَ اضۡرِبۡ لَهُمۡ مَّثَلَ الۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا کَمَآءٍ اَنۡزَلۡنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخۡتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الۡاَرۡضِ فَاَصۡبَحَ هَشِیۡمًا تَذۡرُوۡهُ الرِّیٰحُ ؕ وَ کَانَ اللّٰهُ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ مُّقۡتَدِرًا ﴿۴۵﴾

'তাদের বলুন, দুনিয়ার জীবন এমন, যেমন আমি আসমান হতে পানি অবতীর্ণ করেছি'।

(সূরা কাহফ-৪৫)

অগ্নিপূজকের সন্তান ছিলেন হজরত সালমান ফারসি রা:। তিনি কয়েকজন ধর্মগুরুর হাত ঘুরে পরিশেষে মহানবী সা:-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। নবীজী ﷺ তাকে আসহাবে সুফফার দায়িত্বশীল বানান। নবীজী ﷺ তাকে এত মহব্বত করতেন যে, একবার তার ব্যাপারে নবীজী ﷺ বলেন, 'সালমান আমার পরিবারের লোক। হিজরত পরবর্তী সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করার সময় হজরত সালমান ফারসিকে আবুদারদা রা: ভাই বানালেন। এই দুই ভাই একে অপরকে নিজেদের

ইতিহাস শোনাতেন। হজরত আবু দারদা (রা) পরে বাইতুল মাকদিস চলে যান এবং সেখানেই বসতি স্থাপন করেন। সেখান থেকে তিনি হজরত সালমান ফারসি রা:-এর উদ্দেশে একটি পত্র লিখে পাঠান-সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, যিনি আমাকে পবিত্র ভূমিতে অবস্থানের তৌফিক দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা আমাকে ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিও অনেক দিয়েছেন।

হজরত সালমান ফারসি পত্রটি পড়ে জবাবিপত্র লেখেন এভাবে-
হে আবুদারদা! আপনি জেনে রাখুন,পবিত্র ভূমির কারণে মানুষ কখনো পবিত্র হয় না; বরং মানুষ পবিত্র হয় নেক আমল ও উত্তম চরিত্রের দ্বারা। আল্লাহ যদি আপনাকে এর পরিবর্তে উপকারী ইলম দান করতেন, সন্তান না দিয়ে নেক আমল করার তৌফিক দিতেন!

এ ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়, যে সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টি কিসের ওপর থাকত। তারা দুনিয়াবি ধন-সম্পদ ও বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করতেন না; বরং সর্বদা তাদের দৃষ্টি সর্বদা নিবদ্ধ থাকত একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সত্তার ওপর। যদি তাদের প্রচুর ধন-সম্পদও থাকত। তাহলে তারা এই ধন-সম্পদকে আল্লাহর পরীক্ষা হিসেবে মনে করতেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَ لَا تَمُدَّنَّ عَيۡنَيۡكَ اِلٰى مَا مَتَّعۡنَا بِهٖۤ اَزۡوَاجًا مِّنۡهُمۡ زَهۡرَةَ الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا ۬ۙ لِنَفۡتِنَهُمۡ فِيۡهِ ؕ وَ رِزۡقُ رَبِّكَ خَيۡرٌ وَّ اَبۡقٰى ﴿۱۳۱﴾

'আমি এদের বিভিন্ন লোককে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জগতের ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি। আপনি সে সব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না, আপনার পালনকর্তার দেয়া রিজিক উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী' (সূরা ত্বহা-১৩১)।

দুনিয়াবিমুখতা মানে এই নয় যে, বাবা-মা, স্ত্রী-সন্তান সব কিছু পরিত্যাগ করে আল্লাহর

ইবাদতে মগ্ন হওয়া; বরং আমাদের উচিত, শরিয়ত নির্ধারিত সীমানার প্রতি দৃষ্টি রেখে দুনিয়ার প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করা।কুরআনের আলোকে রাসূল, সাহাবী, তবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীদের জীবন থেকে দুনিয়া বিমুখতার পদ্ধতি অনুসরণ করা।

রাসূলের চোখে দুনিয়ার জীবন:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুপম ও অতুলনীয় এক মহামানব। তাঁর জীবনের মধ্যেই রয়েছে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। তাঁর চোখে কেমন ছিল দুনিয়ার জীবন?দুনিয়ার ব্যাপারে কেমন ছিল তার দৃষ্টিভঙ্গি?

আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন :

'একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাটাইয়ের ওপর শুয়ে ছিলেন। ফলে তার শরীরের পার্শ্বে এর ছাপ পড়ে গেল। তিনি জাগ্রত হলে আমি তাঁর শরীরের পার্শ্বে হাত বুলাতে লাগলাম। বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনার চাটাইয়ের উপর কিছু বিছিয়ে দেওয়ার অনুমতি কি আপনি আমাদের দেবেন না? আমার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক?! আমার ও দুনিয়ার উপমা হচ্ছে, এমন এক মুসাফিরের ন্যায় যে সামান্য সময় কোন গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিল, তারপর সেই স্থান ত্যাগ করে চলে গেল গন্তব্যের দিকে।'

ইবনু কাসির রহ. বলেন, এ হাদিসটি আহমাদ রহ. তাঁর মুসনাদে (১/৩৯১) বর্ণনা করেন। সুনানুত তিরমিজি :২৩৭৭; সুনানু ইবনে মাজাহ : ৪১০৯।

দুনিয়া নিয়ে মানুষের ব্যস্ততার শেষ নেই গাড়ি-বাড়ি সম্পদ উপার্জনের পেছনে অবিরাম চলছে দৌড়ঝাপ আর ছুটাছুটি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলেছেন মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য। বলেছেন পাথেয় যোগাড় করতে পরকালের সেই চিরস্থায়ী জীবনের লক্ষ্যে।

আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন :

‘একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাঁধ ধরে বললেন, “দুনিয়াতে এমন ভাবে বসবাস করো যেন তুমি কোন ভিনদেশী বা মুসাফির।”

ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলতেন : “তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে সকালের অপেক্ষা কোরো না। আর সকালে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষায় থেকো না। তোমার সুস্থতার সময় প্রস্তুতি গ্রহণ করো অসুস্থ অবস্থার জন্য। আর তোমার জীবিত অবস্থায় প্রস্তুতি গ্রহণ করো মৃত্যুর জন্য।”

সহীহুল বুখারী- ৬৪১৬

দুনিয়ার প্রতি মানুষের অতিশয় আগ্রহ ও হালাল- হারামের বাছ-বিচার ছাড়া তুচ্ছ নগণ্য বস্তু অর্জনে প্রতিযোগিতা দেখলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর হাদিসটি মনে পড়ে-

আল্লাহ তায়ালা কোন বান্দাকে অবাধ্য হওয়া সত্ত্বেও তার পছন্দনীয় বস্তু দান করা দেখে অবাক হবে না। কেননা, এটা হল ইসতিদরাজ বা ধীরে ধীরে পাকড়াও করা। অত:পর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করলেন কোরআনের এই আয়াতটি :

“অতঃপর তাদের যা কিছু নসিহত করা হয়েছিল, যখন তারা তা ভুলে গেল, তখন আমি সুখ শান্তির জন্য প্রতিটি বস্তুর দরজা উন্মুক্ত করে দিলাম। যখন তারা দানকৃত বস্তু লাভ করে খুব আনন্দিত ও উল্লাসিত হল, তখন সহসা একদিন আমি তাদের পাকড়াও করলাম, আর তারা সেই অবস্থায় নিরাশ হয়ে পড়ল।”

এ নিকৃষ্ট দুনিয়ার সাথে যে মুসলিমই সম্পর্ক রাখে এবং এর উপার্জনের পেছনে অত্যাধিক মেহনত করে। দুনিয়ার সাথে রাখা এ সম্পর্ক তাকে অনেক ইবাদত বন্দেগী থেকে বঞ্চিত করে।এই সম্পর্কের দরুন দ্বীনের অনেক আবশ্যকীয় বিধি-বিধান সম্পূর্ণরূপে তো সে আদায় করতে পারেই না;বরং সময় মত সেগুলো আদায় করা তার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ‘কিয়ামত নিকটেই চলে এসেছে।আর দুনিয়ার প্রতি মানুষের লোভ দিন দিন বেড়েই চলেছে। ক্রমশ তারা আল্লাহ থেকে দূরেই সরে যাচ্ছে।’

মুসতাদরাকুল হাকিম : ৪/৩২৪;হাদিসটি সহীহ।

ইবরাহিম ইবনু আদহাম রহিমাহুল্লাহু বলেন -

এক ব্যক্তি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল,

‘ইয়া রাসুলাল্লাহ্ আল্লাহ আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন, যে আমল করলে আল্লাহ তা'আলা আমাকে ভালোবাসবে এবং মানুষও আমাকে ভালবাসবে।’

উত্তরে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তুমি দুনিয়া বিমুখ হয়ে যাও- আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। তোমার ধন সম্পদ অভাবীদের মাঝে বিলিয়ে দাও -মানুষ তোমাকে ভালবাসবে।’

আত তারহিব :৪/১৭৫। হাদিস- মুরসাল।

ঈসা আলাইহিস সালাম বলেন, যে ব্যক্তির মাঝে নিম্নোক্ত গুণ চারটি পাওয়া যাবে, সেই সবচেয়ে সুখী- ১.নীরবতা ২.বিনয় ৩. দুনিয়াবিমুখতা ৪. অল্পেতুষ্টি।

হিলইয়াতুল আওলিয়া: ৮/১৫৭।

দুনিয়ার ব্যাপারে সালাফদের ভাবনা ও মূল্যায়ন:

সালাফে সালেহীন এমনই ছিলেন প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সর্বদা তারা লড়াই করেছেন। বিভোর থেকেছেন সব সময় আখিরাতের চিন্তায়। দুনিয়া থেকে তারা বিদায় নিয়েছেন কিয়ামত দিবসের যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে।

মোহাম্মদ বিন হানাফিয়্যা রহ. বলেন :

‘সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যায়। কেবল তা-ই অস্তিত্বে থাকে, যা দ্বারা উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি।’

(সিফাতুস সাফওয়া : ৪/১১৪)

সুতরাং দুনিয়াকে যে অর্জন করে পার্থিব স্বার্থে, একসময় দুনিয়াই তার থেকে দূরে সরে যায়। জীবনের কঠিন মুহূর্তেও দুনিয়াকে সে নিজের পাশে পায়না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দুনিয়া অর্জন করে আখিরাতের স্বার্থে ও জান্নাত লাভের লক্ষ্য পূরণে, দুনিয়াকে সে সহায়ক হিসেবে পায়।

এক ব্যক্তি সকালে এসে ফুজাইল বিন ইয়াজ রহ. কে জিজ্ঞেস করল-

‘কেমন আছেন, হে আবু আলী?’ মানুষের এ প্রশ্নটি তাঁর কাছে কষ্টকর লাগতো, কেউ সকালে এসে বলল, কেমন আছেন? কেউ রাতে এসে বললো, কেমন আছেন? কষ্টকর মনে হলেও তিনি উত্তর দিতেন, ‘সুস্থ আছি।’ আজ এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করল, ‘কী অবস্থা আপনার?’

তিনি বললেন:

‘কোন অবস্থার কথা জানতে চেয়েছ? দুনিয়ার না আখিরাতের? যদি দুনিয়ার অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাও, তাহলে বলব- দুনিয়া আমাদের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছে আমাদের। আর যদি জানতে চাও আখিরাতের খবর, তবে শোনো- গুনাহের আধিক্য, আমলের দুর্বলতা, কিয়ামত দিবসের পাথেয় -স্বল্পতা, পাথেয় জোগাড়ের আগেই মৃত্যু উপস্থিত হবার ভয় ও আখিরাতের জন্য প্রস্তুতিহীনতা, আমলের অভাব, উদ্যমশূন্যতা এবং দুনিয়ার জীবনকে সুশোভিত করার মগ্নতা আমাকে পরিবেষ্টন করে আছে। বহুমুখী সমস্যায় নাজেহাল এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার মতামত কী? তার অবস্থা কি শোচনীয় নয়?’

হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৮/৮৬

ইয়াহইয়া বিন মুআজ রহ. বলেন:

‘হে আদম সন্তান, দুনিয়ার কামনা তোমার মাঝে এতই প্রবল যে, দুনিয়া ছাড়া যেন তোমার কোন উপায় নেই। আর তুমি আখিরাতের প্রত্যাশা এমন ভাবে করছ, যেন আখিরাতের খুব একটা প্রয়োজন তোমার নেই। অথচ, তুমি না চাইলেও দুনিয়াতে তা-ই পাবে যা তোমার প্রয়োজন। তোমার জন্য যা কিছু নির্ধারিত এর চেয়ে বেশি তুমি কখনোই পাবে না। দুনিয়ার প্রয়োজন তুমি চাওয়া ব্যতীতই পাবে। কিন্তু আখিরাতের মুক্তি চাওয়া ব্যতীত মিলবে না। এক্ষেত্রে কি তুমি একটু বুদ্ধি খাটাতে পারো না ?’

সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/২৯৪

আলি রা. - কে জিজ্ঞেস করা হলো, আমিরুল মু'মিনিন, দুনিয়া কেমন? তিনি বললেন :

‘এমন স্থান সম্পর্কে কী বলব,যেখানে কেউ সুস্থ থাকলে নিরাপদ থাকে, অসুস্থ হলে লজ্জিত হয়, গরিব হলে চিন্তিত থাকে আর ধনী হলে ফেতনায় পতিত হয়। যার হালাল ও বৈধ বিষয় সম্পর্কে হিসাব নেওয়া হবে। আর হারাম ও অবৈধ বিষয় সমূহ সোজা জাহান্নামে নিয়ে ছাড়বে।’

ইউনুস বিন উবাইদ রহ. দুনিয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন:

‘দুনিয়ার সঠিক উপমা হলো একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি। সে স্বপ্নে পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় উভয়ই দেখতে পায়। কিন্তু সহসা তার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়ে যায়।’

উদ্দাতুস সাবিরিন : ৩৫৫

ইমাম আওজায়ি রহ. উপদেশ প্রদানের সময় বলতেন:

‘তোমাদের যে নিয়ামতরাজি দান করা হয়েছে, সেগুলোর সাহায্যে তোমরা আল্লাহর প্রচলিত অগ্নি- যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছবে- তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করো। কেননা, খুব অল্প সময় তোমরা এ দুনিয়াতে বসবাস করবে। এখান থেকে তোমাদের চলে যেতে হবে অতি শীঘ্রই। তোমাদের আগে অনেকেই এসেছিল এখানে। দুনিয়া নিজ সৌন্দর্য আর

চাকচিক্য দেখিয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। তাদের আয়ুষ্কাল ছিল তোমাদের চেয়ে দীর্ঘ। শারীরিক শক্তিতে তারা তোমাদের চেয়েও বেশি সবল ছিল। তোমাদের চেয়ে অধিক ছিল তাদের প্রতিপত্তি। তারা পাহাড় খোদাই করে আর পাথর কেটে কেটে গড়ে তুলতো সুরম্য অট্টালিকা। পৃথিবীতে বিচরণ করত বিপুল দাপটে। খুঁটির মত শক্ত ও দীর্ঘ দেহ ছিল তাদের। কিন্তু কোথায় আজ তাদের অস্তিত্ব? তারা নেই। থাকবে না তোমরাও। তাদের সময় ফুরিয়েছে, তারা চলে গেছে। তাদের এত সব নির্মাণ আজ কোথায়?! ধূলিসাৎ হয়ে গেছে তাদের সব অর্জন। এমনকি তাদের নাম টুকু ও মুছে গেছে মানুষের মন থেকে। তুমি কি তাদের কারো আওয়াজ শুনতে পাও? তাদের সামান্য চাপা স্বরও কি তোমার কানে বাজে? মৃত্যু থেকে তারা নিজেদের খুব নিরাপদ ভেবেছিল। এমন আর কত বর্ণনার দরকার? যা শুনে দ্বীন থেকে গাফেল উদাসীনরা সচেতন হবে! একটি সকালই কি যথেষ্ট নয় যে, গুনাগাররা জাগ্রত হবে?!’

আশ-শুকর: ১৫

ফারকাদ সুবকি রহিমাহুল্লাহ বলেন:

‘তুমি দুনিয়াকে ধাত্রীর মত আর আখিরাতকে মায়ের মত মনে করবে। তুমি কি কখনো দেখোনি!শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রথমে ধাত্রীর কাছে থাকে। এরপর যখন শিশুটি বড় হয় ধীরে ধীরে তখন সে খুব সহসায় মায়ের বুকে ফিরে আসে। মায়ের কোলে ও আঁচলে নিজের জন্য জায়গা করে নেয়। মায়ের কোল ছাড়া অন্য কোথাও অন্য কারো কোলে যেতে চায় না। মাও শিশুকে বুকে টেনে নেয়। ঠিক তেমনি ভাবে আখিরাত অতি শীঘ্রই তোমাদেরকে বুকে টেনে নিবে। তাই তোমরা আখিরাত নামক মাকে চেনো।’

সাফওয়াতুস সাফওয়াহ: ৩/২৭২

ফুদাইল ইবনু ইয়াজ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

‘যদি দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ আমাকে দেওয়া হয় এবং এই মর্মে নিশ্চয়তাও দেওয়া হয় যে এগুলো সম্পূর্ণ হালাল এবং আখিরাতে আমার কাছ থেকে এগুলোর কোনরূপ হিসাব গ্রহণ করা হবে না। তবুও আমি দুনিয়া ও তার ধন-সম্পদ গ্রহণ করবোনা।

বরং তোমরা যেমন মৃত প্রাণীকে ঘৃণা করো, নর্দমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গা বাঁচিয়ে চলো - আমিও ঠিক তেমন ঘৃণা করবো এবং গা বাঁচিয়ে চলবো।'

রাবিউল আবরার : ১/৬০

আবুল হাশিম রহিমাহুল্লাহ বলেন-

'আমি যে সম্পদ জমা করেছি তা কেবলই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। বিলাসিতার জন্য নয়।'

আব্দুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন,আমি দাউদ ইবনু রুশদ রহিমাহুল্লাহর একটি খাতায় দেখেছি-

'দুনিয়ার কোন কিছু হাতছাড়া হয়ে গেলে খুশি হবে ;হতাশ হবে না। কারণ, দুনিয়া হাতছাড়া হয়ে গেলে আখিরাতের দিকে ধাবিত হওয়া সহজ হয়।'

হিশাম রহিমাহুল্লাহ্ বলেন, হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন-

'রুহ বের হওয়ার সময় মানুষ তিনটি বিষয়ে আফসোস করে- এক. সে উপার্জিত সম্পদ ভোগ করতে পারেনি। দুই. জীবনের সবগুলো স্বপ্ন ছুঁয়ে দেখা হয়নি। তিন. অনন্ত জীবনের জন্য আদৌ কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করেনি।'

একবার আবদুর রহমান ইবনু আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনে খাবার পেশ করা হলো। তিনি সেদিন রোজাদার ছিলেন। খাবার সামনে রেখে তিনি বলতে লাগলেন, 'মুসআব ইবনু উমায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হয়েছেন। তিনি আমার থেকে অনেক ভালো ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর কাফনের কাপড় হিসাবে মাত্র একটি চাদর ব্যতীত আর কিছুই ছিলো না। যখন সেই চাদরে তাঁর মাথা আবৃত করা হতো, তখন পায়ের দিক

অনাবৃত হয়ে যেত। এখন দুনিয়া আমাদের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে। তাঁরা আখিরাতের সুখ পাওয়ার আশায় দুনিয়াতে সুখ কামনা করতেন না। (সহীহুল বুখারী : ৩৮৯৯)

ওয়াহহাব ইবনু মুনাব্বিহ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, তিনটি জিনিস কাফিরদের বৈশিষ্ট্য - এক.আল্লাহ্ তাআলার প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করা। দুই. দুনিয়ার প্রতি প্রেম-ভালোবাসা লালন করা। তিন. ইবাদাতের প্রতি অমনোযোগিতা।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা

আবু আলি আস শামি রহিমাহুল্লাহ্ বলেন- হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মেটে রং এর উটে চড়ে ‘জাবিয়া’ শহরে গমন করেন। তার মাথায় টুপি বা পাগড়ী জাতীয় কিছু ছিল না। সূর্যের কাঠফাঁটা রোদ তার মাথায় গলা বর্ষণ করছিল। বিন্দু বিন্দু ঘামে সারাটা কপাল চমকাচ্ছিল। পা দুটো বাহনের দু'পাশে রেকাববিহীন ঝুলছিল। গদি ছিল নামে মাত্র- একেবারে পাতলা কাপড়ের। তিনি যখন আরোহন করতেন তখন ওই কাপড়টি গদি হিসেবে ব্যবহার করতেন। আর যখন কোথাও যাত্রা বিরতি করতেন তখন সেটাকেই বিছানা বানাতেন। এই কাপড়টির বাইরে তার সাথে পশমি কাপড়ের একটি থলে ছিল। বাহনে পড়ার সময় এই থলেটিকে ব্যাগ হিসেবে ব্যবহার করতেন। আবার কোথাও যাত্রা বিরতি করলে সেটাকেই বালিশ বানিয়ে বিশ্রাম করতেন।

সেদিন তার পরনে ছিল পশমি কাপড়ের একটি জামা। সফরের কারণে জামাটি তৈলাক্ত হয়ে গিয়েছিল। পকেটটিও ছিড়ে গিয়েছিল। এই বিধ্বস্ত অবস্থায়ই তিনি শহরে পৌঁছেন।এরপর শহরের গভর্নর কে তলব করেন। শহরবাসী গিয়ে তাদের গভর্নর কে ডেকে নিয়ে আসে। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বলেন, ‘আমার জামাটা ধুয়ে সেলাই করার ব্যবস্থা কর। আর কারো কাছ থেকে আমার জন্য একটি কাপড় ধার করো। (আমার কাপড়টি শুকালেই তার কাপড়টি দিয়ে দেবো।)’

তার কথামতো একটি কাপড় ধার করে আনা হয়। তিনি জানতে চান, এটা কীসের কাপড়? উত্তরে তাকে জানানো হয়, ‘এটা কাতান কাপড়।’তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন,

‘কাতান কী?’ উপস্থিত লোকেরা কাতানের পরিচয় দিয়ে তাকে আশ্বস্ত করে। তিনি তখন পরিধানের কাপড় খুলে ধার করা কাপড় পরেন।

তার কাপড় ধোয়া ও তালি দেওয়া শেষ হলে তিনি ধার করা কাপড়টি ফেরত দিয়ে নিজের তালিযুক্ত কাপড়টি পরেন। শহরের শাসনকর্তা তখন অভিভূত হয়ে বলেন- ‘আপনি আরবের শাসনকর্তা। সেখানকার আবহাওয়া সম্পর্কে আপনি আমার চাইতে ভালো জানেন। তাই হয়তো উটের সফর করার সাহস করেছেন। এখানকার আবহাওয়া সম্পর্কে আমি আপনার চেয়ে ভালো জানি। আমাদের এখানে উটের সফর করা আপনার জন্য খুবই কষ্টসাধ্য হবে।’

এ কথা বলে তিনি ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য একটি ঘোড়ার ব্যবস্থা করা নির্দেশ করেন। তার নির্দেশমতো একটি অনারব ঘোড়া আনা হয়। ঘোড়ার পিঠে জিন ও রেকাবির পরিবর্তে একটি পশমি কাপড় বিছানো হয়।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আরোহন করার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটি উদভ্রান্তের ন্যায় ছুটতে থাকে। তখন তিনি চিৎকার করে বলেন, আরে থামাও, থামাও। এ তো দেখছি সাক্ষাৎ শয়তান। মানুষ এর আগে হয়তো এমন শয়তানের পিঠে চেপে বসেনি।

নিরুপায় হয়ে পুনরায় তাঁর উটটিই নিয়ে আসা হয়। তিনি ওই উটে চেপেই আগুন ঝরা মরুভূমিতে সুদূর সফরে বেরিয়ে পড়েন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ দৃশ্য দেখে সবাই হতবাক হয়ে যায়। [আহ! দুনিয়ার মানুষ যদি দুনিয়াকে উমরের চোখ দিয়ে দেখতো!]

তারিখে দিমাশক : ২০/১১৬

আবু বকর রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, একবার এক জনৈক বিদ্বানকে জিজ্ঞাসা করা হয়-

‘দুনিয়ার দোষ সম্পর্কে সবচেয়ে সচেতন কে?’

‘যে সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর কথা চিন্তা করে।’

‘আমাদের কাছে মৃত্যু কেন এত অপ্রিয়?’

‘কারণ, আমরা দুনিয়াকে আখিরাতের ওপর প্রাধান্য দিই।’

‘মানুষ কখন উদাসীন বলে সাব্যস্ত হয়?’

‘যখন দুনিয়া পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়।’

‘আচ্ছা আমাদের থেকে ইলম ও হিকমত কখন উঠে যাবে?’

‘যখন তোমরা ইলম ও হিকমতের মাধ্যমে দুনিয়া অর্জনের চেষ্টা করবে।’

‘আখিরাত অর্জনে অন্তরায় কোন জিনিস?’

‘দুনিয়ার মায়া-মোহ।’

‘যুহুদ’ বা দুনিয়াবিমুখতার নিদর্শন কী?’

‘আখিরাতের নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা।’

‘দুনিয়া কার জন্য? আর আখিরাত কার জন্য?’

‘যে দুনিয়া তালাশ করে, দুনিয়া তার জন্য। আর যে আখিরাত তালাশ করে, আখিরাত তার জন্য।’

হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন-

আমি এমন অনেক মানুষকে দেখেছি, যাদের চোখে পদধুলির চেয়েও তুচ্ছ। দুনিয়া নিয়ে তাদের কোনো চিন্তাই ছিল না।দুনিয়ার কোথায় কী হলো- সে ব্যাপারে তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপই ছিলো না। তাদের মন-মস্তিষ্কজুড়ে শুধুই পরকাল ও আখিরাত। তাই দুনিয়ার সামান্য ও সাময়িক সুখ-দুঃখকে তারা কিছুই মনে করতেন না।

রাবিউল আবরার : ১/৭৩।

মুতাইর ইবনু রাবি রহিমাহুল্লাহু বলেন, গভীর রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়তো এবং চারিদিকে অখণ্ড নীরবতা নেমে আসত তখন মুফাদ্দাল ইবনু ইউনুস রহিমাহুল্লাহ বলতেন -

আহ!আজও আমার জীবন থেকে একটি দিন চলে গেল। এই দিনটি আর ফিরে আসবে না। হারিয়ে গেল নিষুপ্তির কোলে। রাত পেরিয়ে যখন ভর উদিত হতো, তখন তিনি বলতেন, আহ! জীবনের একটি রাত চলে গেল। এই রাত্রি আর ফিরে আসবে না। দিন -রাতের এই গণনা-গমনই হয়তো আমাকে মৃত্যুর ঘাঁটিতে পৌঁছে দেবে।

মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি বলেন, হে রাত -দিন! আমি জানতাম, তোমাদের ঘূর্ণিবর্তই একদিন আমার জীবনযাত্রা থামিয়ে দেবে। সেদিন আমার জীবনের ওপর দিয়ে তুমুল ঝড় বয়ে যাবে। জীবন নদীতে বিরহ বেদনার প্লাবন উঠবে। মৃত্যুর হামলা আসবে। সঙ্গোপনে মৃত্যু আমাকে তার বুকে টেনে নেবে। সমস্যা নেই সেদিন মহান রব থাকবেন। তিনিই আমার ভরসা। জীবন মৃত্যু দুটোই তার সৃষ্টি। দুটোই তার পরীক্ষা। অতঃপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করেন-

الَّذِیۡ خَلَقَ الۡمَوۡتَ وَ الۡحَیٰوۃَ لِیَبۡلُوَکُمۡ اَیُّکُمۡ اَحۡسَنُ عَمَلًا ؕ وَ هُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡغَفُوۡرُ ۙ﴿۲﴾

‘যিনি সৃষ্টি করেছেন জীবন ও মরণকে - যাতে পরখ করতে পারেন, তোমাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ?’

(সূরা মূলক: ২)

এই আয়াত তিলাওয়াতের পরে তিনি জীবনের শেষ নিঃশ্বাস নেন। এরপর মহান রবের ইশারায় তিনি এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যান।

সালাফদের দুনিয়ার জীবনে এতটাই দুনিয়াবিমুখতা প্রকাশ পেতো যে, আমাদের মতন তারা দুনিয়ার সফলতা, ব্যর্থতা, দুর্দশা নিয়ে ভাববার সময়ই পেতেন না। তাদের জীবনযাপন, আমল, আত্নত্যাগ, মৃত্যুর শেষ সময়ও ছিলো দুনিয়াতে থেকেও আখিরাতমুখী, পরকালের চিন্তায় বিভোর। আর আমরা যেন মৃত্যু সম্মুখেও দুনিয়ার মরীচিকায় ডুবে থাকি।আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ একদিন এক মজলিসে বলেন-

‘সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের সালাত, সিয়ামের চেয়ে তোমাদের সালাত,সিয়াম পরিমাণে অনেক বেশি।কারণ তারা জীবনের সিংহভাগ কিংবা উল্লেখযোগ্য একটি অংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর ইসলামের পরশ পেয়েছিলেন।কিন্তু

এরপর তাদের সালাত,সিয়াম তোমাদের সালাত, সিয়ামের চেয়ে হাজার গুণ ভালো।উপস্থিত লোকেরা এই পার্থক্যের রহস্য জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘কারণ, তারা তোমাদের তুলনায় অধিক দুনিয়াবিমুখ ও আখিরাতমুখী ছিলেন।’

হিলইয়াতুল আওলিয়া: ১/১৩৬।

জ্ঞানীদের চোখে দুনিয়াবিমুখতা:

জনৈক জ্ঞানী বলেন, ‘দুনিয়া একেবারেই তুচ্ছ। হালকা দমকা হাওয়ায় তার ভিত নড়ে উঠে। এরপরও তোমরা দুনিয়াকে স্থায়ী ভেবে আলিশান দালান নির্মাণ কর!’

উবাইদুল্লাহ ইবনু মুসলিম রহিমাহুল্লাহ বলেন- জনৈক দার্শনিক বলেছেন,

‘দুনিয়াটা হলো বিষের পেয়ালা। এই পেয়ালায় ঠোঁট ছোঁয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বিষক্রিয়া শুরু হয়ে যায়।এতে কারো প্রাণনাশ হয়, কারো আবার অঙ্গহানি ঘটে। ফলে দেখা যায়, দুনিয়াদাররা প্রাণ থাকতেও মৃত, চোখ থাকতেও অন্ধ,কান থাকতেও বধির, কণ্ঠ থাকতেও মূক হয়ে বেঁচে থাকে।’

যুহুদ ও দুনিয়াবিমুখতার পরিচয় ও ফলাফল:

যুহুদের পরিচয়

আবু আব্দুল্লাহ আর রাযি. রহিমাহুল্লাহ বলেন, বিজ্ঞজনদের কাছে যুহুদ হলো এমন কাজে লেগে থাকা, যে কাজের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করা যায়।(যুহুদ, ইমাম বাইহাকি রহিমাহুল্লাহু :৭১)

হুসাইন ইবনু আবদুর রহমান রহিমাহুল্লাহ বলেন- জনৈক বিদ্বানকে যুহুদের পরিচয় জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন-

‘যুহুদ হলো ওই জ্ঞান যা অর্জিত হলে, দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। আর এই জ্ঞান অর্জনের উপায় হলো, দুনিয়ার চিন্তা মনে জায়গা না দেওয়া এবং সবসময় আখিরাতের চিন্তায় বিভোর থাকা।’

হুসাইন ইবনু আবদুর রহমান রহিমাহুল্লাহ বলেন, জনৈক বিদ্বানের কাছে যুহুদের পরিচয় জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন-

‘মহান রবের শপথ! মলিন বদনে জীর্ণ পোশাক জড়িয়ে রাখার নাম যুহুদ নয়। যুহুদ হলো, মনের চাহিদা দমন করা ও প্রবৃত্তির লাগাম টেনে ধরা।’

যুহুদের প্রাথমিক সংজ্ঞা : সুফিয়ান ইবনু উইয়ানাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার কয়েকজন আলিম ইমাম যুহুরি রহিমাহুল্লাহুর কাছে ‘যুহুদ’ এর সংজ্ঞা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘যুহুদ হলো, ধৈর্য্য সহকারে হারাম থেকে বিরত থাকা এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে হালাল গ্রহণ করা।’

যুহুদ বা দুনিয়াবিমুখতার অর্থ: ইউনুস ইবনু মাইসারা রহিমাহুল্লাহ বলেন-

দুনিয়াবিমুখতার অর্থ এই নয় যে, হালাল বস্তুকে হারাম মনে করতে হবে কিংবা সমস্ত সম্পদ জলে ফেলে দিতে হবে।বরং দুনিয়াবিমুখতার অর্থ হলো, আল্লাহ্ আপনাকে যা দিয়েছেন তার চেয়ে, যা দেননি - তার ওপর বেশি বিশ্বাস রাখা। সুখে-দুঃখে সব সময় একই আচরণ করা। হকের ক্ষেত্রে কেউ নিন্দা বা প্রশংসা করলে নিজের মধ্যে কোনো প্রকার ভাবান্তর ঘটতে না-দেওয়া এবং সর্বাবস্থায় স্বাভাবিক ও নির্লিপ্ত থাকা।(কাসরুল আমাল: ৩২)

এক হাদিসে আছে নবি কারিম ﷺ বলেছেন-

হালালকে হারাম মনে করা এবং সম্পদ ব্যয় করে দেওয়ার নাম দুনিয়াত্যাগ নয়, বরং দুনিয়া ত্যাগ হলো, তোমার হাতে যা আছে তার তুলনায় আল্লাহর হাতে যা কিছু রয়েছে তার প্রতি তুমি অনেক ভরসা রাখবে এবং মুসিবতে না পড়ার থেকে মুসবতে পড়াকে অধিক কামনা করবে।’ [আস সুনান ইবনু মাজাহ:৩১০০]

যুহুদের ব্যাখা: আব্দুল্লাহ ইবনু আবদুল আজিজ রহিমাহুল্লাহ বলেন- 'যুহুদ হলো আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ত্যাগ ও তাকদিরে সন্তুষ্ট রাখা।'

ইউসুফ ইবনু আসবাত রহিমাহুল্লাহ বলেন- 'দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য্যধারণ, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধচারণ ও হালাল রুজি অন্বেষণ 'যুহুদ' বা দুনিয়াবিমুখতার মূল।' [যুহুদ, ইমাম বাইহাকি রহিমাহুল্লাহ :১৭৫]

উহাইব আল মাক্কি রহিমাহুল্লাহ বলেন-

'যুহুদের ব্যাখা হলো, আপনি যা পাননি, তা নিয়ে আফসোস ও দুশ্চিন্তা না করা। আর যা পেয়েছেন, তা নিয়ে অহংকার বা কৃপণতা না করা।'

যুহুদের নিগূঢ় অর্থ: হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেন-

প্রয়োজন পরিমাণ দুনিয়া অর্জন করা দুনিয়াপ্রীতি নয়। তবে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও দুনিয়া অর্জন না করার নাম হলো - 'যুহুদ বা দুনিয়াবিমুখতা'। যে বান্দা মরীচিকাময় দুনিয়ায় কোনো কিছু পেলে খুশি হয়, তার হৃদয় থেকে আখিরাতের চিন্তা দূর হয়ে যায়।ধীরে ধীরে সে ভ্রষ্টতার দিকে ধাবিত হয়।

সর্বোত্তম যুহুদ: আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক রহিমাহুল্লাহ বলেন- সর্বোত্তম যুহুদ হলো দুনিয়া ত্যাগের বিষয়টি সবার থেকে গোপন রাখা। (কারণ এটি প্রকাশ পেয়ে গেলে অন্তরে অহংকার ও লৌকিকতার অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে।)

যুহুদের প্রকার: ইবরাহিম ইবনু আদহাম রহিমাহুল্লাহ বলেন, যুহুদ বা দুনিয়াবিমুখতা তিন প্রকার-

এক. ফরজ যুহুদ- অর্থাৎ হারাম থেকে বেঁচে থাকা। দুই. নফল যুহুদ- অর্থাৎ আয়েশি হালাল উপকরণ থেকে বিরত থাকা। তিন. প্রশংসনীয় যুহুদ- অর্থাৎ সন্দেহপূর্ণ বিষয়াবলি থেকে বেঁচে থাকা। [বাহজাতুল মাজালিস: ২/৩০৩]

যুহুদ কাকে বলে? : আহমাদ ইবনু আবিল হাওয়ারি রহিমাহুল্লাহ বলেন- একবার আমি সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ রহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করি, 'আচ্ছা, হজরত! যুহুদ বা

দুনিয়াবিমুখতা কাকে বলে?' উত্তরে তিনি বলেন, 'সুখের সময়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আর দুঃখের সময়ে ধৈর্য্যধারণ করা।' আমি আবার জানতে চাই, ' কারো যদি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের কোনো নিয়ামত না থাকে এবং ধৈর্য্যধারণের মত বিশেষ দুঃখও থাকে- তবে ঐ ব্যক্তি কিভাবে প্রকৃত যাহিদ হবে?' তিনি উত্তরে বলেন- 'সে আখিরাত নিয়ে চিন্তা করবে এটাই তার যুহুদ।' [হিলইয়াতুল আওলিয়া :৭/২৭৩]

যুহুদের ফলাফল: আবদুল আজিজ আল কুরাশি রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি সুফিয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন-

- তুমি দুনিয়াবিমুখ হয়ে চলবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার ত্রুটিগুলো তোমার সামনে তুলে ধরবেন।
- আল্লাহকে ভয় করে চলবে, আল্লাহ তাআলা তোমার হিসাব-নিকাশ সহজ করে দিবেন।
- হালাল-হারাম বিষয়ে সন্দেহ থেকে দূরে থাকবে, আল্লাহ তাআলা তোমার দ্বীন ঝুঁকিমুক্ত রাখবেন।

সবকিছু আল্লাহর জন্যই করার নাম 'যুহুদ': আলি রহিমাহুল্লাহ বলেন, জনৈক বিদ্বানকে 'যুহুদের' পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন-

'তোমার সব কাজ আল্লাহর জন্য হওয়া মানেই 'যুহুদ'। ঘরে বসলে আল্লাহ তাআলার জন্য বসা। বাহিরে গেলে আল্লাহ্ তাআলার জন্যই যাওয়া। আবার বাহির থেকে ঘরে ফিরলে আল্লাহ্ তাআলার জন্যই ফিরা। সফরে কোনো কিছু ব্যয় করলে আল্লাহ তাআলার জন্যই ব্যয় করা। কথা বললে আল্লাহ তাআলার জন্যই বলা। নীরব থাকলে আল্লাহ তাআলার জন্যই থাকা।'

যুহুদের এই পরিচয় শুনে, তাকে বলা হয়, 'এটাতো অনেক কঠিন কাজ।' উত্তরে তিনি বলেন, এটাই আল্লাহর কাছে পৌঁছার সবচেয়ে বড় উপায়।'

যুহুদ ও যাহিদের পরিচয় ও উদ্দেশ্য:

ইবরাহিম ইবনু রাজা রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবনু সাম্মাক রহিমাহুল্লাহ বলেছেন- মানুষ তিন প্রকার - এক. 'যাহিদ'। দুই. 'সাবির'। তিন. 'রাগিব'।

যাহিদ বলা হয়, যার হৃদয়ে দুনিয়ার ভালোবাসা থাকে না। ফলে সে দুনিয়া পেলে খুশি হয়না; আবার হাতছাড়া হয়ে গেলে দুঃখিতও হয় না।

'সাবির' বলা হয়, যার মনে দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ থাকে ; কিন্তু দুনিয়ার প্রতারণার ভয়ে সে আকর্ষণ দমিয়ে রাখে। ফলে দুনিয়া তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

'রাগিব' বলা হয় যে শুধু দুনিয়া তালাশ করে। দিন-রাত সম্পদের পেছনে ছুটে বেড়ায়। হালাল-হারামের কোনো পরোয়া করে না। আখিরাত বিনষ্ট হলেও সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করে না।

এই তিন প্রকারের মধ্যে 'যাহিদ' সর্বোত্তম। 'সাবির' উত্তম। আর 'রাগিব' অধম।

আবু মুহাম্মদ রহিমাহুল্লাহ বলেন- একবার এক ভদ্রলোক জনৈক যাহিদের কাছে উপস্থিত হলে, তিনি ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করেন-

'কি মনে করে আমার কাছে কপন এসেছো?'

'আমি জানতে পেরেছি, আপনি অনেক বড় যাহিদ। তাই আমি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছি।'

'আচ্ছা, আমি কি তোমাকে আমার চেয়েও আরো বড় কোনো যাহিদের সন্ধান দেবো?'

'অবশ্যই। কে সেই মহামানব?'

'তুমি। স্বয়ং তুমিই আমার চেয়ে বড় যাহিদ।'

'কীভাবে?'

‘কারণ,তুমি যাহিদ বা দুনিয়াবিমুখ বলেই এখানে এসেছো।’

প্রকৃত দুনিয়াত্যাগী: ইসহাক ইবনু মানসুর রহিমাহুল্লাহ বলেন-

একবার আমি ও আমার এক বন্ধু দাউদ তাই রহিমাহুল্লাহুর কাছে যাই। তিনি তখন মাটিতে শুয়ে ছিলেন। আমি তখন আমার বন্ধুকে বলি, ‘এই আল্লাহর বান্দা দুনিয়াত্যাগী।’ ঘটনাক্রমে দাউদ তাই আমাদের কথা ফেলেন এবং আমাদেরকে বুঝ দেয়ার মতো করে বলেন, ‘আরে, প্রকৃত দুনিয়াত্যাগী তো সে, যে দুনিয়া অর্জনের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা ত্যাগ করে। আমার তো সেই সামর্থ্যই নেই।’

প্রকৃত যাহিদ কে?: ফুদাইল ইবনু ইয়াজ রহিমাহুল্লাহ বলেন-

‘যে সুখে-দুঃখে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, সে-ই প্রকৃত যাহিদ।’

আবু সুলাইমান রহিমাহুল্লাহ্ বলেন-

কোনো ব্যক্তির অন্তরে যদি দুনিয়ার মায়া-মোহ ও কামনা-বাসনা থাকে তাহলে তার এই কথা দাবি করা জায়েজ নেই যে, সে ‘যাহিদ বা দুনিয়াত্যাগী’। হ্যাঁ অন্তরে কামনা-বাসনা না থাকলে; দুনিয়া ত্যাগীর দাবি করার অনুমতি আছে।কেননা, অন্তরে দুনিয়ার প্রতি কামনা-বাসনা না থাকাটা তার কাজকর্মে প্রকাশ পাবে।

যুহুদের উদ্দেশ্য: মাযা’ রহিমাহুল্লাহ বলেন- ‘যুহুদ’ এর উদ্দেশ্য হলো, অন্তরটি আখিরাতের চিন্তার জন্য নিবেদিত রাখা। দুনিয়ার চিন্তা ও কামনা-বাসনা থেকে অবমুক্ত রাখা।

কুরআনের বয়ানে পার্থিব বা দুনিয়ার জীবন:

পার্থিব জীবনের স্বরূপ ও প্রকৃতি বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন:

يٰقَوۡمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الۡحَيٰوةُ الدُّنۡيَا مَتَاعٌ ۫ وَّ اِنَّ الۡاٰخِرَةَ هِیَ دَارُ الۡقَرَارِ ﴿۳۹﴾

‘এই পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু। জেনে রেখো, আখিরাতই হলো চিরস্থায়ী আবাস।’(সূরা গাফির:৩৯)

দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততির ফিতনা থেকে সতর্ক করে আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

وَ اعۡلَمُوۡۤا اَنَّمَاۤ اَمۡوَالُكُمۡ وَ اَوۡلَادُكُمۡ فِتۡنَۃٌ ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ عِنۡدَهٗۤ اَجۡرٌ عَظِیۡمٌ ﴿۲۸﴾

‘জেনে রেখো, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি তো এক পরীক্ষা। আর আল্লাহর নিকটই রয়েছে মহাপুরস্কার।’(সূরা আনফাল-২৮)

দুনিয়ার ধনসম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে নিষেধ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَ لَا تَمُدَّنَّ عَیۡنَیۡكَ اِلٰی مَا مَتَّعۡنَا بِهٖۤ اَزۡوَاجًا مِّنۡهُمۡ زَهۡرَۃَ الۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا ۬ۙ لِنَفۡتِنَهُمۡ فِیۡهِ ؕ وَ رِزۡقُ رَبِّكَ خَیۡرٌ وَّ اَبۡقٰی ﴿۱۳۱﴾

‘আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি,আপনি সেই সব বস্তুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না।’(সূরা ত্বহা-১৩১)

ইমাম গাজালি রহ. বলেন:

‘পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে দুনিয়া ও পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি নিন্দা বর্ণিত হয়েছে। কুরআনের বেশির ভাগ আয়াতে দুনিয়ার প্রতি নিন্দা ও সৃষ্টিকুলকে এর ব্যাপারে অনুৎসাহিত করে আখিরাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।এমন বহু আয়াত আমাদের চোখের সামনে ভাসে, তাই এই বিষয়ে আর বেশি উদ্বৃতি উল্লখের প্রয়োজন বোধ করছি না।’ (আল ইহইয়া :৩/২১৬)

কুরআনের আলোকে দুনিয়া বিমুখতার পদ্ধতি :

দুনিয়াবিমুখতার দ্বারা অন্তরে জাগ্রত হয় আখিরাতের প্রতি আগ্রহ। অবশ্য যথার্থ রূপে দুনিয়াবিমুখতা অবলম্বনের জন্য দুটি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করতে হবে।

প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি

দুনিয়া অতি তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট। দুনিয়া ধ্বংসশীল। দুনিয়া ক্ষণিকের। পার্থিব এ জীবন ফুরিয়ে যাবে দ্রুতই। দুনিয়ার দুঃখ -দুর্দশা - ক্লেশ যা কিছু ভোগ করতে হয় তা স্থায়ী নয়। এমনিভাবে স্থায়ী নয় দুনিয়ার আনন্দ সুখও। দুনিয়ার অর্জনকারী দুনিয়ার পেছনেই পড়ে থাকে সবসময়। তবে কখনো সে অর্জনে সক্ষম হয়। কখনো হয় ব্যর্থ বিফল। কিন্তু যে অর্জন করে সে কিন্তু বিজয়ী হয়েও হয়ে যায় পরাজিত। কেননা এ অর্জনের পরে আছে কি এর কোন স্থায়িত্ব? দুনিয়ার ধন-সম্পদ কখনো হারিয়ে যাবে, কখনো চুরি বা নষ্ট হয়ে যাবে। অবশেষে সে যখন আস্বাদন করবে মৃত্যুর স্বাদ, পারবে কি তখন সাথে নিয়ে যেতে সে সব সম্পদ? তাই দুনিয়া অর্জনকারী বিজয়ী হয়েও পরাজিত।

দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি

আখিরাত আসন্ন। আখিরাত চিরস্থায়ী। আখিরাতের মর্যাদাই সমুন্নত। নিয়ামত -খুশি - আনন্দ সেখানে সবই চিরস্থায়ী। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ الۡاٰخِرَۃُ خَیۡرٌ وَّ اَبۡقٰی ﴿۱۷﴾

'আর আখিরাতের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।' (সূরা আল আলা -১৭)

'আখিরাতের নিয়ামতই পূর্ণ নিয়ামত। কখনোও তা ফুরাবেনা। পক্ষান্তরে তার শাস্তিও ভীষণ ভয়ঙ্কর।' (আল ফাওয়ায়িদ: ১২৩)

'জেনে রেখো আল্লাহ ব্যতীত সবকিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মুছে যাবে সুখ ও সমৃদ্ধি রেশটুকুও।'

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের দুনিয়ার ব্যাপারে সর্তক করেছেন.....দুনিয়ার ব্যাপারে ধারণা দিয়েছেন স্পষ্টভাবে-

সূরা আল ইমরানের ১৪ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন-

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَ الْبَنِيْنَ وَ الْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْاَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ﴿۱۴﴾

মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে প্রবৃত্তির ভালবাসা- নারী, সন্তানাদি, রাশি রাশি সোনা-রূপা, চিহ্নত ঘোড়া, গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত। এগুলো দুনিয়ার জীবনের ভোগসামগ্রী। আর আল্লাহ, তাঁর নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল। আল-বায়ান

'নারী, সন্তান, সোনারূপার স্তুপ, বাছাই করা ঘোড়া, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে। এসব দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য বস্তু।(১) আর আল্লাহ্, তাঁরই নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।'

(১) আয়াতের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের মনে এসব বস্তুর প্রতি স্বভাবগতভাবেই আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তাদের পরীক্ষা নেয়া হয়ে থাকে যে, কে এগুলোর আকর্ষণে মত্ত হয়ে আখেরাতকে ভুলে যায় এবং কে এসবের আসল স্বরূপ ও ধ্বংসশীল হওয়ার বিষয় অবগত হয়ে শুধু যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু অর্জনে সচেষ্ট হয় ও আখেরাতের কল্যাণ আহরণের লক্ষ্যে তার সুচারু ব্যবহার করে। আল্লাহ্ তা'আলা যেসব বস্তুকে মানুষের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দিয়েছেন, শরীয়ত অনুযায়ী সেগুলো পরিমিত উপার্জন করলে এবং যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু সঞ্চয় করলে দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবী হাসিল হবে।

পক্ষান্তরে অবৈধ পন্থায় সেগুলো ব্যবহার করলে অথবা বৈধ পন্থায় হলেও এগুলোতে মাত্রাতিরিক্ত নিমজ্জিত হয়ে আখেরাত বিস্মৃত হয়ে গেলে ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়বে। [সা'দী] অর্থাৎ এসব হচ্ছে পার্থিব জীবনে ব্যবহার করার জন্য; মন বসাবার জন্য নয়। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে উত্তম ঠিকানা। সেখানে চিরকাল থাকতে হবে এবং যার নেয়ামত ধ্বংস হবে না, হ্রাসও পাবে না। আখেরাতে আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনের জন্য যে নেয়ামত রেখেছেন, তার তুলনা দুনিয়ার জীবনের সামগ্রীসমূহের কোন কিছু দিয়েই দেয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "দুনিয়া অভিশপ্ত এবং যা কিছু এতে আছে তা অভিশপ্ত। তবে যা আল্লাহর যিকর বা স্মরণে করা হয় ও তার সাথে সম্পৃক্ত হয় এবং দ্বীনী জ্ঞানে আলেম ও দ্বীনী জ্ঞান অর্জনকারী। [তিরমিযী: ২৩২২; ইবন মাজাহ: ৪১১২]

সূরা তাকাসুরের ১-৫ আয়াতে আল্লাহ্ বলেন-

اَلۡهٰکُمُ التَّکَاثُرُ ۙ﴿۱﴾

প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে ভুলিয়ে রেখেছে। আল-বায়ান

১. তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখে(১) প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা(২)

(১) ألهى 'আলহা' শব্দটির মূলে রয়েছে لهو বা 'লাহও'। এর আসল অর্থ গাফলতিতে নিমজ্জিত করা, ভুলিয়ে দেয়া। [কুরতুবী] যেসব কাজের প্রতি মানুষের আগ্রহ ও আকর্ষণ এত বেশী বেড়ে যায় যে সে তার মধ্যে মগ্ন হয়ে অন্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ জিনিস থেকে গাফেল হয়ে পড়ে সেই ধরনের প্রত্যেকটি কাজের জন্য আরবী ভাষায় এ শব্দটি বলা হয়ে থাকে। [উদ্দাতুস সাবেরীন, পৃ. ১৭১] অর্থাৎ 'তাকাসুর' তোমাদেরকে তার নিজের মধ্যে এমনভাবে মশগুল করে নিয়েছে, যার ফলে তার প্রতি মোহাচ্ছন্নতা

তোমাদের তার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আখেরাত ও তার জন্য প্রস্তুতি থেকে গাফেল করে দিয়েছে। তার মোহ তোমাদেরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তারই চিন্তায় তোমরা নিমগ্ন। আর এই মোহ ও নিমগ্নতা তোমাদেরকে একেবারে গাফেল করে দিয়েছে। আয়াতে এর জন্য কঠোর সাবধানবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। [উদ্দাতুস সাবেরীন: ১৮৩–১৮৪]

(২) কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, আয়াতটি ঐ যুগের সুনির্দিষ্ট কোন কোন গোত্র বা নেতৃস্থানীয় লোকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। [দেখুন, কুরতুবী] তবে এখানে একটি বিষয় পরিস্কার হওয়া দরকার যে, আয়াতে তোমাদেরকে বলে শুধু সে যুগের লোকদের বুঝানো হয়নি বরং প্রত্যেক যুগের লোকেরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে ও সামগ্রিকভাবে এ সম্বোধনের আওতাভুক্ত হয়েছে। [কুরতুবী] এর অর্থ দাঁড়ায়, বেশী বেশী বৈষয়িক স্বার্থ অর্জন করা, তার মধ্যে একে অন্যের অগ্রবর্তী হওয়া এবং অন্যের মোকাবেলায় তা নিয়ে গর্ব করার মোহ যেমন ব্যক্তিকে আচ্ছন্ন করে তেমনি আচ্ছন্ন করে গোত্র ও জাতিকেও। তাছাড়া আয়াতে একথা সুস্পষ্ট করে বলা হয়নি যে, প্রাচুর্য লোকদেরকে কোন জিনিস থেকে গাফেল করে দিয়েছে। কারণ, যে জিনিস থেকে তারা গাফেল হয়েছে তা অত্যন্ত ব্যাপক। [সা'দী]

এর দ্বারা সবকিছুই উদ্দেশ্য যা কিছুর প্রাচুর্যের জন্য মানুষ সাধারণত চেষ্টা করে থাকে এবং অহংকার করে থাকে। হতে পারে সেটা ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, সাহায্য-সহযোগিতাকারী, সৈন্য-সামন্ত, দাস-দাসী, মান-মর্যাদা ইত্যাদি যা-ই মানুষ বেশী পেতে চায় এবং অপরের উপর প্রাধান্য নেয়ার চেষ্টা করে। আর যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য থাকেনা। [সা’দী] এভাবে মানুষ আল্লাহ থেকে, তাঁর মারিফাত থেকে, তার দিকে প্রত্যাবর্তন থেকে, তাঁর ভালবাসাকে সবকিছুর ভালবাসার উপর স্থান দেয়া থেকে, যার ইবাদতের জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেটা থেকে গাফেল হয়ে গেছে। [সা’দী] অনুরূপভাবে তারা আখেরাত থেকে গাফেলা হয়ে গেছে। [বাদায়ে’উস তাফসীর]

তাফসীরে জাকারিয়া

حَتّٰى زُرۡتُمُ الۡمَقَابِرَ ﴿۲﴾

যতক্ষণ না তোমরা কবরের সাক্ষাৎ করবে। আল-বায়ান

২. যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও।(১)

(১) এখানে বলা হয়েছে, যতক্ষণ না তোমরা করবস্থান যেয়ারত কর। এখানে যেয়ারত করার অর্থ মরে গিয়ে কবরে পৌছানো। কাতাদাহ বলেন, তারা বলত, আমরা অমুক বংশের লোক, আমরা অমুক গোত্রের চেয়ে বেশী, আমাদের সংখ্যা অনেক। এভাবে বলতেই থাকল। অথচ তারা কমতে কমতে সবাই কবরবাসী হয়ে গেল। অতএব, আয়াতের মর্মার্থ এই যে, বলা হয়েছে, যারা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভালবাসা অথবা অপরের সাথে বড়াই করায় এমন মত্ত হয়ে পড়ে যে, পরিণাম চিন্তা করার ফুরসতই পায় না। [ইবন কাসীর] এখানে যেয়ারত শব্দটি থেকে আরও বুঝা যায়, কবরেও কেউ চিরকাল থাকবে না, এই দুনিয়া-কবর সবই ক্ষণস্থায়ী; এগুলো যেয়ারত শেষ হলে জান্নাত বা জাহান্নাম চিরস্থায়ী বাসভূমিতে যেতে হবে। [কুরতুবী]

আবদুল্লাহ ইবনে শিখখীর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট পৌছে দেখলাম তিনি (اَلۡهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ) তেলাওয়াত করে বলছিলেন, "মানুষ বলে, আমার ধন! আমার ধন! অথচ তোমার অংশ তো ততটুকুই যতটুকু তুমি খেয়ে শেষ করে ফেল, অথবা পরিধান করে ছিন্ন করে দাও, অথবা সদকা করে সম্মুখে পাঠিয়ে দাও। এছাড়া যা আছে, তা তোমার হাত থেকে চলে যাবে- তুমি অপরের জন্যে তা ছেড়ে যাবে।" [মুসলিম: ২৯৫৮, তিরমিযী: ২৩৪২, মুসনাদে আহমদ: ৪/২৪]

অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আদম সন্তানের যদি স্বর্ণে পরিপূর্ণ একটি উপত্যকা থাকে, তবে সে (তাতেই সন্তুষ্ট হবে না;

বরং) দুটি উপত্যকা কামনা করবে। তার মুখ তো (কবরের) মাটি ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা ভর্তি করা সম্ভব নয়। যে আল্লাহর দিকে রুজু করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন।" [বুখারী: ৬৪৩৯, ৬৪৪০] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমি তোমাদের জন্য দারিদ্রতার ভয় করছি না বরং তোমাদের জন্য প্রাচুর্যের ভয় করছি। অনুরূপভাবে আমি তোমাদের জন্যে ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ভয় করছি না, বরং ভয় করছি ইচ্ছাকৃত অন্যায়ের।" [মুসনাদে আহমাদঃ ২/৩০৮]

তাফসীরে জাকারিয়া

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ﴿۳﴾

كلا سوف تعلمون ﴿۳﴾

কখনো নয়, শীঘ্রই তোমরা জানবে, আল-বায়ান

(তোমরা যে ভুল ধারণায় ডুবে আছো তা) মোটেই ঠিক নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে, তাইসিরুল

৩. কখনো নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবো(১);

(১) অর্থাৎ তোমরা ভুল ধারণার শিকার হয়েছ। বৈষয়িক সম্পদের এ প্রাচুর্য এবং এর মধ্যে পরস্পর থেকে অগ্রবর্তী হয়ে যাওয়াকেই তোমরা উন্নতি ও সাফল্য মনে করে নিয়েছো। অথচ এটা মোটেই উন্নতি ও সাফল্য নয়। অবশ্যই অতি শীঘ্রই তোমরা এর অশুভ পরিণতি জানতে পারবে। [ইবন কাসীর, আদওয়াউল বায়ান]

তাফসীরে জাকারিয়া

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ؕ﴿۴﴾

তারপর কখনো নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। আল-বায়ান

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ؕ﴿۵

কখনো নয়, তোমরা যদি নিশ্চিত জ্ঞানে জানতে! আল-বায়ান

৫। সত্যিই, তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা জানতে (ঐ প্রতিযোগিতার পরিণাম)। [1]

[1] এর জওয়াব এখানে উহ্য আছে। এর মতলব হল যে, যদি তোমরা এই গাফলতি, উদাসীনতা ও মোহাচ্ছন্নতার পরিণাম নিশ্চিতরূপে জেনে নাও, যেমন পৃথিবীর প্রত্যক্ষ করা জিনিসের উপর তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাস করে থাক, তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা ও গর্বে লিপ্ত হবে না।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

সূরা নাজিয়াতের ৩৭-৪১ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন-

فَاَمَّا مَنۡ طَغٰی ﴿۳۷﴾

সুতরাং যে সীমালঙ্ঘন করে। আল-বায়ান

৩৭। সুতরাং যে সীমালংঘন করেছে, [1]

[1] অর্থাৎ, কুফরী এবং অবাধ্যতায় সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

وَ اٰثَرَ الۡحَیٰوۃَ الدُّنۡیَا ﴿۳۸﴾

আর দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয়, আল-বায়ান

৩৮। এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে, [1]

[1] অর্থাৎ, দুনিয়াকে সে সব কিছু ভেবেছে এবং আখেরাতের জন্য কোন প্রস্তুতি নেয়নি।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

فَاِنَّ الۡجَحِیۡمَ هِیَ الۡمَاۡوٰی ﴿ؕ۳۹﴾

নিশ্চয় জাহান্নাম হবে তার আবাসস্থল। আল-বায়ান

৩৯. জাহান্নামই হবে তার আবাস।(১)

(১) এ আয়াতে জাহান্নামীদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে: যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, আর পার্থিব জীবনকে আখেরাতের উপর অগ্রাধিকার দেবে অর্থাৎ আখেরাতের কাজ ভুলে গিয়ে দুনিয়ার সুখ ও আনন্দকেই অগ্রাধিকার দিবে; তার সম্পর্কে বলা হয়েছে, জাহান্নামই তার আবাস বা ঠিকানা। [সা'দী]

তাফসীরে জাকারিয়া

وَ اَمَّا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ نَهَی النَّفۡسَ عَنِ الۡهَوٰی ﴿ۙ۴۰﴾

আর যে স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজকে বিরত রাখে, আল-বায়ান

৪০. আর যে তার রবের অবস্থানকে(১) ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজকে বিরত রাখে,

(১) রবের অবস্থানের দু'টি অর্থ হতে পারে, এক. রবের সামনে হাজির হয়ে হিসাব নিকাশের সম্মুখীন হতে হবে- এ বিশ্বাস করে প্রবৃত্তির অনুসরণ হতে যে নিজেকে হেফাযত করেছে তার জন্য রয়েছে জান্নাত। দুই. রবের যে সুমহান মর্যাদা তাঁর এ উচ্চ

মর্তবার কথা স্মরণ করে অন্যায় অশ্লিল কাজ এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিরত থেকেছে সে জান্নাতে যাবে। উভয় অর্থই এখানে সঠিক। [বাদা'ই'উত তাফসীর]

তাফসীরে জাকারিয়া

فَاِنَّ الۡجَنَّۃَ هِیَ الۡمَاۡوٰی ﴿۴۱﴾

নিশ্চয় জান্নাত হবে তার আবাসস্থল। আল-বায়ান

৪১। জান্নাতই হবে তার আশ্রয়স্থল। [1]

[1] যেখানে সে বসবাস করবে; বরং আল্লাহর মেহমান হবে।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

সূরা হাদিদের ২০ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন-

اِعۡلَمُوۡۤا اَنَّمَا الۡحَیٰوۃُ الدُّنۡیَا لَعِبٌ وَّ لَهۡوٌ وَّ زِیۡنَۃٌ وَّ تَفَاخُرٌۢ بَیۡنَکُمۡ وَ تَکَاثُرٌ فِی الۡاَمۡوَالِ وَ الۡاَوۡلَادِ ؕ کَمَثَلِ غَیۡثٍ اَعۡجَبَ الۡکُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ یَهِیۡجُ فَتَرٰىهُ مُصۡفَرًّا ثُمَّ یَکُوۡنُ حُطَامًا ؕ وَ فِی الۡاٰخِرَۃِ عَذَابٌ شَدِیۡدٌ ۙ وَّ مَغۡفِرَۃٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضۡوَانٌ ؕ وَ مَا الۡحَیٰوۃُ الدُّنۡیَاۤ اِلَّا مَتَاعُ الۡغُرُوۡرِ ﴿۲۰﴾

তোমরা জেনে রাখ যে, দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া কৌতুক, শোভা-সৌন্দর্য, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব-অহঙ্কার এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে আধিক্যের প্রতিযোগিতা মাত্র। এর উপমা হল বৃষ্টির মত, যার উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে আনন্দ দেয়, তারপর তা শুকিয়ে যায়, তখন তুমি তা হলুদ বর্ণের দেখতে পাও, তারপর তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। আর আখিরাতে আছে কঠিন আযাব এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবনটা তো ধোকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়। আল-বায়ান

২০. তোমরা জেনে রাখ, নিশ্চয় দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা, ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক গর্ব-অহংকার, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু নয়।(১) এর উপমা হলো বৃষ্টি, যার উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, তারপর সেগুলো শুকিয়ে যায়, ফলে আপনি ওগুলো পীতবর্ণ দেখতে পান, অবশেষে সেগুলো খড়-কুটায় পরিণত হয়। আর আখেরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবন প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া কিছু নয়।(২)

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া মোটেই ভরসা করার যোগ্য নয়। পার্থিব জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু হয় এবং যাতে দুনিয়াদার ব্যক্তি মগ্ন ও আনন্দিত থাকে, প্রথমে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে পার্থিব জীবনের মোটামুটি বিষয়গুলো যথাক্রমে এইঃ প্রথমে ক্রীড়া, এরপর কৌতুক, এরপর সাজ-সজ্জা, এরপর পারস্পরিক অহমিকা, এরপর ধন ও জনের প্রাচুর্য নিয়ে পারস্পরিক গর্ববোধ। لَعِبٌ শব্দের অর্থ এমন খেলা, لَهْوٌ এমন খেলাধুলা, যার আসল লক্ষ্য চিত্তবিনোদন زِينَةٌ বা অঙ্গ-সজ্জা, পোশাক ইত্যাদির মোহ সর্বজনবিদিত। প্রত্যেক মানুষের জীবনের প্রথম অংশ ক্রীড়া অর্থাৎ لَعِبٌ এর মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। এরপর لَهْوٌ শুরু হয়। এরপর সে অঙ্গসজ্জায় ব্যাপৃত হয় এবং শেষ বয়সে সমসাময়িক ও সমবয়সীদের সাথে وَتَفَاخُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَاد বা প্রতিযোগিতার প্রেরণা সৃষ্টি হয়। উল্লেখিত ধারাবাহিকতায় প্রতিটি অর্থেই মানুষ নিজ অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু কুরআন পাক বলে যে, এই সবই হচ্ছে সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী। [দেখুন: সা’দী, তাবারী]

(২) দুনিয়ায় মানুষের কর্মকাণ্ড বর্ণনার পর পবিত্র কুরআন বর্ণিত বিষয়বস্তুর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছে, (كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا) এখানে غَيْث শব্দের অর্থ বৃষ্টি। الكفار শব্দটি মুমিনের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত

হলেও এর অপর আভিধানিক অর্থ কৃষকও হয়। আলোচ্য আয়াতে কেউ কেউ এ অর্থই নিয়েছেন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, বৃষ্টি দ্বারা ফসল ও নানা রকম উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়ে যখন সবুজ ও শ্যামল বর্ণ ধারণ করে, তখন কৃষকের আনন্দের সীমা থাকে না। কোনো কোনপ তাফসীরবিদ الكفار শব্দটিকে প্রচলিত অর্থে ধরে বলেছেন যে, এতে কাফেররা আনন্দিত হয়। [কুরতুবী] এখানে প্রশ্ন হয় যে, সবুজ, শ্যামল ফসল দেখে কাফেররাই কেবল আনন্দিত হয় না, মুসলিমরাও হয়। জওয়াব এই যে, মুমিনের আনন্দ ও কাফেরের আনন্দের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। ফলে দুনিয়ার অগাধ ধন-রত্ন পেয়েও মুমিন কাফেরের ন্যায় আনন্দিত ও মত্ত হয় না। তাই আয়াতে কাফের আনন্দিত হয় বলা হয়েছে।

এরপর এই দৃষ্টান্তের সারসংক্ষেপ এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফসল ও অন্যান্য উদ্ভিদ যখন সবুজ শ্যামল হয়ে যায়, তখন দর্শক মাত্রই বিশেষ করে কাফেররা খুবই আনন্দিত ও মত্ত হয়ে উঠে। কিন্তু অবশেষে তা শুষ্ক হতে থাকে। প্রথমে পীতবর্ণ হয়, এরপরে সম্পূর্ণ খড়-কুটায় পরিণত হয়। মানুষও তেমনি প্রথমে তরতাজা ও সুন্দর হয়। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত এরূপই কাটে। অবশেষে যখন বার্ধক্য আসে, তখন দেহের সজীবতা ও সৌন্দর্য সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় এবং সবশেষে মরে মাটি হয়ে যায়। দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতা বর্ণনা করার পর আবার আসল উদ্দেশ্য- আখেরাতের চিন্তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আখেরাতের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, (وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَان) অর্থাৎ আখেরাতে মানুষ এ দুটি অবস্থার মধ্যে যে কোন একটির সম্মুখীন হবে। একটি কাফেরদের অবস্থা অর্থাৎ তাদের জন্যে কঠোর আযাব রয়েছে।

অপরটি মুমিনদের অবস্থা; অর্থাৎ তাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি রয়েছে। এরপর সংক্ষেপে দুনিয়ার স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে, (وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُور) অর্থাৎ এসব বিষয় দেখা ও অনুধাবন করার পর একজন বুদ্ধিমান ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারে যে, দুনিয়া একটি প্রতারণার স্থল। এখানকার সম্পদ, প্রকৃত সম্পদ নয়, যা বিপদমুহূর্তে কাজে আসতে পারে। অতঃপর

আখেরাতের আযাব ও সওয়াব এবং দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এরূপ হওয়া উচিত যে, মানুষ দুনিয়ার সুখ ও আনন্দে মগ্ন না হয়ে আখেরাতের চিন্তা বেশী করবে। পরবর্তী আয়াতে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে। [ইবন কাসীর]

তাফসীরে জাকারিয়া

সূরা ইবরাহিমের ৩ নং আয়াতে দুনিয়াপ্রেমীদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ বলেন-

الَّذِیۡنَ یَسۡتَحِبُّوۡنَ الۡحَیٰوۃَ الدُّنۡیَا عَلَی الۡاٰخِرَۃِ وَ یَصُدُّوۡنَ عَنۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ وَ یَبۡغُوۡنَهَا عِوَجًا ؕ اُولٰٓئِكَ فِیۡ ضَلٰلٍۭ بَعِیۡدٍ ﴿۳﴾

যারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাত থেকে অধিক পছন্দ করে, আর আল্লাহর পথে বাধা দেয় এবং তাতে বক্রতার সন্ধান করে; তারা ঘোরতর ভ্রষ্টতায় রয়েছে। আল-বায়ান

(৩) যারা ইহজীবনকে পরজীবনের উপর প্রাধান্য দেয়, মানুষকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করে;[1] তারাই তো ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে।[2]

[1] এর একটি অর্থ এই যে, ইসলামের শিক্ষার ব্যাপারে মানুষের মাঝে কুধারণা উৎপন্ন করার জন্য ত্রুটি বের করে এবং তা বিকৃত করে পেশ করে। এর দ্বিতীয় অর্থ এই যে, নিজ মনমত তাতে পরিবর্তন সাধন করতে চায়।

[2] কেননা তাদের মধ্যে উল্লিখিত বিভিন্ন অপরাধ একত্রিত হয়েছে, যেমন; আখেরাতের তুলনায় দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া, আল্লাহর রাস্তা থেকে মানুষকে বাধা প্রদান করা এবং ইসলাম ধর্মের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করা।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

সূরা কাহফের ৪৫ নং।আয়াতে আল্লাহ্ দুনিয়ার স্বরূপ কেমন তা বলেছেন-

وَ اضۡرِبۡ لَهُمۡ مَّثَلَ الۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا کَمَآءٍ اَنۡزَلۡنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخۡتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الۡاَرۡضِ فَاَصۡبَحَ هَشِیۡمًا تَذۡرُوۡهُ الرِّیٰحُ ؕ وَ کَانَ اللّٰهُ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ مُّقۡتَدِرًا ﴿۴۵﴾

و اضرب لهم مثل الحیوۃ الدنیا کمآء انزلنه من السمآء فاختلط بهٖ نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الریح و کان الله علی کل شیء مقتدرا ﴿۴۵﴾

আর আপনি তাদের জন্য পেশ করুন দুনিয়ার জীবনের উপমা তা পানির মত, যা আমি আসমান থেকে বর্ষণ করেছি। অতঃপর তার সাথে মিশ্রিত হয় যমীনের উদ্ভিদ। ফলে তা পরিণত হয় এমন শুকনো গুঁড়ায়, বাতাস যাকে উড়িয়ে নেয়। আর আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল-বায়ান

তাদের কাছে দুনিয়ার এ জীবনের দৃষ্টান্ত পেশ কর : তা হল পানির মত যা তিনি আকাশ হতে বর্ষণ করেন, যা দিয়ে যমীনে গাছ-গাছড়া ঘন হয়ে উদ্গত হয়, অতঃপর তা শুকনো খড়কুটায় পরিণত হয় যাকে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ হলেন সকল বিষয়ে শক্তিমান। তাইসিরুল

৪৫. আর আপনি তাদের কাছে পেশ করুন উপমা দুনিয়ার জীবনের: এটা পানির ন্যায় যা আমরা বর্ষণ করি আকাশ থেকে, যা দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হয়, তারপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আর আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিমান।(১)

(১) কুরআনের বিভিন্ন স্থানে মহান আল্লাহ দুনিয়ার জীবনকে আকাশ থেকে নাযিল হওয়া পানির সাথে তুলনা করেছেন। দুনিয়ার জীবনের ক্ষণস্থায়ীত্বের উদাহরণ হলো আকাশ থেকে বর্ষিত পানির মত। যা প্রথমে যমীনে পতিত হওয়ার সাথে সাথে যমীনে অবস্থিত উদ্ভিদরাজিতে প্রাণের উন্মেষ ঘটে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে পানি পুরিয়ে গেলে, পানির কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে গেলে আবার সে প্রাণের নিঃশেষ ঘটে। দুনিয়ার

জীবনও ঠিক তদ্রুপ; এখানে আসার পর জীবনের বিভিন্ন অংশের প্রাচুর্যে মানুষ মোহান্ধ হয়ে আখেরাতকে ভুলে বসে থাকে। কিন্তু অচিরেই তার জীবনের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে সে আবার হতাশ হয়ে পড়ে।

সূরা ইউনূসের ২৪ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন-

اِنَّمَا مَثَلُ الۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا کَمَآءٍ اَنۡزَلۡنٰہُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخۡتَلَطَ بِہٖ نَبَاتُ الۡاَرۡضِ مِمَّا یَاۡکُلُ النَّاسُ وَ الۡاَنۡعَامُ ؕ حَتّٰۤی اِذَاۤ اَخَذَتِ الۡاَرۡضُ زُخۡرُفَہَا وَ ازَّیَّنَتۡ وَ ظَنَّ اَہۡلُہَاۤ اَنَّہُمۡ قٰدِرُوۡنَ عَلَیۡہَاۤ ۙ اَتٰہَاۤ اَمۡرُنَا لَیۡلًا اَوۡ نَہَارًا فَجَعَلۡنٰہَا حَصِیۡدًا کَاَنۡ لَّمۡ تَغۡنَ بِالۡاَمۡسِ ؕ کَذٰلِکَ نُفَصِّلُ الۡاٰیٰتِ لِقَوۡمٍ یَّتَفَکَّرُوۡنَ ﴿۲۴﴾

এ কথাটি মহান আল্লাহ কুরআনের অন্যত্র এভাবে বলেছেনঃ “বস্তুত পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন আমি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি যা দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হয়, যা থেকে মানুষ ও জীব-জন্তু খেয়ে থাকে। তারপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয় এবং তার অধিকারীগণ মনে করে ওটা তাদের আয়ত্তাধীন, তখন দিনে বা রাতে আমার নির্দেশ এসে পড়ে ও আমি ওটা এমনভাবে নির্মূল করে দেই, যেন গতকালও ওটার অস্তিত্ব ছিল না। এভাবে আমি নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বর্ণনা করি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।” [সূরা ইউনুস: ২৪]

সূরা যুমারের ২১ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন-

আরো বলেছেনঃ “আপনি কি দেখেন না, আল্লাহ্ আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, তারপর তা ভূমিতে নির্ঝররূপে প্রবাহিত করেন এবং তা দ্বারা বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন, তারপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তোমরা তা পীত বর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তিনি ওটাকে খড়-কুটায় পরিণত করেন? এতে অবশ্যই উপদেশ রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য।”[সূরা আয-যুমার: ২১]

আরও বলেছেনঃ “তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন তো খেল-তামাশা, জাঁকজমক, পারস্পরিক শ্লাঘা, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু নয়। এর উপমা বৃষ্টি, যা দ্বারা উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, তারপর সেগুলো শুকিয়ে যায়, ফলে আপনি ওগুলো পীতবর্ণ দেখতে পান,

অবশেষে সেগুলো খড়-কুটায় পরিণত হয়। পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া কিছু নয়।” [সূরা আল-হাদীদ: ২০]

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বলেছেনঃ “দুনিয়া হলো সুমিষ্ট সবুজ-শ্যামল মনোমুগ্ধকর। সুতরাং তোমরা দুনিয়া থেকে বেঁচে থাক আর মহিলাদের থেকে নিরাপদ থাক।” [মুসলিম: ২৭৪২]

তাফসীরে জাকারিয়া

দুনিয়াতে আমরা যে রিজিক পেয়ে থাকি এগুলো আল্লাহ তাআলা এই আমাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। সুতরাং কম বেশি যাই আমরা লাভ করি এর উপর আমাদের সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক। কাকে দুনিয়ার ধন-সম্পদ বেশি দেওয়া হয়েছে আর কাকে কম দেওয়া হয়েছে- এ নিয়ে মোটেও ভাবা যাবে না। তোমাকে যতটুকু দেওয়া হয়েছে তা নিয়েই তুমি সন্তুষ্ট থেকো। আল্লাহর পুণ্যবান বান্দারা আল্লাহ যা দান করেন তার ওপরই সন্তুষ্ট থাকেন।

‘যে ব্যক্তি সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন কামনা করে এবং নিজের দ্বীন ও দুনিয়া দুটোকেই সার্থক করে তুলতে চায়। সে যেন দুই শ্রেণীর লোকের দিকে নজর রাখে - তাকওয়ার বিচারে যারা তার চেয়ে উঁচু স্তরের এবং অর্থবিত্তের দিক দিয়ে যারা তার চেয়ে নিম্নস্তরের।’

আল ইহইয়া ৪/১৩১

এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ সূরা ত্বহার ১৩১ নং আয়াতে বলেন-

وَ لَا تَمُدَّنَّ عَيۡنَيۡكَ اِلٰی مَا مَتَّعۡنَا بِهٖۤ اَزۡوَاجًا مِّنۡهُمۡ زَهۡرَةَ الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا ۬ۙ لِنَفۡتِنَهُمۡ فِيۡهِ ؕ وَ رِزۡقُ رَبِّكَ خَيۡرٌ وَّ اَبۡقٰی ﴿۱۳۱﴾

আর তুমি কখনো প্রসারিত করো না তোমার দু’চোখ সে সবের প্রতি, যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে দুনিয়ার জীবনের জাঁক-জমকস্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসেবে

দিয়েছি। যাতে আমি সে বিষয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করে নিতে পারি। আর তোমার রবের প্রদত্ত রিযক সর্বোৎকৃষ্ট ও অধিকতর স্থায়ী। আল-বায়ান

১৩১. আর আপনি আপনার দু'চোখ কখনো প্রসারিত করবেন না(১) সে সবের প্রতি, যা আমরা বিভিন্ন শ্রেণীকে দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ উপভগের উপকরণ হিসেবে দিয়েছি, তা দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। আর আপনার রব-এর দেয়া রিযিকই সর্বোৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।

(১) এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু আসলে উম্মতকে পথ প্রদর্শন করাই লক্ষ্য। বলা হয়েছে, দুনিয়ার ঐশ্বর্যশালী পুঁজিপতিরা হরেক রকমের পার্থিব চাকচিক্য ও বিবিধ নেয়ামতের অধিকারী হয়ে বসে আছে। আপনি তাদের প্রতি ভ্রক্ষেপও করবেন না। কেননা, এগুলো সব ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী। আল্লাহ্ তা'আলা যে নেয়ামত আপনাকে এবং আপনার মধ্যস্থতায় মুমিনদেরকে দান করেছেন, তা এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব চাকচিক্য থেকে বহুগুণে উৎকৃষ্ট। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

তাফসীরে জাকারিয়া

ইয়াজিদ ইবনু মায়সারা হিমসি রহিমাহুল্লাহ। তিনি একজন বড় আলিম ছিলেন। তিনি আসমানী কিতাবও পড়তেন। তিনি বলেন, আমি পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবে নিম্নোক্ত কথাটি পেয়েছি-

‘আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আমি কোনো বান্দাকে দুনিয়ার ধনসম্পদ স্বল্প পরিমাণে দিলে সে কেন ভেঙে পড়ে? এটা তো আমার নৈকট্য অর্জনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।াপদ দিকে কোনো বান্দাকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ দিলে, সে কেন এত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে? এটা তো আমার থেকে দূরে সরে যাওয়ার প্রধান কারণ!’ এরপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন-

اَیَحۡسَبُوۡنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمۡ بِهٖ مِنۡ مَّالٍ وَّ بَنِیۡنَ ﴿۵۵﴾

نُسَارِعُ لَهُمۡ فِى ٱلۡخَيۡرَٰتِ ۚ بَل لَّا يَشۡعُرُونَ ﴿٥٦﴾

‘ তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি দিয়ে যাচ্ছি এবং এর মাধ্যমে তাদেরকে দ্রুত মঙ্গলের দিকে নিয়ে যাচ্ছি? বরং তারা বোঝে না।’ *(সূরা মুমিনুন : ৫৫-৫৬)*

ইবরাহিম আল-আশআস রহ. বলেন, আমি ফুজাইল রহ. কে বলতে শুনেছি-

‘বান্দা আল্লাহকে ওই পরিমাণ ভয় করে, আল্লাহ্ তাআলা সম্পর্কে যে পরিমাণ ইলম তার আছে। বান্দা দুনিয়া থেকে ততটুকু বিমুখ হয়, আখিরাতের প্রতি যতটুকু আগ্রহ তার মধ্যে আছে। ব্যক্তি যা জানে, সে অনুযায়ী আমল করে, তার অতিরিক্ত ইলমের প্রয়োজন পড়ে না। তবে ইলম অনুযায়ী আমল করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে আরো অধিক ইলম অর্জন করার তৌফিক দেন। যার চরিত্র খারাপ -তার দ্বীন, বংশগৌরব ও পুরুষত্ব সবই প্রশ্নবিদ্ধ।

আস-সিয়ার - ৮/৪২৬

জনৈক দুনিয়াবিমুখ সালাফ বলেন:

‘এমন মানুষ আছে বলে আমার বিশ্বাস হয় না, যে জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে জানে, অথচ সে সব সময় (নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির, সদাচারণ ইত্যাদির মাধ্যমে) আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল থাকে না। এক ব্যক্তি তাকে বলল, “আমি অনেক কান্নাকাটি করি।” তিনি বললেন, “নিজের কৃত আমল নিয়ে অহংকারী ব্যক্তির কান্নার চেয়ে গুনাহ স্বীকারকারী ব্যক্তির হাসি অনেক উত্তম। কারণ, অহংকারীর আমল আল্লাহর দরবারে পৌঁছায় না।” ওই ব্যক্তি বলল, “আমাকে নসিহত করুন।” তিনি বললেন, “দুনিয়াকে দুনিয়াদারদের জন্য ছেড়ে দাও, যেমন তারা আখিরাতকে ছেড়ে দিয়েছে আখিরাতের কল্যাণপ্রত্যাশীদের জন্য। আর দুনিয়াতে জীবনযাপন করো মৌমাছির ন্যায়, যে নিজেও পবিত্র খাবার খায় এবং অপরের জন্যও পবিত্র খাবার জমা করে। আর কোনো বস্তুর ওপর বসলে তা ভেঙে ফেলে না এবং সেখানে একটি দাগও পড়তে দেয় না।” ’

দুনিয়াদারদের পরিণতির একটা ঘটনা। এতে বিচক্ষণদের জন্য রয়েছে উত্তম নসিহত।

বনি বুওয়াইহ-এর অন্যতম বাদশা ফখরুদ দাওলাহ আলি বিন রুকন বলতেন:

‘আমার সন্তানদের জন্য আমি এত এত সম্পদ পঞ্জিভূত করে রেখেছি যে, তারা ও তাদের সৈন্য সামন্ত সে এসবের মাধ্যমে অনায়াসে ১৫ বছর কাটিয়ে দিতে পারবে!’

সহসা একদিন ফখরুদ দাওলাহ রায় শহরের একটি দুর্গে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর সময় ধন ভান্ডারের চাবি গুলো তার সন্তানদের হাতে ছিল। বাবার মৃত্যুর পর তারা দুর্গে আসার অবকাশ টুকু পায়নি। কাফন হিসেবে তাকে পড়ানোর জন্য পাওয়া যায়নি এক টুকরো কাপড়ও। শেষ পর্যন্ত দুর্গের নিচের অংশে স্থাপিত মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক থেকে মসজিদের পেছনের একটি পুরাতন কাপড় কিনে আনা হয়। ওদিকে তার সন্তান ও সৈন্য সামন্তরা ব্যস্ত সম্পদ ভাগ বাটোয়ারায়। বাবার জানাজা যে পড়বে, এতোটুকু ফুরসতও তো তারা পাচ্ছে না।

এক সময় পচন ধরে তার মৃতদেহে। বেরোতে থাকে বিচ্ছিরি দুর্গন্ধ। এমনকি পড়ে থাকা লাশটির কাছে যাওয়া ও সম্ভব হচ্ছিল না। অবশেষে একটি রশি দিয়ে বেঁধে সিঁড়ির উপর দিয়ে টেনে টেনে নামানো হচ্ছিল তার দেহ। কিন্তু এভাবে টানার কিছুক্ষণ পর দেহটি ফেটে যায়। হায়রে, দুনিয়াদারদের এমনই দুরবস্থা!

মৃত্যুর সময় কেমন ছিলো তার সম্পদের পরিমাণ! ২৮ লক্ষ ৬৫ হাজার দিরহাম। তার ধন ভান্ডারের স্বর্ণ, রৌপ্য, ইয়াকুত, মনি- মুক্তা, বলখশ(যা বলখশানে পাওয়া যেত।এটি তুর্কিতে অবস্থিত) ও হীরাতে ভরা ছিল। যার পরিমাণ ছিল প্রায় ১৪৫০০ খন্ড। যার মূল্য লক্ষ্য লক্ষ্য দিনার। অসংখ্য রৌপ্যের তৈরি পাত্র যার ওজন ৩০ লক্ষ মন। বিবিধ সামগ্রী ছিল ৩০০০ বোঝা। বর্মা ছিল ১০০০ বোঝা। বিছানা প্রায় ২৫০০ বোঝা।

কই! তার সম্পদ তো কম ছিল না। অবস্থায় সে থাকতো রাজার হালে। কিন্তু মৃত্যুর পর এমন বেহাল দশা হল তার! এত এত সম্পদ অথচ মৃত্যুর পর শেষ বিদায় সামান্য কাফনের কাপড়টুকুও কিনতে হিমশিম খেতে হল।

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন:

'দুনিয়ার প্রতি যে অমুখাপেক্ষী নয়, দুনিয়া তার কোন উপকারে আসে না।' (হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১/১২০)

হাসান রহ. বলেন-

'দুনিয়া মুমিনদের জন্য অতি উত্তম স্থান। এখানেই তারা উত্তম আমল করে জান্নাতে যাওয়ার পাথেয় যোগাড় করে। পক্ষান্তরে দুনিয়া কাফির ও মুনাফিকদের জন্য ভীষণ খারাপ স্থান। এখানে তারা মন্দ কাজ করে জাহান্নামকে নিজেদের জন্য অবধারিত করে নেয়।'(জামিউল উলম ওয়াল হিকাম:৩৬০)

হাসান রহ. বলেন-

'দুনিয়াতে মুমিন ব্যক্তি একজন বন্দীর নেয়। মুক্তির জন্য আজীবন চেষ্টা চালিয়ে যায়। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কোন বস্তু থেকেই সে নিরাপদ নয়।' (জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম : ২৬৯)

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন-

'দুনিয়াতে প্রত্যেকটি মানুষ মেহমান। এসব ধন-সম্পদ তাদের নয়,এগুলো অপরজনের। মেহমান এক সময় চলে যায়। ধার করা সম্পদ নির্দিষ্ট সময় ফিরিয়ে দিতে হয়।'

আবু হাজিম সালামা বিন দিনার রহ. বলেন -

‘তোমাদের মাঝে আখিরাতের সম্বলের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। তাই এই ঘাটতি পূরণে তোমরা বেশি বেশি আমল করে নাও। কেননা এমন সময় আসবে যখন আখিরাতের সম্বল জমা করার একটুও সুযোগ পাবে না।’(হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩/২৪২)

কেননা, কিয়ামত দিবস হিসাব-নিকাশ প্রতিদানের দিন। আখিরাতের সূর্য উদিত হলেই শুরু হবে হিসাব-নিকাশের পালা। ঐদিন আর আমল করার সুযোগ থাকবে না। যতদিন পর্যন্ত দুনিয়া সূর্য হবে ততদিন আখিরাতের হিসাব নিকাশ হবে না। এ পুরো সময়টাই আমল করার সময়। এ সময় ফুরিয়ে যাবার আগে অধিক অধিক পরিমাণ নেক আমল করে নিতে হবে। জবাবদিহি সম্মুখীন হবার আগেই গুছিয়ে রাখতে হবে সব হিসাব-নিকাশ। সালাফরা দুনিয়ার চাকচিক্য ধন সম্পদ, উঁচু উঁচু প্রাসাদ এসবের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেননি। উমর রা. গোটা মুসলিম বিশ্বের শাসক। মিম্বরে উঠে খুতবা দিলেন। তার গায়ে ১২ টি তালি যুক্ত চাদর!

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা মিম্বারে দাঁড়িয়ে। তাঁর গায়ে তালি যুক্ত পোশাক। অথচ আমরা? কাপড় খানিকটা ছিঁড়ে গেলেই হলো, ‘লজ্জায়’ মসজিদে যাওয়ার নাম করি না। অনেকে তো দেখা যায় এর চেয়েও তুচ্ছ অজুহাতে জামাত ত্যাগ করে।

ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁর সঙ্গীদের উপদেশ দিতেন-

‘দুনিয়ার সময়টি কাটিয়ে দাও। স্থায়ী আবাস করার জন্য এখানে ঘর নির্মাণ করোনা। তিনি আরো বলতেন, সাগরের ঢেউয়ের উপর ঘর নির্মাণ করার মতো বোকামি আর কি হতে পারে? এটা হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া। স্থায়ী আবাসস্থল মনে করে ধোঁকায় পড়ো না। মাসরুক বিন আজদা রহ. তার এক ভ্রাতৃষ্পুত্র কে কুফার একটি আবর্জনায় স্তূপের নিকট নিয়ে গেলেন। তারপর বললেন:

‘চলো তোমাকে দুনিয়া দেখাই। এই হলো দুনিয়া। লোকেরা যাকে খেয়ে ফুরিয়ে ফেলেছে। পরিধান করে পুরাতন করেছে। তার ওপর সওয়ার হয়ে দুর্বল করে দিয়েছে। এখানে তারা রক্তপাত ঘটায়। হারাম বিষয়সমূহকে হালাল করে সাব্যস্ত করে। বিনষ্ট করে আত্মীয়তার সম্পর্ক।’ (হিলইয়াতুল আওলিয়া ২/৯৭)

হাসান রহ. পুণ্যবানদের পার্থিব অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন:

‘আল্লাহ সেসব লোকেদের উপর রহমত বর্ষণ করুন, যাদের কাছে দুনিয়াটা আমানতের ন্যায়। তারপর যার আমানত তাকে বুঝিয়ে দিয়ে দুনিয়া থেকে তারা বিদায় নেন খালি হাতে।’ (আল ইহইয়া-৩/২২১)

পার্থিব জীবনকে পরিপূর্ণ বর্জনের নাম যুহ্দ বা দুনিয়াবিমুখতা নয়। বরং আল্লাহ থেকে বিমুখ করে এমন সকল পার্থিব কার্যক্রমকে পরিহার করাকে যুহ্দ বা দুনিয়াবিমুখতা বলে। তবে আল্লাহর আনুগত্যে সহায়ক ও তার অধিকার আদায়ের জন্য কৃত পার্থিব কার্যক্রমগুলো পরিহার করাকে ‘যুহ্দ’ বা দুনিয়াবিমুখতা বলে না। কেননা এটা বৈরাগ্যবাদ, যাকে শরী‘আত অনুমোদন করে না। বরং *সর্বোত্তম দুনিয়া বিমুখতার পদ্ধতি* হল নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর দুনিয়া বিমুখতার পদ্ধতি। তিনি ছিলেন এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী। যে ব্যক্তি তাঁকে অনুসরণ করবে প্রকৃতপক্ষে সে দুনিয়া বিমুখ।

পূর্বে যুহদের তিনটি স্তর রয়েছে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন (ক) হারাম থেকে বিমুখতা। এটি সকলের জন্য আবশ্যক। (খ) অপছন্দনীয় কার্যাদি থেকে বিমুখতা। (গ) আল্লাহ বিমুখকারী সবকিছু থেকে বিমুখ হওয়া। এটাই পূর্ণ বিমুখতা। দুনিয়া সম্পর্কে নবী-রাসূল, ছাহাবী ও তাবেঈগণের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ও তাঁদের অবলম্বন করা পদ্ধতি পর্যালোচনা করলেই আমরা *কুরআনের আলোকে দুনিয়া বিখুতার পদ্ধতি* সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাবো। কেননা, তাঁরা কুরআন-কুরআনের পদ্ধতি- কৌশল ব্যবহার করেই দুনিয়াবিমুখতা অবলম্বন করতেন। নিম্নে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ) কর্তৃক সংকলিত গ্রন্থ ‘কিতাবুয যুহ্দ’ গ্রন্থের অনুবাদ ‘‘রাসূলের চোখে দুনিয়া’’ অবলম্বনে ‘মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুনিয়াবিমুখতা’ আলোচনা করা হলো-

মসজিদে যাওয়ার গুরুত্ব।

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِى الْجَنَّةِ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاح.

‘যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় মসজিদে আসা-যাওয়া করে, তার প্রত্যেকবার আসা-যাওয়ার সময় আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য জান্নাতে একটি করে আবাস প্রস্তুত করে দেন’।

সারা রাত ঘুমে কাটিয়ে দেয়ার নিন্দা।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَهُ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِىْ أُذُنَيْهِ أَوْ قَالَ فِىْ أُذُنِه.

‘নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হল- যে সারা রাত ঘুমিয়ে সকাল বেলা ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। তখন নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সে তো এমন লোক যার এক কানে অথবা দুই কানে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে’।

সালাতের ধরন

‘আলক্বামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَأَيُّكُمْ . ًيَسْتَطِيعُ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَطِيعُ كَانَ عَمَلُهُ دِيْمَة

‘আমি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্ল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ছালাতের ধরন কেমন ছিল? জবাবে তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ন্যায় ছালাত আদায় করতে সক্ষম? তাঁর আমল ছিল সার্বক্ষণিক ও নিয়মিত’।

রুকূ‘ ও সাজদায় পঠিত তাসবীহ।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا َوَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآن

‘নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস সাল্লাম) রুকূ‘ ও সাজদায় অধিক পরিমাণে বলতেন, ْسُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِى ‘হে আল্লাহ! আমাদের রব! আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রশংসা বর্ণনা করছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। এটি ছিল কুরআনে (সূরা আন-নাছর-এ) বর্ণিত নির্দেশের অনুসরণ’।

বর্ম বন্ধক রেখে ইহুদীর নিকট থেকে খাবার ক্রয়।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا.

‘রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনৈক ইহুদীর নিকট থেকে বাকীতে খাবার ক্রয় করেন এবং নিজের লৌহ বর্ম তার কাছে বন্ধক রাখেন’।

উত্তম আচরণ।

আবূ আব্দুল্লাহ আল-জাদালি (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ خُلُقِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا . وَلَا صَخَّابًا فِى الأَسْوَاقِ وَلَا يَجْزِى بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ

‘আমি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, পরিবারের লোকদের সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আচরণ কেমন ছিল? জবাবে তিনি বললেন, আচরণের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন সর্বোত্তম মানুষ। তিনি কখনো কাউকে অশ্লীল কথা বলতেন না, গালমন্দ করতেন না, বাজারে গিয়ে হৈচৈ করতেন না, মন্দ আচরণের বিপরীতে মন্দ আচরণ করতেন না, বরং ক্ষমার নীতি অবলম্বন করতেন’।

ঘরোয়া কাজ।

হিশাম ইবনু উরওয়া জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন,

سَأَلْتُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَرْقَعُ الثَّوْبَ وَيَخْصِفُ النَّعْلَ وَنَحْوَ هَذَا

'আমি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের ঘরে কী কাজ করতেন? জবাবে তিনি বলেন, তিনি ছেঁড়া জামা তালি দেয়া, জুতা মেরামত করা ও এ ধরনের অন্যান্য কাজ করতেন'।

আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَىُّ شَىْءٍ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ كَانَ يَكُوْنُ فِىْ مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ فَصَلَّى

'আমি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বললাম, নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরে প্রবেশ করে কী কাজ করতেন? তিনি বলেন, ঘরের লোকদের কাজে সহযোগিতা করতেন। অতঃপর যখন ছালাতের সময় হয়ে যেত, তখন ঘর থেকে বেরিয়ে সালাত আদায় করতেন'।

ইন্তেকালের সময় রেখে যাওয়া সম্পদ।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيْرًا وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ

‘রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দীনার, দিরহাম, ভেড়া, উট এসবের কোন কিছুই রেখে যাননি এবং তিনি কোন কিছুর অছিয়তও করে যাননি’।

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَاتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَرَكَ دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا وَلِيْدَةً وَتَرَكَ . دِرْعَهُ رَهْنًا عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِثَلَاثِيْنَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ

‘রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইন্তেকালের সময় দীনার, দিরহাম, দাস, দাসী কোন কিছুই রেখে যাননি। তিনি রেখে গিয়েছিলেন একটি বর্ম, যা ত্রিশ ছা‘ খাদ্যদ্রব্যের জামানত হিসাবে এক ইহুদীর নিকট সংরক্ষিত ছিল’।

তথ্যসূত্র:

[১] ছহীহ বুখারী, হা/৬৬২ ‘আযান’ অধ্যায়, ‘সকাল-সন্ধ্যায় মসজিদে যাওয়ার ফযীলত’ অনুচ্ছেদ; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৬৯; মিশকাত, হা/৬৯৮।

[২] ছহীহ বুখারী, হা/৩২৭০ ‘সৃষ্টির সূচনা’ অধ্যায়, ‘ইবলীস ও তার বাহিনীর বর্ণনা’ অনুচ্ছেদ; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৭৪।

[৩] মুসনাদে আহমাদ, হা/২৪২০৮, শু‘আইব আরনাঊত্ব (রাহিমাহুল্লাহ) শাইখাইন তথা বুখারী ও মুসলিম (রাহিমাহুমাল্লাহ)-এর শর্তানুসারে হাদীছের সনদকে ছহীহ বলেছেন।

[৪] ছহীহ বুখারী, হা/৮১৭ ‘আযান’ অধ্যায়, ‘সাজদায় তাসবীহ ও দু‘আ পাঠ’ অনুচ্ছেদ; ছহীহ মুসলিম, হা/৪৮৪; আবূ দাঊদ, হা/৮৭৭; মিশকাত, হা/৮৭১।

[৫] ছহীহ বুখারী, হা/২০৯৬ ‘ক্রয়-বিক্রয়’ অধ্যায়, ‘রাষ্ট্র প্রধান কর্তৃক প্রয়োজনীয় বস্তু নিজেই ক্রয় করা’ অনুচ্ছেদ; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬০৩; নাসাঈ, হা/৪৬৫০।

[৬] তিরমিযী, হা/২০১৬; মিশকাত, হা/৫৮২০, সনদ ছহীহ।

[৭] মুসনাদে আহমাদ, হা/২৬০৯০, শু‘আইব আরনাঊত্ব (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।

[৮] ছহীহ বুখারী, হা/৬৭৬; তিরমিযী, হা/২৪৮৯; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৪৯৯২, শু‘আইব আরনাঊত্ব (রাহিমাহুল্লাহ) শাইখাইন (রাহিমাহুমাল্লাহ)-এর শর্তে হাদীছটির সনদকে ছহীহ বলেছেন।

[৯] ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৩৫; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৪২২২, শু‘আইব আরনাঊত্ব (রাহিমাহুল্লাহ) শাইখাইন (রাহিমাহুমাল্লাহ)-এর শর্তে হাদীছটির সনদকে ছহীহ বলেছেন; নাসাঈ, হা/৩৬২১; ইবনু মাজাহ, হা/২৬৯৫; মিশকাত, হা/৫৯৬৪।

[১০] মুসনাদে আহমাদ, হা/২৭৪৩, শু‘আইব আরনাঊত্ব (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মতে, হাদীছটির সনদ ছহীহ; ত্বাবারাণী, আল-মু‘জামুল কাবীর, হা/১১৯০১।

দারিদ্র।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ذَاتَ يَوْمٍ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَمْسٰى فِيْ الِ مُحَمَّدٍ صَاعٌ مِّنْ حَبٍّ وَلَا صَاعٌ مِّنْ تَمْرٍ وَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ لِتِسْعَةِ أَبْيَاتٍ لَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ.

‘একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তাঁর শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রাণ! মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবারবর্গের উপর এমন কোন সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়নি, যখন তাদের নিকট এক ছা‘ পরিমাণ শস্য কিংবা খেজুর ছিল। অথচ তখন তার ছিল নয়জন স্ত্রী ও নয়টি ঘর’।

দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁর নিকট কোন খাবার ছিল না।

মু‘আবিয়া ইবনু কুররা (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা বলেছেন,

لَقَدْ عَمَّرْنَا مَعَ نَبِيِّنَا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا الْأَسْوَدَانِ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرِيْ مَا الْأَسْوَدَانِ؟ قُلْتُ لَا قَالَ التَّمْرُ وَالْمَاءُ.

‘আমরা এক দীর্ঘসময় আমাদের নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে অতিক্রম করেছি, যখন আমাদের নিকট দু’টি কালো খাবারের কোনটিই ছিল না। তুমি কি জান, দুই কালো খাবার কী? মু‘আবিয়া ইবনু কুররা (রাহিমাহুল্লাহ) বললেন, না। তিনি বললেন, খেজুর ও পানি’।

কখনো পেট ভরে গমের রুটি খাননি।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

وَبِأَبِيْ تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الْبُرِ.

‘হায় আফসোস! নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন! তিনি তো পেটভরে গমের রুটি খাননি’।[৪]

أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِسَوِيْقٍ مِنْ سَوِيْقِ اللَّوْزِ فَلَمَّا خِيْضَ قَالَ مَا هَذَا قَالُوْا سَوِيْقُ اللَّوْزِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَخِّرُوْهُ عَنِّيْ هَذَا شَرَابُ الْمُتْرَفِيْنَ.

‘যব, চিনি, খেজুর ও কাঠবাদামের মিশ্রণে তৈরি এক বিশেষ খাবার রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে আনা হল। তখন পানি মেশানোর সময় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কী? তারা বললেন, যব, চিনি, খেজুর ও কাঠবাদাম মিশ্রিত খাবার। তিনি বললেন, ‘এটি আমার কাছ থেকে সরাও; এটি বিলাসী মানুষের পানীয়’।

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ।

ঘরে একমাস যাবৎ রুটি বানানো হয়নি।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

وَاللهِ لَقَدْ كَانَ يَأْتِىْ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ شَهْرٌ مَا نَخْتَبِزُ فِيْهِ قَالَ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ فَمَا كَانَ يَأْكُلُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ لَنَا جِيْرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ جَزَاهُمُ اللهُ خَيْرًا كَانَ لَهُمْ شَىْءٌ مِنْ لَبَنٍ يُهْدُوْنَ مِنْهُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم.

'মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবারবর্গের উপর কখনো কখনো একমাস অতিক্রান্ত হত, অথচ কোন রুটি বানানো হত না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, হে উম্মুল মুমিমীন (রাযিয়াল্লাহু আনহা)! তাহলে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কী খেয়ে থাকতেন? তিনি জবাব দিলেন, আমাদের প্রতিবেশী ছিল কতিপয় আনছার- আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দিন- তারা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কিছু দুধ উপহার দিতেন'।

দীর্ঘদিন পেটভরে উষ্ণ খাবার খাননি।

আবূ ছালিহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

دُعِيَ النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلَى طَعَامٍ فَلَمَّا فَرَغَ وَقَالَ مَرَّةً فَلَمَّا أَكَلَ حَمِدَ اللهَ ثُمَّ قَالَ مَا مَلَأْتُ بَطْنِيْ بِطَعَامٍ سَخِنٍ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا.

'নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে একবার খানা খাওয়ার জন্য ডাকা হল। খানা শেষে তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করে বললেন, 'অমুক দিন থেকে আমি পেটভরে উষ্ণ খাবার খাইনি'।

তাহক্বীক্ব : ইবনু হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, শাহেদ হাদীছ থাকার কারণে হাদীছটির সনদ হাসান। ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, সনদ জাইয়েদ। আবুল ফযল ইরাক্বী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীছটি ছহীহ। তবে আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, যঈফ।

হাসান (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ أَمَرَ بِهِ فَأُلْقِيَ عَلَى الْأَرْضِ وَقَالَ إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ.

‘রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট কোন খাবার আনা হলে তিনি তা মাটিতে নামিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়ে বলতেন, আমি তো নিছক একজন দাস। দাস যেভাবে খায় আমিও সেভাবে খাই; দাস যেভাবে বসে আমিও সেভাবে বসি’।

বিলাসী পানীয় পরিহার।

ইয়াযীদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু কুসাইত্ব (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِسَوِيْقٍ مِنْ سَوِيْقِ اللَّوْزِ فَلَمَّا خِيْضَ قَالَ مَا هَذَا قَالُوْا سَوِيْقُ اللَّوْزِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَخِّرُوْهُ عَنِّيْ هَذَا شَرَابُ الْمُتْرَفِيْنَ.

‘যব, চিনি, খেজুর ও কাঠবাদামের মিশ্রণে তৈরি এক বিশেষ খাবার রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে আনা হল। তখন পানি মেশানোর সময় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কী? তারা বললেন, যব, চিনি, খেজুর ও কাঠবাদাম মিশ্রিত খাবার। তিনি বললেন, ‘এটি আমার কাছ থেকে সরাও; এটি বিলাসী মানুষের পানীয়’।

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ।

বিলাসিতা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ।

মু‘আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَهُ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ فَإِنَّ عِبَادَ اللهِ لَيْسُوْا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ.

‘রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে ইয়ামানে (গভর্নর হিসাবে) পাঠানোর সময় বলেন, বিলাসিতা থেকে দূরে থেক। কারণ আল্লাহর বান্দারা বিলাসী হয় না’।

তথ্যসূত্র:

মুসনাদে আহমাদ, হা/১৩১৯২, শু‘আইব আরনাঊত্ব (রাহিমাহুল্লাহ) শাইখাইন (রাহিমাহুমাল্লাহু)-এর শর্তে হাদীছটির সনদকে ছহীহ বলেছেন; ইবনু হিব্বান, হা/৬৩৪৯।

মুসনাদে আহমাদ, হা/১৬২৮৯, শু‘আইব আরনাঊত্ব (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মতে, হাদীছটির সনদ ছহীহ, এর বর্ণনাকারী ছিক্বাহ, বিসত্বাম ইবনু মুসলিম ব্যতীত সকল রাবী শাইখাইনের বর্ণনাকারী; মুসতাদরাক হাকিম, হা/৭০৭৬, ইমাম যাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) স্বীয় ‘তালখীছ’ গ্রন্থে হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।

মুসনাদে আহমাদ, হা/২৬১১৯, শু‘আইব আরনাঊত্ব (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মতে, হাদীছটির সনদ ছহীহ; ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৬৩৭২, শু‘আইব আরনাঊত্ব (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মতে, হাদীছটির সনদ ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর শর্তানুসারে ছহীহ।

ইবনু মাজাহ, হা/৪১৫০ (আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে)।

ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী (বৈরূত : দারুল মা‘আরিফাহ, ১৩৭৯ হি.), ১১তম খণ্ড, পৃ. ২৯৩; রওযাতুল মুহাদ্দিছীন, হা/২৬১৭, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৪২।

ফায়যুল ক্বাদির, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩০৯।

আবুল ফযল ইরাক্বী, আল-মুগনী ‘আন হামালিল আসফার (রিয়ায : মাকতাবাতু ত্বারবিয়্যাহ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৪৫।

যঈফ ইবনু মাজাহ, হা/৪১৫০; সিলসিলা যঈফাহ, ১১ তম খণ্ড, পৃ. ৪১৬; যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/১৯০০।

সিলসিলা ছহীহাহ, হা/৫৪৪; ছহীহুল জামে‘, হা/৬-এর আলোচনা দ্র., সনদ মুরসাল সূত্রে ছহীহ।

ত্বাবাকাতু ইবনি সা‘দ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৫; জালালুদ্দীন আস-সুয়ূত্বী, জামি‘উল আহাদীছ, হা/৯৫০, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৪।

মাওসূ‘আতুল হাদীছিশ শরীফ ‘আলা শুবকাতি ইসলাম দ্র., https://library.islamweb.net/hadith//.

মুসনাদে আহমাদ, হা/২২১৫৯, ২২১৭১; মিশকাত, হা/৫২৬২; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ, হা/৩৫৩; ছহীহুল জামে‘, হা/২৬৬৮; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/২১৪৬।

তিনি যেসব পোশাক পরতেন না।

‘ইমরান ইবনু হুছাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَا أَرْكَبُ الْأُرْجُوَانَ وَلَا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَلَا أَلْبَسُ الْقَمِيْصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيْرِ قَالَ وَأَوْمَأَ الْحَسَنُ إِلَى جَيْبِ قَمِيْصِهِ وَقَالَ أَلَا وَطِيْبُ الرِّجَالِ رِيْحٌ لَا لَوْنَ لَهُ أَلَا وَطِيْبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لَا رِيْحَ لَه

'আমি রক্তবর্ণ ও হলুদ রঙের পোশাক পরিধান করি না; আর এমন জামাও গায়ে দিই না, যার মধ্যে রেশম লাগানো হয়েছে। হাসান (রাহিমাহুল্লাহ) তার জামার বুক পকেটের দিকে ইশারা করে বলেন, মনে রাখবে! পুরুষের প্রসাধনী হল রংবিহীন সুগন্ধি, আর নারীর প্রসাধনী হল ঘ্রাণবিহীন রং'।

ছবি-সজ্জিত ঘরে তিনি প্রবেশ করেননি।

সাফীনা (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَجُلًا ضَافَ عَلِيًّا فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهَا لَوْ دَعَوْنَا رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَكَلَ مَعَنَا فَدَعَوْهُ فَجَاءَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى عِضَادَتَي الْبَابِ فَرَأَى قِرَامًا فِيْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ عَلَيْهِ صُوْرَةٌ فَرَجَعَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ أَلْحَقْهُ فَأَسْأَلُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّهُ لَيْسَ لِيْ أَوْ لِنَبِيٍّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا

'জনৈক ব্যক্তি 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে দাওয়াত দিয়ে কিছু খাবারের আয়োজন করেন। ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দাওয়াত দিলে তিনি আমাদের সাথে খেতে পারতেন! ফলে তারা তাঁকে দাওয়াত দেন। নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসে দরজার কাঠে হাত রেখে দেখতে পান, ঘরের কোণে একটি পর্দার উপর ছবি রয়েছে। ফলে তিনি ফিরে যান। তখন ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর [এরূপ করার কারণ কী?] রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'ছবি-সজ্জিত কোন ঘরে প্রবেশ করা আমার জন্য অথবা কোন নবীর জন্য শোভনীয় নয়'।

পোশাকে বিনয় ঈমানের অংশ।

আবূ উমামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

اَلْبَذَاذَةُ مِنَ الْإِيْمَانِ الْبَذَاذَةُ مِنَ الْإِيْمَانِ الْبَذَاذَةُ مِنَ الْإِيْمَانِ قَالَ عَبْدُ اللهِ هَذَا أَبُوْ أُمَامَةَ الْحَارِثِيُّ قَالَ عَبْدُ اللهِ سَأَلْتُ أَبِيْ قُلْتُ مَا الْبَذَاذَةُ قَالَ التَّوَاضُعُ فِي اللِّبَاسِ

'জীর্ণতা ঈমানের অংশ, জীর্ণতা ঈমানের অংশ, জীর্ণতা ঈমানের অংশ'।[৬] বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, জীর্ণতা কী? তিনি বললেন, জীর্ণতা হল পোশাকে বিনয়'।[৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, الْبَذَاذَةُ الْقَشَافَةُ يَعْنِى التَّقَشُّفَ 'বিলাস-ব্যসন ত্যাগ করা বা সাদামাটা জীবন-যাপন করা'।

আহলুছ ছুফ্ফার ছাহাবীদের কাপড়ের টানাপড়েন।

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

رَأَيْتُ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ يُصَلُّوْنَ فِيْ ثَوْبٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ رُكْبَتَيْهِ وِمِنْهُمْ مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ فَإِذَا رَكَعَ قَبَضَ عَلَيْهِ مَخَافَةَ أَنْ تبْدُوَ عَوْرَتُه

'আমি আহলুছ ছুফ্ফার সত্তরজন ব্যক্তিকে দেখেছি, যারা একটিমাত্র কাপড় পরিধান করে ছালাত আদায় করেছেন। তাদের কারো কাপড় ছিল হাঁটু পর্যন্ত, আর কারো ছিল হাঁটুর একটু নীচ পর্যন্ত। যখন তাদের কেউ রুকূ'তে যেত, তখন সতর প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় কাপড় টেনে ধরে রাখতেন'।

প্রতিদিন একশ'বার ক্ষমা প্রার্থনা ও অনুশোচনা।

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنِّيْ لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّة

'আমি প্রত্যেক দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট একশ'বার ক্ষমা প্রার্থনা ও অনুশোচনা করি'।

দুনিয়ার জীবন গ্রীষ্মকালীন সফরের কিছু বিরতীর চেয়ে বেশী কিছু নয়।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَا لِيْ وَلِلدُّنْيَا إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رَاكِبٍ قَالَ فِيْ ظِلِّ شَجَرَةٍ فِيْ يَوْمٍ صَائِفٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا

'এ দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? এ দুনিয়ার সাথে আমার দৃষ্টান্ত হল- এমন এক অশ্বারোহীর ন্যায় যে প্রচণ্ড গরমের একদিন একটি গাছের ছায়ায় ঈষৎ নিদ্রা গেল, তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল'।

তথ্যসূত্র :

আবু দাঊদ, হা/৪০৪৮; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৯৯৮৯; হাকিম, হা/৭৪০০; মিশকাত, হা/৪৩৫৪; সনদ ছহীহ, ছহীহুল জামে‘, হা/৭১৬৭।

আবু দাঊদ, হা/৩৭৫৫; মুসনাদে আহমাদ, হা/২১৯৮৩; হাকিম, হা/২৭৫৮; সনদ হাসান, ছহীহুল জামে‘, হা/২৪১১ ।

ইবনু মাজাহ, হা/৪১১৮, সনদ ছহীহ।

মুছান্নাফে ইবনু আবী শাইবাহ, হা/৩২১১; যায়নুদ্দীন ইবনু শিহাবুদ্দীন ইবনু রজব, ফাৎহুল বারী (দাম্মাম : দারুল ইবনিল জাওযী, ২য় সংস্করণ, ১৪২২ হি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৩; হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪১; সনদ ছহীহ, মুহাম্মাদ আলী ইবনু মুহাম্মাদ ‘ইলান ইবনু ইবরাহীম আল-বিকরী আশ-শাফেঈ, দালীলিল ফালিহীন লিতুরুক্বী রিয়াযিছ ছালেহীন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬৪।

মুসনাদে আহমাদ, হা/৯৮০৬, শব্দ তার; ছহীহ বুখারী, হা/৬৩০৭; ইবনু মাজাহ, হা/৩৮১৫; মিশকাত, হা/২৩২৩, সনদ ছহীহ।

মুসনাদে আহমাদ, হা/৪২০৮, শব্দ তার; শু‘আইব আরনাঊত্ব (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মতে, হাদীছটির সনদ হাসান; মুছান্নাফে ইবনু আবী শাইবাহ, হা/৩৫৪৪৪; হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৪।

অল্প হাসা ও অধিক কাঁদা

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুল কাসেম (মুহাম্মাদ) (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَّلَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا.

'তাঁর শপথ! যার হাতে আমার জীবন, আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে, তাহলে তোমরা কাঁদতে বেশী, হাসতে কম'।

আগামীকালের জন্য খাবার মওজুদ না রাখা

আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أُهْدِيَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثُ طَوَائِرَ فَأَطْعَمَ خَادِمَهُ طَائِرًا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ بِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَلَمْ أَنْهَكِ أَنْ تَرْفَعِيْ شَيْئًا لِغَدٍ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْتِيْ بِرِزْقِ كُلِّ غَدٍ

'রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তিনটি পাখি উপহার দেয়া হয়েছিল। তাঁর সেবিকা একটি পাখি তাঁকে খাওয়াল। অতঃপর যখন আগামীকাল হল, তখন তাঁর জন্য সে আবার পাখি নিয়ে আসল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, আগামীকালের জন্য কিছু উঠিয়ে রাখতে আমি কি তোমাকে নিষেধ করিনি? কেননা আল্লাহ তা'আলাই তো প্রত্যেক আগামীকালের জন্যই জীবিকার ব্যবস্থা করে রেখেছেন'।

তাহক্বীক্ব : হাদীছটির সনদ যঈফ।

মূলত প্রয়োজনীয় রিযিকের অধিকারী হওয়ায় সফলতা

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আমর ইবনুল আ‘ছ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاه ‘সেই ব্যক্তি সফলতা লাভ করল, যে ইসলাম গ্রহণ করল, তাকে প্রয়োজন অনুযায়ী রিযিক প্রদান করা হল এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট হল’।

ফাযালা ইবনু উবাইদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত,

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ طُوْبَى لِمَنْ هُدِىَ إِلَى الإِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنِعَ

‘তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন যে, সেই ব্যক্তি কতই না ভাগ্যবান, যাকে ইসলামের পথে হিদায়াত দান করা হয়েছে, প্রয়োজন মাফিক জীবিকা দেয়া হয়েছে এবং সে তাতেই খুশি হয়েছে’।

পৃথিবীতে মুসাফিরের ন্যায় জীবন-যাপনের নির্দেশ

ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِبَعْضِ جَسَدِيْ فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ فِيْ أَهْلِ الْقُبُوْرِ قَالَ لِىْ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِىْ يَا عَبْدَ اللهِ مَا اسْمُكَ غَدًا

‘একবার রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার শরীরের একাংশ ধরে বললেন, পৃথিবীতে মুসাফির অথবা পথযাত্রীর ন্যায় জীবন-যাপন কর। আর প্রতিনিয়ত নিজেকে কবরবাসী মনে কর’। বর্ণনাকারী মুজাহিদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, ‘সকালে অবস্থান করে সন্ধ্যাবেলার উপর ভরসা রেখ না। আর সন্ধ্যায় অবস্থান করে সকালবেলার উপর আস্থাশীল হয়ো না। মৃত্যুর পূর্বে তোমার জীবনকে এবং অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে কাজে লাগাও। কেননা হে আব্দুল্লাহ! আগামীকাল তোমার নাম কী হবে, তা তুমি জান না’।

জান্নাতীগণ মরবে না

মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন,

سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيَنَامُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ النَّوْمُ أَخُو الْمَوْتِ وَلَا يَمُوْتُ أَهْلُ الْجَنَّةِ

‘রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করা হল, জান্নাতবাসীরা কি ঘুমাবে? তিনি বলেন, ঘুম হল মৃত্যুর ভাই। তাই জান্নাতবাসীরা মরবে না’।

ঐ চোখের জন্য দু‘আ করা, যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে

সালিম ইবনু আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم اللَّهُمَّ ارْزُقْنِيْ عَيْنَيْنِ هَطَّالَتَيْنِ يَبْكِيَانِ بِذُرُوْفِ الدُّمُوْعِ وَيَشْفِيَانِ مِنْ خَشْيَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَكُوْنَ الدُّمُوْعُ دَمًا وَالْأَضْرَاسُ جَمْرًا

‘রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেসব দু‘আ করতেন তন্মধ্যে একটি হল- হে আল্লাহ! আমাকে অঝোরে কাঁদার জন্য দু’টি চক্ষু দান করুন, যা আপনার ভয়ে অশ্রু ঝরিয়ে কাঁদবে এবং (অন্তরকে) রোগমুক্ত করুন সেই সময় আসার পূর্বে, যখন অশ্রু পরিণত হবে রক্তে আর মাড়ির দাত পরিণত হবে জ্বলন্ত কয়লায়’।

তাহক্বীক্ব : হাদীছটির সনদ যঈফ।

ছহীহ বুখারী, হা/৬৬৩১; মিশকাত, হা/৫৩৩৯।

মুসনাদে আহমাদ, হা/১৩০৬৬।

তাহক্বীক্ব মুসনাদে আহমাদ, হা/১৩০৬৬, শু‘আইব আরনাঊত্ব (রহ.)-এর মতে, হাদীছটির সনদ যঈফ; আলবানী (রহ.)-এর মতেও যঈফ, যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৫৪৫।

ছহীহ মুসলিম, হা/১০৫৪; মিশকাত, হা/৫১৬৫।

তিরমিযী, হা/২৩৪৯; আলবানী (রহ.)-এর মতে, সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ, হা/১৫০৬; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৮৩০; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩৯৮৯, শু‘আইব আরনাঊত (রহ.)-এর মতে, হাদীছটির সনদ ছহীহ; হাকিম, হা/৯৮; ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৭০৫।

ছহীহ বুখারী, হা/৬৪১৬; মিশকাত, হা/৫২৭৪; তিরমিযী, হা/২৩৩৩।

বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান, হা/৪৭৪৫; ত্বাবারাণী, আল-মু‘জামুল আওসাত্ব, হা/৯১৯; মিশকাত, হা/৫৬৫৪; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ, হা/১০৮৭।

ইবনু আসাকীর, তারীখু দামেস্ক, ১১তম খণ্ড, পৃ. ১২০-১২১, হা/২৭৩০ ও ২৭৩১; কানযুল ‘উম্মাল, হা/৩৬৬১; হিলইয়াতুল আওলিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯২।

সিলসিলা যঈফাহ, হা/২৯০৫; যঈফুল জামে‘, হা/১১৭৩।

অভাবের সময় বেশী করে ছালাত আদায় করা।

জা‘ফর ইবনু সুলায়মান (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি ছাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَصَابَتْ أَهْلَهُ خَصَاصَةٌ نَادَى أَهْلَهُ يَا أَهْلَاهْ صَلُّوْا صَلُّوْا

‘রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবারবর্গের মধ্যে যখন অভাব দেখা দিত, তখন তিনি তাঁর পরিবারের লোকদেরকে ডাকতেন, ‘হে ঘরের বাসিন্দাগণ! ছালাত আদায় কর, ছালাত আদায় কর’।

তাহক্বীক্ব : হাদীছটির সনদ যঈফ।

দুনিয়াপ্রেম উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধির কারণ।

ত্বাউস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, إِنَّ الزُّهْدَ فِي الدُّنْيَا يُرِيْحُ الْقَلْبَ وَالْبَدَنَ وَإِنَّ الرَّغْبَةَ فِي الدُّنْيَا تُطِيْلُ الْهَمَّ وَالْحَزَنَ ‘দুনিয়াবিমুখতা আত্মা ও দেহকে প্রশান্তি দেয় আর দুনিয়াপ্রেম উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তাকে বাড়িয়ে দেয়’।

তাহক্বীক্ব : হাদীছটির সনদ যঈফ।

দুনিয়াবিমুখতার মাধ্যমে পরিশুদ্ধিতা অর্জন।

আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, صَلَاحُ أَوَّلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالزُّهْدِ وَالْيَقِيْنِ وَيَهْلِكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ ‘এই উম্মতের প্রথম অংশটি পরিশুদ্ধি লাভ করেছে দুনিয়াবিমুখতা ও দৃঢ় ঈমানের মাধ্যমে। আর শেষ অংশটি ধ্বংস হবে কৃপণতা ও দীর্ঘ আশার ফলে’।

সর্বোত্তম ঈমান হল ধৈর্য ও উদারতা।

হাসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,

ُأَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَيُّ الْإِيْمَانِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةَ

‘জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, সর্বোত্তম ঈমান কোন্টি? নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ধৈর্য ও উদারতা’।

সর্বোত্তম জীবিকা ও যিকির।

সা‘দ ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ُخَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي وَخَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِي ‘সর্বোত্তম জীবিকা হল, যা প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট, আর সর্বোত্তম যিকির হল, যা গোপনে করা হয়’।

তাহক্বীক্ব : যঈফ।

বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান, হা/২৯১৫।

সিলসিলা যঈফাহ, হা/২৭৬০।

জালালুদ্দীন আস-সুয়ূত্বী, আল-ফাৎহুল কাবীর (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪২৩ হি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৯, হা/৬৭৫৯।

সিলসিলা যঈফাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৪-৪৫৫, হা/১২৯১।

আলাউদ্দীন আলী ইবনু হিসামুদ্দীন, কানযুল ‘উম্মাল ফী সুনানিল আক্বওয়ালি ওয়াল আফ‘আল (মুওয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৪০১ হি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৮, হা/৭৩৮৩; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ, হা/৩৪২৭।

মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হা/২০২৯৭; মুছান্নাফু ইবনু আবী শায়বা, হা/৩১০৩২; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৯৪৫৪; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ, হা/৫৫৪ ও ১৪৯৫।

মুছান্নাফে ইবনু আবী শায়বা, হা/৩৫৫১৮; মুসনাদু আবী ই‘আলা, হা/৭৩১।

হুসাইন সালীম আসাদ (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মতে, সনদে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে হাদীছটি যঈফ, মুসনাদু আবী ই‘আলা, হা/৭৩১।

আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সৌভাগ্যবান মুমিনের দৃষ্টিতে দুনিয়া।

আবূ উমামা বাহিলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

إِنَّ أَغْبَطَ أَوْلِيَائِيْ عِنْدِيْ مُؤْمِنٌ خَفِيْفُ الْحَاذِ ذُوْ حَظٍّ مِنْ صَلَاةٍ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فَعُجِّلَتْ مَنِيَّتُهُ وَقَلَّ تُرَاثُهُ وَقَلَّتْ بَوَاكِيْهِ. قَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللهِ سَأَلْتُ أَبِيْ مَا تُرَاثُهُ قَالَ مِيرَاثُهُ

'আমার বন্ধুদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে সৌভাগ্যবান মুমিন সেই ব্যক্তি, যার পার্থিব অবস্থা অতি নগণ্য, ছালাতের পরিমাণ অধিক, উত্তমরূপে তার রবের দাসত্বকারী, মানুষের নিকট সুপ্ত- যার ফলে লোকেরা তাকে খুব একটা গুরুত্ব দেয় না, যার মৃত্যু দ্রুত হয়, উত্তরাধিকার অল্প থাকে ও (মৃত্যুর পর) কান্নাকাটি করার লোক থাকে কম। আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, তার উত্তরাধিকার কী? তিনি বললেন, তার রেখে যাওয়া সম্পদ'।

তাহক্বীক্ব : হাদীছটির সনদ যঈফ।

প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি দুনিয়াবিমুখ থাকে।

মাহমূদ ইবনু লাবীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَحْمِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الدُّنْيَا وَهُوَ يُحِبُّهُ كَمَا تَحْمُوْنَ مَرِيْضَكُمُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ تَخَافُوْنَ عَلَيْهِ

'রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুমিন বান্দাকে দুনিয়ার সেসব বস্তু থেকে বঞ্চিত রাখবেন, যা ঐ বান্দার নিকট প্রিয়, ঠিক যেভাবে তোমরা তোমাদের অসুস্থ ব্যক্তিকে সেসব খাবার ও পানীয় থেকে বঞ্চিত রাখ, যা তোমরা তার জন্য ক্ষতিকর মনে কর'।

ক্বাতাদা ইবনু নু‘মান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظَلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِي سَقِيْمَهُ الْمَاءَ ‘আল্লাহ তা‘আলা কোন বান্দাকে পসন্দ করলে তাকে দুনিয়া থেকে এমনভাবে বঞ্চিত রাখেন, যেভাবে তোমাদের কেউ অসুস্থ ব্যক্তিকে পানি থেকে বঞ্চিত রাখে’।

তথ্যসূত্র :

মুসনাদে আহমাদ, হা/২২২২১; তিরমিযী, হা/২৩৪৭।

শু‘আইব আরনাঊত্ব (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মতে, নিতান্তই যঈফ এবং জাল হাদীছের সাদৃশ্য রয়েছে, মুসনাদে আহমাদ, হা/২২২২১; আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মতে, যঈফ, যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/১৮৬৪।

হাকিম, হা/৭৪৬৫; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩৬৭৭; সনদ ছহীহ, ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৩১৭৯।

তিরমিযী, হা/২০৩৬; হাকিম, হা/৭৪৬৪; ত্বাবারাণী, আল-মু‘জামুল কাবীর, হা/৪২৯৬; সনদ ছহীহ লি গাইরিহি, ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৩১৮০।

উছমান ইবনু মায‘ঊন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে দুনিয়ার সম্পর্ক।

ইবনু সাঈদ মাদানী (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত,

أَنّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ يُقَبِّلُهُ وَيَقُوْلُ رَحِمَكَ اللهُ يَا عُثْمَانُ مَا أَصَبْتَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَا أَصَابَتْ مِنْكَ

‘উছমান ইবনু মায‘ঊন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার নিকট যান এবং তার দিকে ঝুঁকে তাকে চুম্বন করেন এবং বলেন, ‘হে ‘উছমান! আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হোন! তুমি দুনিয়ার নিকট থেকে কিছু পাওনি, আর দুনিয়াও তোমার নিকট থেকে কিছু পায়নি’।

দুনিয়া সবুজ উদ্যানের ন্যায়।

মুছ‘আব ইবনু সা‘দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, اِحْذَرُوا الدُّنْيَا فَإِنَّهَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ‘দুনিয়ার ব্যাপারে সাবধান হও! কেননা নিশ্চয় দুনিয়া সবুজ উদ্যানের ন্যায় সুমিষ্ট’।

পাপ করা সত্ত্বেও প্রিয় জিনিসগুলো পাওয়া ধ্বংসের কারণ।

‘উক্ববাহ ইবনু ‘আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِذَا رَأَيْتَ اللهَ يُعْطِى الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيْهِ مَا يُحِبُّ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ. ثُمَّ تَلَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَىْءٍ حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَآ اُوْتُوْا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ

‘যখন তুমি দেখবে আল্লাহ তা‘আলা কোন ব্যক্তিকে তার পাপাচার সত্ত্বেও পার্থিব জীবনে তার প্রিয় বস্তুগুলো দিচ্ছেন, তখন বুঝবে তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়ার জন্য একটি টোপমাত্র। তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন,

فَلَمَّا نَسُوۡا مَا ذُكِّرُوۡا بِہٖ فَتَحۡنَا عَلَيۡہِمۡ اَبۡوَابَ كُلِّ شَىۡءٍ حَتّٰٓى اِذَا فَرِحُوۡا بِمَاۤ اُوۡتُوۡۤا اَخَذۡنٰہُمۡ بَغۡتَةً
فَاِذَا ہُمۡ مُّبۡلِسُوۡنَ

‘অতঃপর তাদেরকে যা কিছু উপদেশ ও নসীহত করা হয়েছিল তা যখন তারা ভুলে গেল, তখন আমরা তাদের জন্য প্রতিটি বস্তুর দরজা উন্মুক্ত করে দিলাম, শেষ পর্যন্ত যখন তারা তাদেরকে দানকৃত বস্তু লাভ করে খুব আনন্দিত ও উল্লাসিত হল, তখন হঠাৎ একদিন আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম, আর তারা সেই অবস্থায় নিরাশ হয়ে পড়ল’।

আল্লাহর প্রিয় বান্দার পার্থিব অবস্থা

সালিম ইবনু আবুল জা‘দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ لَوْ أَتَى بَابَ أَحَدِكُمْ فَسَأَلَهُ دِيْنَارًا لَمْ يُعْطِهِ وَإِذَا سَأَلَهُ دِرْهَمًا لَمْ يُعْطِهِ وَلَوْ سَأَلَهُ فِلْسًا لَمْ يُعْطِهِ وَلَوْ سَأَلَ اللهَ الْجَنَّةَ أَعْطَاهَا اللهُ إِيَّاهُ وَلَوْ سَأَلَ الدُّنْيَا لَمْ يُعْطِهَا إِيَّاهُ لِهَوَانِهَا عَلَيْهِ ذُوْ طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ

‘আমার উম্মতের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, যদি সে তোমাদের কারো দরজায় এসে স্বর্ণমুদ্রা চায়, সে তাকে তা দিবে না; রৌপ্যমুদ্রা চাইলেও দিবে না; এমনকি পয়সা চাইলেও দিবে না। অথচ সে যদি আল্লাহর নিকট জান্নাত চায় আল্লাহ তাকে অবশ্যই দিবেন; কিন্তু সে যদি আল্লাহর নিকট দুনিয়া চায়, তাহলে আল্লাহ তাকে দিবেন না। তাকে দুনিয়া থেকে বঞ্চিত করার কারণে (দিবেন না) তা নয়, বরং তার পদমর্যাদা আল্লাহর নিকট তুচ্ছ। (ঐ ব্যক্তি) দু’খ- জীর্ণ বস্ত্রের অধিকারী, পোশাকের ব্যাপারে তার কোন বিশেষ আকর্ষণ নেই। তবে সে যদি আল্লাহর নামে কোন কিছুই শপথ করে, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই তার শপথ বাস্তবায়ন করবেন’।

তথ্যসূত্র :

হিলইয়াতুল আওলিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৫; জামি‘উল আহাদীছ, হা/১২৭৩৭।

আয-যুহ্দ, হা/৬১; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ, হা/৯১০; ছহীহুল জামে‘, হা/১৯২।

সূরা আল-আন‘আম : ৪৪; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৭৩৪৯; মিশকাত, হা/৫২০১; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ, হা/৪১৩।

ত্বাবারাণী, আল-মু‘জামুল আওসাত্ব, হা/৭৫৪৮; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ, হা/২৬৪৩।

জান্নাতবাসীদের দুনিয়াবিমুখতা।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَاعِفٍ ذِيْ طِمْرَيْنِ لَوْ يُقْسِمُ عَلَى اللهِ لأَبَرَّه ‘আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতবাসীদের সম্পর্কে অবহিত করব না? প্রত্যেক দুর্বল ও চরম অবহেলিত ব্যক্তি, দু’টুকরা জীর্ণ বস্ত্রের অধিকারী। সে যদি আল্লাহর নামে কোন কিছুর শপথ করে, আল্লাহ অবশ্যই তার শপথ বাস্তবায়ন করবেন’।

বিছানা

হাসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِرَاشُهُ عَبَاءَةً وَوِسَادَةً مُرَقَّعَةً حَشْوُهَا لِيْف ‘রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিছানা ছিল উলের তৈরি আলখাল্লা-সদৃশ একটি কম্বল ও আঁশভর্তি একটি বালিশ, যা ছিল তালি দেয়া’।

শুধু একটি তোশকে শয়ন করতেন।

ইসমাঈল ইবনু উমাইয়া (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত,

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا صَنَعَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَاشَيْنِ فَأَبَى أَنْ يَضْطَجِعَ إِلَّا عَلَى وَاحِدٍ

‘আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য দু’টি তোশক বানালেন। নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেবল একটি তোশকের উপর শয়ন করলেন’।

আরামদায়ক বিছানা ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেন।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَأَتْ فِرَاشَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَاءَةً مُثَنَّاةً فَانْطَلَقَتْ فَبَعَثَتْ إِلَيَّ بِفِرَاشٍ حَشْوُهُ الصُّوْفُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هَذَا؟ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ فُلَانَةُ الْأَنْصَارِيَّةُ دَخَلَتْ عَلَيَّ فَرَأَتْ فِرَاشَكَ فَانْطَلَقَتْ فَبَعَثَتْ إِلَيَّ بِهَذَا قَالَ رُدِّيهِ فَلَمْ أَرُدَّهُ وَأَعْجَبَنِيْ أَنْ يَكُوْنَ فِيْ بَيْتِيْ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ مِرَارًا قَالَ وَاللهِ يَا عَائِشَةَ لَوْ شِئْتُ لَأَجْرَى اللهُ مَعِي جِبَالَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَرَدَدْتُهُ إِلَيْهَا

‘এক আনছার মহিলা আমার কক্ষে প্রবেশ করে দেখতে পেল, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তোশক হল- দুই ভাজ করা আলখাল্লা-সদৃশ একটি উলের কম্বল। এ দৃশ্য দেখে সে তার ঘরে গিয়ে উলভর্তি একটি তোশক আমার নিকট পাঠিয়ে দিল। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার কক্ষে এসে জিজ্ঞেস করলেন, এটি কী? আমি বললাম, অমুক আনছার মহিলা আমার কক্ষে প্রবেশ করেছিল। সে আপনার বিছানা দেখে এটি পাঠিয়েছে। নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এটি ফেরত পাঠিয়ে দাও। তবে আমি ফেরত পাঠাইনি; তোশকটি আমাকে মুগ্ধ করেছিল; আমি চাচ্ছিলাম, এটি আমার ঘরে থাকুক। শেষ পর্যন্ত এটি ফেরত পাঠাতে নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে তিনবার নির্দেশ দিয়ে বললেন, আয়েশা! এটি ফেরত দিয়ে দাও। আল্লাহর শপথ! আমি চাইলে, আল্লাহ

তা‘আলা স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাহাড়কে আমার সাথে চলমান করে দিতেন। পরিশেষে আমি তা ফেরত পাঠিয়ে দিই’।

তুচ্ছ পাপের ব্যাপারেও সাবধান।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বলতেন, يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الْأَعْمَالِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِبًا ‘হে আয়েশা! সেসব পাপের ব্যাপারে সাবধান হও-লোকেরা যেগুলোকে তুচ্ছ মনে করে; কারণ সে সেগুলোর জন্যও আল্লাহরও পক্ষ থেকে কৈফিয়ত তলব করা হবে’।

মুসনাদে আহমাদ, হা/১৮৭৫০; সনদ ছহীহ, ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৩১৯৬।

ইমাম আহমাদ, কিতাবুল যুহ্দ, হা/৭১।

কিতাবুয যুহ্দ, হা/৭৫।

তারকাতুন নাবী, হা/৪২।

ইবনু মাজাহ, হা/৪২৪৩; মিশকাত, হা/৫৩৫৬; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ, হা/৫১৩।

একত্রিত ছোট পাপসমূহ ধ্বংসাত্মক।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ وَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ لَهُنَّ مَثَلًا كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوْا أَرْضَ فَلَاةٍ فَحَضَرَ صَنِيْعُ الْقَوْمِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْطَلِقُ فَيَجِيءُ بِالْعُوْدِ وَالرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْعُوْدِ حَتَّى جَمَعُوْا سَوَادًا فَأَجَّجُوْا نَارًا وَأَنْضَجُوْا مَا قَذَفُوْا فِيْهَا

'সে সব পাপের ব্যাপারে সাবধান হও- যেগুলোকে লোকেরা তুচ্ছ মনে করে। কারণ সেগুলো একত্রিত হয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ধ্বংস করে ছাড়বে। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেসব পাপের জন্য একটি উদাহরণ পেশ করেছেন- একদল লোক একটি মরু অঞ্চলে প্রবেশ করল। কাজের পালা আসলে কয়েকজন গিয়ে কিছু কাঠ নিয়ে আসল; অপর কয়েকজন গিয়ে আরো কাঠ সংগ্রহ করল। এভাবে তারা বিপুল পরিমাণ কাঠ একত্রিত করে আগুন জ্বালাল এবং ভালোভাবে রান্না সম্পন্ন করে নিল'।

কথা বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা।

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ وَمَا يَرَى أَنَّهَا تَبْلُغُ حَيْثُ بَلَغَتْ يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا

‘তোমাদের মধ্যে কেউ এমন কথা বলে, যার ব্যাপারে সে অনুমান করতে পারে না তা কোথায় পৌঁছে যাচ্ছে। কেননা এই কথার কারণে তাকে জাহান্নামের ভেতর সত্তর বছর দূরত্বে নিক্ষেপ করা হবে’।

ইবনুল হারিছ মুযানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا عَلَيْهِ سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قَالَ فَكَانَ عَلْقَمَةُ يَقُوْلُ كَمْ مِنْ كَلَامٍ قَدْ مَنَعَنِيْهِ حَدِيْثُ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ

‘কোনো ব্যক্তি এমন কথা বলে, যার ফলে আল্লাহ তা‘আলা সন্তুষ্টি হন। সে ধারণা করতে পারবে না, তার কথা কোথায় কোথায় পৌঁছে যাবে। উক্ত কথার কারণে আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য ক্বিয়ামত পর্যন্ত নিজের সন্তুষ্টির কথা লিখতে থাকবেন। আর কোন ব্যক্তি এমন কথা বলে যা আল্লাহর ক্রোধের উদ্রেক ঘটায়; সে ধারণা করতে পারবে না, তার কথা কোথায় কোথায় পৌঁছে যাবে। উক্ত কথার কারণে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলা তার বিরুদ্ধে নিজের ক্রোধের কথা লিখতে থাকবেন’।

পরকালে মুক্তি লাভের উপায়।

আবূ উমামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উক্ববাহ ইবনু ‘আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করলেন,

يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا النَّجَاةُ قَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِك

‘হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! নাজাত বা মুক্তি কিসে? নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমার জিহ্বাকে আটকে রাখো, ঘরে যা কিছু আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকো, আর নিজের পাপ স্মরণ করে কাঁদো’।

ফজরের ছালাত শেষে সূর্যোদয় পর্যন্ত মুছাল্লায় বসে থাকা।

জাবির ইবনু সামুরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ قَعَدَ فِيْ مُصَلَاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْس

‘রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের ছালাত আদায় শেষে সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত সালাতের জায়গায় বসে থাকতেন’।

এক রাক‘আত হলেও রাতের ছালাত আদায় করা।

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, عَلَيْكُمْ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَلَوْ رَكْعَةً وَاحِدَةً ‘এক রাক‘আত হলেও রাতের ছালাত আদায় করো’।

তথ্যসূত্র :

মুসনাদে আহমাদ, হা/৩৮১৮; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ, হা/৩৮৯।

মুসনাদে আহমাদ, হা/৮৬৪৩, শু‘আইব আরনাঊত বলেন, ছহীহ। এই হাদীছের সনদের সকল রাবী ছিকাহ এবং ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের রাবী।

মুসনাদে আহমাদ, হা/১৫৮৯০; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ, হা/৮৮৮।

তিরমিযী, হা/২৪০৬, সনদ ছহীহ।

তিরমিযী, হা/৫৮৫; নাসাঈ, হা/১৩৫৭, সনদ ছহীহ।

ত্বাবারাণী, আল-মু‘জামুল আওসাত, হা/৬৮২১, সনদ ছহীহ।

মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করা

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, أَكْثِرُوْا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ ‘সকল স্বাদ ধ্বংসকারী (মৃত্যু)-কে বেশি বেশি স্মরণ কর’।

মৃত্যুকে স্মরণ করা মানুষের প্রশংসনীয় গুণ

ইবনু সাবিত্ব (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ذُكِرَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأُحْسِنَ عَلَيْهِ الثَّنَاءُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَيْفَ ذِكْرُهُ لِلْمَوْتِ فَلَمْ يُذْكَرْ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ مَا هُوَ كَمَا تَذْكُرُوْنَ

'নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে এক ব্যক্তির প্রশংসা করা হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মৃত্যুকে স্মরণ করার ক্ষেত্রে তার কী অবস্থা? তারা বললেন, ততটা নয়। তখন নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাহলে তোমরা যেমনটি বলছ, সে ততটা নয়'।

অধিক ছালাত আদায়ের ফলে তাঁর দু'পা ফেটে যেত

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا

'আল্লাহর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতে এত অধিক ছালাত আদায় করতেন যে, তাঁর পদযুগল ফেটে যেত। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আল্লাহ তো আপনার আগের ও পরের ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন? তবুও আপনি কেন তা করছেন? তিনি বললেন, আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়া পসন্দ করব না?'

ধারাবাহিকভাবে আমল করা আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَحْتَجِرُ حَصِيْرًا بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّى وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَثُوْبُوْنَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيُصَلُّوْنَ بِصَلَاتِهِ حَتَّى كَثُرُوْا فَأَقْبَلَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوْا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ

‘নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতের বেলা চাটাই দিয়ে ঘিরে দিয়ে ছালাত আদায় করতেন। আর দিনের বেলা তা বিছিয়ে তার উপর বসতেন। লোকজন নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট একত্রিত হয়ে তাঁর সঙ্গে ছালাত আদায় করতে লাগল। এমনকি বহু লোক একত্রিত হল। তখন নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমল করতে থাক। কারণ আল্লাহ তা‘আলা ক্লান্ত হন না, বরং তোমরাই ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আর আল্লাহর নিকট ঐ আমল সবচেয়ে প্রিয়, যা সর্বদা করা হয়, যদিও তা কম হয়’।

তথ্যসূত্র :

তিরমিযী, হা/২৩০৭; ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/২৯৯৬, সনদ হাসান।

মুছান্নাফু ইবনে আবী শায়বা, হা/৩৫৪৬৯, হাদীছ মুরসাল তবে সকল বর্ণনাকারী ছিক্বাহ।

ছহীহ বুখারী, হা/৪৮৩৭।

ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৬১।

জাহান্নামের আগুনের ব্যাপারে সতর্কীকরণ

নু‘মান ইবনু বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أُنْذِرُكُمُ النَّارَ أُنْذِرُكُمُ النَّارَ أُنْذِرُكُمُ النَّارَ حَتَّى لَوْ كَانَ فِيْ مَقَامِيْ هَذَا وَهُوَ بِالْكُوْفَةِ سَمِعَهُ أَهْلُ السُّوْقِ حَتَّى وَقَعَتْ خَمِيْصَةٌ كَانَتْ عَلَى عَاتِقِهِ عَلَى رِجْلَيْهِ

'আমি তোমাদেরকে (জাহান্নামের) আগুনের ব্যাপারে সতর্ক করছি। আমি তোমাদেরকে (জাহান্নামের) আগুনের ব্যাপারে সতর্ক করছি। আমি তোমাদেরকে (জাহান্নামের) আগুনের ব্যাপারে সতর্ক করছি। একপর্যায়ে তার চাদরের একটি প্রান্ত কাঁধ থেকে পড়ে যায়; নু'মান ইবনু বাশীর কুফার মিম্বরে দাড়িয়ে বলছিলেন, (নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এতো উচ্চ আওয়াজে কথাগুলো বলেছেন যে তার অনুকরণ করতে গেলে) আমি এখানে থেকে বাজারের লোকদেরকে (সেই আওয়াজ) শুনাতে পারব'।

জান্নাতের অল্প একটু জায়গা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত সবকিছু থেকে উত্তম

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ مَوْضِعَ سَوْطٍ فِى الْجَنَّةِ لَخَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا اقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ (فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ)

'একটি চাবুক রাখার সমপরিমাণ জান্নাতের জায়গা সমগ্র পৃথিবী ও তার মধ্যকার সব কিছুর চেয়ে উত্তম। তোমরা চাইলে এ আয়াত পাঠ করতে পারো (আল্লাহ তা'আলা বলেন) 'ক্বিয়ামতের দিন যাকে আগুন হতে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে দাখিল করান

হবে সেই সফলকাম। বস্তুত পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়’ (সূরা আলে ‘ইমরান : ১৮৫)।

তথ্যসূত্র:

ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৬৪৪, ৬৬৭; সনদ হাসান।

ছহীহ বুখারী, হা/৩২৫০; তিরমিযী, হা/৩০১৩, সনদ হাসান।

ক্বিয়ামত সন্নিনিকটে

জাবির ইবনু সামুরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُشِيْرُ بِإِصْبَعَيْهِ وَيَقُوْلُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ

‘আমি নবী করীম (ﷺ)-এর দু’টি আঙ্গুলের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তিনি তর্জনী ও তৎসংলগ্ন (মধ্যমা) আঙ্গুলদ্বয়ের দিকে ইশারা করে বলছিলেন, আমার আগমন ও ক্বিয়ামত এ দু’টি আঙ্গুলের ব্যবধানের ন্যায়’।

ইন্তেকালের সময় পরিধেয় বস্ত্র

আবূ বুরদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيْظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنَ الَّتِىْ يُسَمُّوْنَهَا الْمُلَبَّدَةَ قَالَ فَأَقْسَمَتْ بِاللهِ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قُبِضَ فِىْ هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ

‘একদা আমি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট প্রবেশ করলে তিনি ইয়ামানের তৈরি একটি মোটা লুঙ্গি ও মুলাব্বাদা নামক একটি মোটা চাঁদর বের করে এনে আল্লাহর কসম করে বললেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় এ দু’টি কাপড় তাঁর পরিধানে ছিল’।

<u>আহলুছ ছুফ্ফার সদস্য সাহাবীদের জীবনযাত্রা</u>

ত্বালহা আন-নাছরী আল-বাছরী (রাযিয়াল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি যখন মদীনায় আসলাম, তখন এখানে আমার পরিচিত কেউ ছিল না। আমরা যেখানে থাকতাম সেখানে প্রতি দু’দিন এক মুদ্দ পরিমাণ খেজুর আসত। অতঃপর একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে নিয়ে ছালাত আদায় করলেন। ছালাত শেষে পেছন থেকে একজন চিৎকার করে বলে উঠল, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! শুকনো খেজুর খেয়ে আমাদের পেট জ্বলে গিয়েছে, আর আমাদের চটের জামাও ছিলে গিয়েছে! এসব অনুযোগ শুনে নবী করীম (ﷺ) একটি ভাষণ দেন। ভাষণে আল্লাহ তা‘আলার স্তুতি ও প্রশংসা করে তিনি বলেন,

وَاللهِ لَوْ أَجِدُ لَكُمُ اللَّحْمَ وَالْخُبْزَ لِأَطْعَمْتُكُمُوْهُ وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يُغْدَا عَلَى أَحَدِكُمْ بِالْجِفَانِ وَيُرَاحُ وَلَتَلْبَسُنَّ مِثْلَ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَحْنُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنَّا أَوْ يَوْمَئِذٍ قَالَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

‘আল্লাহর কসম! তোমাদের জন্য গোশত ও রুটির ব্যবস্থা করার সামর্থ্য থাকলে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই তা খাওয়াতাম। তোমাদের উপর এমন একটি সময় আসবেই, যখন তোমাদের কারো কারো সামনে সকাল-সন্ধ্যায় খাবারের বিশাল ডিশ পরিবেশন করা হবে, আর তোমাদের গায়ে থাকবে কা‘বার গিলাফ সদৃশ পোশাক। তারা জিজ্ঞেস

করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আজকের সময় ও সেই সময় এতদুভয়ের মধ্যে আমাদের জন্য কোনটি উত্তম? জবাবে তিনি বলেন, সে সময়ের তুলনায় বর্তমান সময় তোমাদের জন্য অধিক উত্তম। সে সময় তোমাদের একদল অপরদলের গর্দানে আঘাত করবে’।

তথ্যসূত্র:

মুসনাদে আহমাদ, হা/২০৯০০, সনদ হাসান।

ছহীহ মুসলিম, হা/২০৮০; আবূ দাঊদ, হা/৪০৩৬।

আল-আহাদ ওয়াল মাছানী, হা/১৪৩৫, সনদ ।

পরকালের আরাম আয়েশই প্রকৃত আরাম আয়েশ

আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিছ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ قَالَ فَاهْتَزَّ بِهِ فَقَالَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ

‘নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উটের পিঠে সওয়ার হয়ে হজ্জ সম্পাদন করেছেন। উটটি এদিক সেদিক দুলতে থাকলে নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ‘হে আল্লাহ! আমি হাজির। পরকালের আরাম-আয়েশই প্রকৃত আরাম-আয়েশ’।[৩]

দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা আর কাফিরের জন্য জান্নাতস্বরূপ

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ 'দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা আর কাফিরের জন্য জান্নাতস্বরূপ'।

আল্লাহ তা'আলার জন্য নিবেদিত নয় এমন প্রত্যেক জিনিসই অভিশপ্ত

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا إِلَّا ذِكْرُ اللهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّم

'সাবধান! নিশ্চয় দুনিয়া অভিশপ্ত, তার মধ্যে যা কিছু আছে তন্মধ্যে আল্লাহর যিক্র ও আল্লাহ যা কিছু পসন্দ করেন এবং জ্ঞানী ও জ্ঞান অন্বেষণকারী ব্যতীত সব কিছুই অভিশপ্ত'।

অধিক জীবনোপকরণ মানুষকে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত করে তোলে

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوْا فِي الدُّنْيَا 'তোমরা বাগ-বাগিচা এবং ক্ষেত-খামার গ্রহণ কর না। ফলে তোমরা দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে'।

তথ্যসূত্র:

যাওয়াইদু মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৬, হা/১৬১ ।

ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৫৬; তিরমিযী, হা/২৩২৪; ইবনু মাজাহ, হা/৪১১৩; মিশকাত, হা/৫১৫৮।

তিরমিযী, হা/২৩২২; ইবনু মাজাহ, হা/৪১১২, সনদ হাসান।

তিরমিযী, হা/২৩২৮; বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান হা/১০৩৯১, সনদ ছহীহ।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কেমন করে দুনিয়াবিমুখতা অবলম্বন করতেন তার ধারণা আমরা উল্লিখিত হাদিসগুলোর মাঝে দেখতে পাই।

কুরআন ও হাদিসের এই বার্তাগুলোই দুনিয়াতে থেকে মুমিন বান্দাদের জন্য দুনিয়াবিমুখতার পদ্ধতি।

মোহভঙ্গ বা দুনিয়াআসক্তি কাটাবেন যেভাবে:

ক্ষণস্থায়ী এ দুনিয়া:

- সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা? কোথায় তাঁদের আখিরাতমুখী জীবন আর কোথায় আমাদের আনুষ্ঠানিক দ্বীনদারি!

  আনাস বিন ইয়াজ রহ. বলেন- ‘ সাফওয়ানকে আমি কাছে থেকে দেখেছি। যদি তাকে বলা হতো আগামীকাল কিয়ামত সংঘটিত হবে। তবুও অতিরিক্ত আমল করার মত কিছুই তিনি খুঁজে পেতেন না।’

ভীষণ আশ্চর্যজনক আমাদের অবস্থা!আমরা অতিক্রম করে চলছি দুনিয়ার জীবন। আখিরাত আমাদের সামনে অপেক্ষমাণ। কিন্তু আমরা পড়ে আছি সেই পেছনের দুনিয়া নিয়ে! কেমন যেন ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের ভাবনা নেই। আখিরাতের মুখোমুখি যেন আমাদের হতেই হবে না।

উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ. তাঁর খুতবায় বলতেন:

‘দুনিয়া তোমাদের স্থায়ী আবাস নয়। এর ধ্বংস অনিবার্য। দুনিয়াবাসীদের অবশ্যই এখান থেকে বিদায় নিতে হবে। শক্ত ভিতের ওপর নির্মিত দালান কোঠা ভেঙে পড়বে অচিরেই। দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী মানুষ গুলোও এক এক করে বিদায় নেবে। চলে যাওয়া সবারই সুনিশ্চিত। তাই উত্তম জীবনযাত্রার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো। সময় থাকতেই সংগ্রহ করে নাও প্রয়োজনীয় সব উপকরণ। জেনে রেখো সর্বোত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া (আল্লাহ ভীতি)।দুনিয়া যেহেতু মুমিনদের স্থায়ী আবাস নয়; এখানে থাকতে হবে হয়তো ভিনদেশীর ন্যায়, যে নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার চিন্তায় পাথেয় সংগ্রহে মশগুল থাকে। কিংবা মুসাফিরের মত হতে হবে, মুসাফির যেমন কোথাও অবস্থান করে না বরং রাত দিন চলতে থাকে নিজের স্থায়ী আবাসের পথে। দুনিয়ার যে সুখ ও সমৃদ্ধি আমি অর্জন করেছি এতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে আমার মন। তাই আমি চলেছি সর্বশক্তিমান রাজাধিরাজের পানে।’

শাজারাতুজ জাহাব ২/১৯৯

মানুষ আজ পরস্পর যুদ্ধ - বিগ্রহে লিপ্ত। একে অপরের খুন-পিপাসায় উন্মত্ত। দুনিয়া অর্জনের নেশায় উন্মাদনায় মেতে উঠেছে তারা। কেউ হারাচ্ছে দ্বীন। কেউ ভুলে যাচ্ছে সন্তানসন্ততিদের। শান্তি নেই আজ কারও মাঝে। হিংসা, ঘৃণা আর শত্রুতার আগুন ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। ফুজাইল রহ. বলেন:

‘যতক্ষণ দুনিয়া ভোগের পরোয়া করা তুমি ছেড়ে না দেবে, ততক্ষণ তোমার অন্তর অশান্তই থাকবে।’

স্বল্প পুঁজিতেই কাটিয়ে দাও ছোট্ট জীবন- খানিক বাদেই তো বেজে যাবে বিদায় ঘন্টা- শুরু হবে যাত্রা তোমার অনন্ত জীবনের পথে। ব্যথিত হইয়ো না ধনীদের ঐশ্বর্য দেখে, অবনত রেখো তোমার দৃষ্টি। সুষুপ্ত নিশীথে লুটিয়ে পড়ো রবের দরবারে। দুচোখে লাগাও দীর্ঘ অনিদ্রার পবিত্র সুরমা। দূরে রেখো হৃদয়কে প্রবৃত্তির লালসা থেকে- জীবন চলার পথে এটিই হবে তোমার পরম সাধনা। পার্থিব এ জীবন পরীক্ষা বৈ কিছুই নয়। খেল-তামাশায় মগ্ন হয়ে বরবাদ করোনা অমূল্য সময়গুলো। দুনিয়াপূজারীদের এই সমৃদ্ধি একদিন চিরতরে নিঃশেষিত হবে।

(আল- মুনতাখাব : ৪০১)

বিলাল বিন সা'দ রহ. বলেন : 'হে আল্লাহভীরুগণ! চিরতরে ধ্বংস করার জন্য তোমাদের সৃষ্টি করা হয়নি। তোমাদের তো কেবল স্থানান্তর করা হবে একজায়গা থেকে অন্য জায়গায়। যে ভাবে তোমরা স্থানান্তরিত হয়েছো বাবার পৃষ্ঠ থেকে মায়ের জরায়ুতে - জরায়ু থেকে দুনিয়াতে। তেমনিভাবে তোমরা ফের স্থানান্তরিত হবে দুনিয়া থেকে কবরে, কবর থেকে হাশরে- হাশর থেকে চিরস্থায়ী জান্নাত বা জাহান্নামে।' (আস-সিয়ার :৫/৯১)

দুনিয়া একটি চোরাবালি:

দুনিয়া নামক চোরাবালিতে দিন দিন চোরাবালিতে দিন দিন আমরা আসল লক্ষ্যকে

উপেক্ষা করে মরীচিকার পেছনে ছুটতে গিয়ে ক্রমশ আমরা মৃত্যুর দিকেই তো ধাবিত হচ্ছি। ফুজাইল রহ. এর কথাটি শঙ্কাকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

ফুজাইল বিন ইয়াজ রহ. বলেন:

‘দুনিয়ামত্ততায় প্রবেশ করা খুব সহজ। কিন্তু তা থেকে বের হওয়া অনেক কঠিন।’ (আল ইহইয়া: ৩/২২৪)

দুনিয়ার মোহ - মায়া থেকে বেঁচে থাকা আসলেই অনেক কঠিন ব্যাপার। নতুবা এত চিন্তা-পেরেশানি সত্ত্বেও মানুষ দুনিয়ার পেছনে এত দৌড়াত না, উন্মাদ হয়ে এত প্রতিযোগিতা করত না।

কবি বলেন : দুনিয়ার সমৃদ্ধি কেবল দুশ্চিন্তাই বয়ে আনে- কেড়ে নেয় মানসিক প্রশান্তি। সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে পেরেশানির মাত্রা। যে দুনিয়াকে সম্মান করে, দুনিয়া তাকে লাঞ্ছিত করে।আর যে তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, সে তাকে সমীহ করে চলে। দুনিয়া থেকে তোমার যা প্রয়োজন, কেবল তা-ই গ্রহণ করো। অতিরিক্ত যা সামনে পড়ে, ছুঁড়ে ফেলো ময়লার ভাগাড়ে।’

(আল- ইহইয়া ২/৩৪৪)

দুনিয়া ও এর অবস্থানকারী লোকদের অবস্থা :

- দুনিয়া ও এর অবস্থানকারী লোকদের অবস্থা জানান দিয়ে কবি নাবিগা জা'দি বলেন: ‘মানুষ দীর্ঘ হায়াতের তামান্না রাখে - অথচ জীবনের দৈর্ঘ্য তাকে কেবল কষ্টই দেয়। চোখের পলকেই হারিয়ে যায় মধুময় যৌবনের অমিত সুখ- বার্ধক্যের তিক্ততায় চেহারায় ফুটে ওঠে বয়সের জ্যামিতিক রেখা। জীবনের সেই বিষণ্ন বিকেলে বুকজুড়ে কেবল হতাশার হাহাকারই শোনা যায়।’

আবু কাবশা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন-

‘এই দুনিয়া চার শ্রেণীর মানুষের জন্য। এক. এমন বান্দা, যাকে আল্লাহ্ তাআলা যে ধন-সম্পদ ও ইলম দান করেছেন; এ ক্ষেত্রে সে আপন প্রতিপালককে ভয় করে, এর সাহায্যে আত্নীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখে এবং এতে আল্লাহ তাআলারও হক আছে বলে জানে। এমন বান্দার মর্যাদা সর্বোচ্চ। দুই. এমন বান্দা, যাকে আল্লাহ্ তাআলা ইলম দান করেছেন কিন্তু ধন-সম্পদের অধিকারী বানান নি। সে সৎ নিয়তের অধিকারী। সে বলে, আমার ধন-সম্পদ যদি থাকতো, আমি ওমুকের মতন ভালো কাজ করতাম। এমন বান্দার মর্যাদা নির্ধারিত হবে তার নিয়ত অনুযায়ী। এ দুজনের প্রতিদান সমান হবে। তিন. এমন বান্দা, যাকে আল্লাহ্ ধন-সম্পদ দান করেছেন, ইলম দান করেননি। আর ইলম না থাকায় সে নিজের ধন-সম্পদ প্রবৃত্তির চাহিদামতো খরচ করে। এ ব্যাপারে সে তার প্রতিপালককেও ভয় করে না। আত্নীয়তার বন্ধন রক্ষা করে না।আর এতে যে আল্লাহ্ তাআলারও হক আছে, তা সে জানে না। এ লোক সর্বাধিক নিকৃষ্ট স্তরের। চার. এমন বান্দা, যাকে আল্লাহ্ তাআলা ধন-সম্পদও দান করেননি।সে বলে, আমার যদি ধন-সম্পদ থাকত, তাহলে অমুক ব্যক্তির মতো(যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির চাহিদা মতো খরচ করে) কাজ করতাম। তারও স্থান নির্ধারিত হবে তার নিয়ত অনুযায়ী। এরা দুজন পাপের দিক থেকে সমান হবে।’

(জামিউল উলুমি, ওয়াল হিকাম: ৪২৯,হাদিসটি সহিহ। সুনানুত তিরমিজির শরাহ তুহফাতুল আহওয়াজি : ৬/১৬১৫: ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।)

হে ভাই, দুনিয়া আখিরাতের শস্যখেত। ইহজীবন ইবাদাত করার সময়। এখানেই আনুগত্য করতে হয়। ইবাদাত-বন্দেগি করে পরকালের পুঁজি অর্জন করার জন্যই আমাদের দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে।

কোন চিন্তায় বিভোর হবো আমরা?:

- বলা হয়, জীবিত মানুষের চিন্তা পাঁচটিতে সীমাবদ্ধ। এই পাঁচটিতে চিন্তা সীমাবদ্ধ হওয়া উচিৎ।

প্রথমত, অতীতের গুনাহসমূহের চিন্তা। কেননা, সে তো গুনাহ করে ফেলেছে। আর আল্লাহ্ তাআলা গুনাহসমূহ ক্ষমা করেছেন কিনা তা তার জানা নেই। তাই তার উচিৎ হবে, সব সময় গুনাহসমূহ নিয়ে চিন্তিত থাকা। আল্লাহর কাছে এ অতীত গুনাহ মাফ করে দেওয়ার ক্ষমা চাইতে থাকা।

দ্বিতীয়ত, অনেক ভালো আমল তো সে করেছে, কিন্তু আল্লাহর দরবারে তা কবুল হয়েছে কিনা, তা তো আর জানা নেই। তাই আমল কবুল হওয়ার চিন্তায় চিন্তিত থাকা।

তৃতীয়ত, বিগত জীবন যেভাবে হোক কেটে গেছে। এখন সামনের জীবনটা কীভাবে কাটাবে, এ নিয়ে চিন্তিত থাকা।

চতুর্থত, আল্লাহ তাআলা দুই আবাস সৃষ্টি করেছেন। একটি জান্নাত, আরেকটি জাহান্নাম। এ দুটি থেকে তার আবাস কোনটি হবে, তা নিয়ে চিন্তা করা।

পঞ্চমত, আল্লাহ্ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট না অসন্তুষ্ট, এ নিয়ে চিন্তিত থাকা।

এই পাঁচটি বিষয় নিয়ে যে সব সময় চিন্তা করবে, তার মুখ ফুটে হাসি বেরোনো বড় দায়। (তাম্বিহুল গাফিলিন: ১/২১৩)

ইবরাহিম তাইমি রহ. বলেন:

'সালাফ ও তোমাদের মাঝে কতই না ব্যবধান! দুনিয়া তাদের নিকট চেয়েছে, কিন্তু তারা এর থেকে পালিয়ে গেছেন। পক্ষান্তরে, দুনিয়া তোমাদের পিঠ দেখিয়ে চলে যাচ্ছে, আর তোমরা তার পেছনেই ছুটছ....।' (সিফাতুস সাফওয়া : ৩/৯০, আস-সিয়ার : ৫/৬১)

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবি সালমান রা.- এর অবস্থা কেমন ছিলো মৃত্যুর সময়......কেমন চিন্তায় রাসূলের সাহাবীরা বিভোর থাকতেন তার ধারণা পাওয়া যায় সালমান রা. এর মৃত্যুর সময়ের অবস্থা জানলে.....তিনি কাঁদলে লাগলেন.....তাঁকে বলা হলো, 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাহাবী হয়েও আপনি কাঁদছেন!'

তিনি বললেন:

'দুনিয়া হারানোর আফসোস কিংবা তার অনুরাগের কারণে আমি কাঁদছি না।আমি কাঁদছি এ কারণে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট অঙ্গীকার রেখেছিলেন। কিন্তু আমরা সেই অঙ্গীকার রক্ষা করতে পারিনি।সে অঙ্গীকার ছিল, দুনিয়াতে আমাদের সম্পদ হবে একজন মুসাফিরের সম্পদের পরিমাণ।কিন্তু এগুলো......' এ বলে তিনি তাঁর সমুদয় সম্পত্তির দিকে তাকালেন। অথচ, তাঁর সেই সম্পত্তির পরিমাণ ছিল বিশ দিরহাম থেকে ত্রিশ দিরহামের সামান্য বেশি! (আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ-দ্বীন-১১৯)

এ সামান্য সম্পদ থাকার কারণেও তাঁর এত ভয়!

'দুনিয়া এক ধূসর মরীচিকা। দুনিয়া এক অন্ধকার রাত্রি। দুনিয়া অন্বেষণ কারী সমুদ্রের পানি পানকারীর ন্যায়- যতই সে পান করে, ততই তার তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায়।' (আস সিয়ার- ৫/২৬৩)

দুনিয়া ভোগের কোনো সীমা - পরিসীমা নেই।নেই কোনো থামার স্থান।অল্পতুষ্টি, দুনিয়াবিমুখতা, আল্লাহর বন্টনের ওপর সন্তুষ্টি ও রাত-দিন আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করা ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে দুনিয়াকে আয়ত্তে আনা সম্ভব নয়।

মালিক বিন দিনার রহ. বলেন:

'দুনিয়াদাররা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে, কিন্তু দুনিয়ার সবচেয়ে সুস্বাদু বস্তুটির স্বাদ তারা আস্বাদন করতে পারেনি।' জিজ্ঞেস করা হলো, 'সে সুস্বাদু বস্তুটি কী?'

তিনি উত্তরে বলেন, ‘আল্লাহর পরিচয় লাভ করা।’ (মাদারিজুস সালিকিন: ২/২৩৩)

মৃত্যুকালে নেককার বান্দাদের অনেক নিশ্চিত ও প্রশান্ত দেখায়। কিন্তু যারা দুনিয়াতে হালাল - হারামের ব্যবধানের প্রতি কোনো তোয়াক্কা করে না, দুনিয়ার চাকচিক্যের পেছনে যারা দৌড়ায়, মৃত্যুকালে তারা খুব বিচলিত ও চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

আবু দারদা রা. বলেন: ‘দুনিয়াতে যদি তিনটি বিষয় না থাকত, তবে আমি জমিনের ওপরে থাকার চেয়ে জমিনের নিচে চলে যাওয়াকে শ্রেয় মনে করতাম।

১. যদি এখানে এমন ভাইয়েরা না থাকত, যারা আমাকে উত্তম ও সুমিষ্ট কথা শোনায়।

২.যদি আল্লাহর সিজদা করতে গিয়ে আমার কপাল ধুলোমিশ্রিত হওয়া না থাকত।

৩.যদি জিহাদে একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা কাটানোর সুযোগ না থাকত।’ (আজ জুহুদ-১৯৮)

উহাইব বিন ওয়ারদ রহ. বলেন:

‘জুহুদ হলো পার্থিব কোনো বস্তু হাতছাড়া হয়ে গেলে আফসোস না করা এবং পার্থিব কোনো বস্তু হাতে আসলে আনন্দিত না হওয়া।’ (হিলইয়াতুল আওলিয়া: ৮/১৪০)

দুনিয়া বিষয়ে ইবলিস ও তার দোসরদের কথোপকথন :

- আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন- রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়ত প্রাপ্তির পর ইবলিসের দোসররা এসে তাকে জানাল- ‘গুরুজি, শেষ নবির আগমন ঘটেছে। ইতিমধ্যে তার একদল অনুসারীও তৈরি হয়ে গেছে।’

‘আচ্ছা, তার অনুসারীদের মধ্যে কি দুনিয়ার মোহ ও মহব্বত আছে?’

‘হুম, তা আছে। তারা দুনিয়াকে ভীষণ ভালোবাসে।’

‘ব্যস, হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে যদি দুনিয়ার মোহ থাকে, তারা মূর্তি পূজা না-করলেও কোনো ক্ষতি নেই। কারণ, আমি তাদেরকে এরচেয়েও বড় ক্ষতিতে নিক্ষেপ করবো। আমি তাদেরকে দিন-রাত তিনটি কাজে লিপ্ত রাখব। এক. অবৈধ পথে অর্থ উপার্জন। দুই. অবৈধ খাতে ব্যয়। তিন. বৈধ খাত পরিত্যাগ। আর তোমরা তো ভালো করেই জানো, এই তিনটি কাজই হলো সমস্ত অন্যায়ের মূল।’ (ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন: ৩/২২৩। সনদে - মুহাম্মাদ ইবনু আবি কাইস অপরিচিত।)

সাবিত রহিমাহুল্লাহ বলেন-

নবি কারিম ﷺ পৃথিবীতে আগমন করার পর ইবলিস পাড়ায় হইচই শুরু হয়ে যায়। ইবলিস তার অনুচরদের ডেকে বলে, ‘দেখো তো সম্প্রতি বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটেছে কিনা?’

তারা দুনিয়াব্যাপী অনুসন্ধান করে ফিরে এসে বলে, না, উস্তাদ। বিশেষ কোনো ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারিনি। তখন ইবলিস নিজেই বেরিয়ে পড়ে। এরপর ফিরে এসে বলে, ‘দুনিয়ায় একজন নবির আবির্ভাব ঘটেছে। তিনিই শেষ নবি। পূর্ববর্তীদের মতো এই নবির উম্মতকে পথভ্রষ্ট করতে পারলেই আমরা সফল। তোমরা যাও, যেকোনো মূল্যে তাদেরকে বিপথগামী করো এবং পাপকাজে প্ররোচিত করো।’

কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়ে ইবলিসের কাছে এসে বলল, গুরুজি, এমন মানুষ আমরা জীবনেও দেখেনি। সামান্য পাপ হলেই তারা সালাতে দাঁড়িয়ে যায়। আল্লাহর কাছে তাওবা করে। অঝোরে অশ্রু ঝরায়। অমনি আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন।’ ইবলিস তখন তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, ‘ঘাবড়ানোর কিছু নেই। মন খারাপ করো না। এই তো ক'দিন অপেক্ষা করো। অচিরেই তারা অনেক

ধনসম্পদের মালিক হবে।তাদের অন্তরে দুনিয়ার লোভলালসা প্রবেশ করবে।তখন তোমরা অনায়াসেই তাদেরকে দিকভ্রান্ত ও ধ্বংস করে ফেলতে পারবে।'

ইবলিসের এই ঘটনা থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় দুনিয়া প্রতি আসক্তি দিয়েই ইবলিস আমাদের পথভ্রষ্ট করতে সুযোগ পায়......তাই আমাদের ইবলিস ও তার দোসরদের প্রতিরোধ করতে দুনিয়াবিমুখতা, সালাত, তাওবা আর আল্লাহর রহমতের চাদরে নিজেদের আবৃত রেখে এই দুনিয়ার সমস্ত মোহ থেকে বিরত রাখতে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে।

প্রকৃত মুমিন ও যাহিদের প্রাপ্তি

প্রকৃত মুমিন যেন একজন মুসাফির।আবু কা'ব রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহুকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন- প্রকৃত মুমিন দুনিয়ার জীবনে নিজেকে পরদেশি মুসাফির মনে করে।তাই সে সম্মান পাওয়ার জন্য মানুষের পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ায় না। আবার কেউ তাকে অযথা অপদস্ত করলেও লজ্জিত হয় না। বিচলিত বোধ করে না। কারণ, সে জানে, দুনিয়া চূড়ান্ত সম্মান কিংবা চূড়ান্ত অপদস্ততার জায়গা নয়। (রাবিউল আবরার : ১/৮৫)

দুনিয়ায় মুমিনের মৌলিক প্রয়োজন চারটি -

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- (দুনিয়ায় মানুষের মৌলিক প্রয়োজন চারটি)- 'এক. থাকার মত একটি

ঘর। দুই. লজ্জাস্থান ঢেকে রাখার মতো কাপড়। তিন. শুকনো কয়েক টুকরো রুটি। চার. পিপাসা নিবারণের জন্য সামান্য পানি। এ ছাড়া যা কিছু রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে বনি আদমের কোনো অধিকার নেই।' (সুনানুত তিরমিজি, হাদিস নং- ২৪৪২।)

দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম। হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন- একবার সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম নবিকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? উত্তরে নবি কারিম ﷺ বলেন-

'যে দুনিয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি নির্মোহ ও আখিরাতের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী, সে - ই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।'

(ইহইয়া উলুমুদ্দিন: ৩/৩২৫। হাদিস মুনকাতি, মুরসাল।)

দুনিয়াবিমুখরা আখিরাতে নূরের মেলায় মিলিত হবে।দাউদ ইবনু হিলাল রহিমাহুল্লাহু বলেন, হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সহিফায় লিখা ছিল-

'হে দুনিয়া, তুই সৎলোকদের চোখে অত্যন্ত হীন ও তুচ্ছ। তুই একেক সময় একেক বেশ ধারণ করিস! আমি আমার প্রিয় বান্দাদের অন্তরে তোর প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিয়েছি। তারা তোর থেকে দূরে থাকতে অঙ্গীকারবদ্ধ। আমার সৃষ্টিকুলের মধ্যে তুই সবচেয়ে ঘৃণ্য ও তুচ্ছ। শুধু তুই না; তোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবকিছুই তুচ্ছ। যেদিন আমি সমস্ত মাখলুক সৃষ্টি করেছি, সেদিনই তোর ব্যাপারে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছি যে, তুই চিরকাল কারও আপন হয়ে থাকতে পারবি না; তোর জন্যও কেউ চিরকাল থাকতে পারবে না- যদিও তুই এবং তোর নাগর পরস্পরকে বুকে আগলে রাখার চেষ্টা করিস।

সুতরাং, ওই পুণ্যাত্মাদের জন্য, যারা হৃদয় থেকে আমার সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। তোকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে। আখিরাতমুখী হয় এবং আমাকে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করে।

মৃত্যুর পরে তারা নূরের মেলায় সমবেত হবে। সেখানে ফেরেশতারা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে। আমি তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে উন্নত মর্যাদায় উন্নীত করব। আর তারা তো আমার কাছে এটাই চেয়ে থাকে। (হিলইয়াতুল আওলিয়া: ১০/১৫৮)

দুনিয়াবিরাগদের জন্য সুসংবাদ।আলি ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু -

'যারা দুনিয়া ত্যাগ করে আখিরাতমুখী হয়, তাদের জন্য সুসংবাদ! যারা মাটিকে বিছানা হিসেবে, বালুকে বালিশ হিসেবে, পানিকে আহার্য হিসেবে এবং দোয়াকে আচ্ছাদন হিসেবে গ্রহণ করে- তাদেরকেই কেবল দুনিয়াত্যাগী ও আখিরাতমুখী আখ্যা দেওয়া যায়।'

দুনিয়া ত্যাগীগণ ওপারে নিশ্চিত থাকবে।মুসলিম ইবনু আবদুল মালেক রহিমাহুল্লাহ বলেন- 'যে দুনিয়ার ব্যাপারে কম চিন্তা করবে, সে আখিরাতে নিশ্চিত থাকবে।'

কিয়ামতের দিন দুনিয়াবিমুখগণ পোশাক পরিহিত থাকবে। হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন- 'কিয়ামতের দিন সবাইকে বিবস্ত্র অবস্থায় সমবেত করা হবে। কেবল যাহিদগণ ব্যতীত।' (হাসান বসরি, ইবনুল জাওযি, পৃ: ৩৯)

দুনিয়াবিমুখতার উপকারের ব্যাপারে আলি রহিমাহুল্লাহু আনহু বলেন- যে-ব্যক্তি দুনিয়াবিমুখ হবে, তার জন্য দুনিয়ার সব কষ্ট সহ্য করা এবং বিপদাপদে ধৈর্য্যধারণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। আর যে ব্যক্তি সব সময় মৃত্যুকে স্মরণ করবে, সে ধারণার চেয়েও দ্রুত নেক আমল করতে সক্ষম হবে।

যাহিদ বা দুনিয়াত্যাগীরা আখিরাতে ওলিমার দাওয়াত খাবে।আবু জা'ফর রহিমাহুল্লাহু বলেন- জান্নাতে হজরত ইয়াহইয়া ও ইসা আলাইহিসসালাম - এর ওলিমা উপলক্ষ্যে তিনশ বছর মেহমানদারি করানো হবে। তাদের ওলিমায় অংশ গ্রহণের জন্য এই বলে দাওয়াত করা হবে-

‘দুনিয়া ত্যাগীরা কোথায়? এসো। নবির বিয়ের ওলিমা খেয়ে যাও।’

যাহিদের মর্যাদা, দুনিয়া ও আখিরাতে তার সম্মান ও উপকারের কথা উপলব্ধি করেই আমাদের কুরআন ও হাদিসের আলোকে সাহাবীদের জীবন অনুসরণ করে দুনিয়াআসক্তি কাটিয়ে দুনিয়াবিমুখতা অবলম্বন করা উচিৎ।

- **দুনিয়া বিমুখতা হৃদয়ে-দেহ-মনে প্রশান্তি আনে:** মালেক ইবনু দিনার বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনু দাররি রহিমাহুল্লাহুকে বলতে শুনেছি- ‘দুনিয়াবিমুখতা হৃদয়ে প্রশান্তি বয়ে আনে।দেহ-মন সতেজ করে।অপর দিকে দুনিয়া প্রীতি দুঃখ ও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করে।অন্তরে দুঃখের ঢেউ তুলে।’

  হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন- ‘এই ধূসর দুনিয়ার প্রতি বিমুখতা দেহ ও মনের জন্য প্রশান্তিস্বরূপ।’ (কেননা, যার লাখ টাকা নেই, তার লাখ টাকার চিন্তাও নেই। আর যার চিন্তা নেই, তার দেহ মন সব সময়ই ভালো থাকে।’ (কানযুল উম্মাল : ৫/১৮৪। সনদে সমস্যা আছে। তবে এ বর্ণনাটি মারফু হাদিস হিসেবে সহিহ সনদে বর্ণনা করা হয়েছে।)

  তারুস রহিমাহুল্লাহু বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- ‘দুনিয়াবিমুখতা দেহ ও মনে প্রশান্তি বয়ে আনে। আর দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসা দুশ্চিন্তা ও মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি করে।’

  (কানযুল উম্মাল : ৬০৬১।মুরসাল।)

  আহমাদ ইবনু আবিল হাওয়ারি রহিমাহুল্লাহু বলেন, একদিন মা'জা রহিমাহুল্লাহু সিবা’ আল মাওসিলি রহিমাহুল্লাহুকে জিজ্ঞেস করেন, আবু মুহাম্মাদ! যুহুদ, যাহিদদের জীবনে কী পরিণাম বয়ে আনে? উত্তরে তিনি বলেন, আল্লাহর নৈকট্য ও তার ভালোবাসা।

দুনিয়ার ব্যাপারে সালাফদের সতর্কতা:

আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন আসরের সালাত প্রথম ওয়াক্তে আদায় করেন। এরপর আমাদের সামনে খুতবা দেন। খুতবায় তিনি কিয়ামত সংক্রান্ত অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।তার সে আলোচনা অনেকে মনে রেখেছেন; আবার অনেকে ভুলেও গেছেন। খুতবা যখন একবারে শেষ পর্যায়ে, তখন সূর্যও প্রায় অস্তমিত। নবি ﷺ ওই অস্তপ্রায় সূর্যের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন-

'ওই অস্তপ্রায় সূর্যটার যতটুকু বাকি আছে; পৃথিবীরও ঠিক ততটুকুই বাকি আছে।বাকিটা শেষ হয়ে গেছে।'(আল ইতহাফ: ১০/২৫৪। সনদে সমস্যা আছে।)

আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- দুনিয়াটা মূলত মিহি একটি সুতোয় ঝুলে থাকা আগাগোড়া ছেঁড়া কাপড়ের মতো। যেকোনো মহূর্তে সুতোটি ছিঁড়ে দু-টুকরো হয়ে যেতে পারে।' (শু'আবুল ইমান :৭/২৬০)। সনদ যয়িফ)

আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, জনৈক জ্ঞানী বলেছেন-

হে দুনিয়াদারেরা, দৃশ্যত তোমরা ধনী হলেও বাস্তবে নিতান্ত গরিব, নিঃস্ব ও সম্বলহীন।দিন-রাত মেহনত করে তোমরা অর্থ উপার্জন করো ঠিকই; কিন্তু তা থেকে তোমরা উপকৃত হতে পারো না। কারণ, সর্বাবস্থায় তোমরা এই আশঙ্কায় থাকো যে, একটু পরেই তোমাদের ওপর গুরুতর কোনো বিপদ নেমে আসবে।

তোমরা জানো, তোমাদের নির্ধারিত অংশ তোমরা অবশ্যই পাবে। এরপরও কেন দুনিয়ার শিকার হও! দুনিয়া তোমাদের এতটাই ব্যস্ত করে রাখে যে, তোমাদের দেখে মনে হয়, তোমরা তোমাদের নূন্যতম প্রাপ্য থেকেও বঞ্চিত হয়েছো।মনে রেখো, দুনিয়ার প্রয়োজন কখনও ফুরাবে না।প্রয়োজনগুলো উচ্ছ্বসিত ঢেউয়ের মতো একের পর এক আসতেই থাকবে।যতদিন তোমরা বেঁচে থাকবে, ততদিন ব্যস্ততাও তোমাদের পেছনে লেগে থাকবে। তাই দুনিয়ার ব্যস্ততাকে পাশ কাটিয়ে আখিরাতের জন্য একটু চেষ্টা করে। এখনো সময় আছে। নিজেকে কবরের জন্য প্রস্তুত করো। আখিরাতের সম্বল জোগাড় করো। হেলায়-খেলায় জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি নষ্ট করো না।

উকবা ইবনু আমির আল জুহানি রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,, নবি কারিম ﷺ উহুদ যুদ্ধের প্রায় ৮ বছর পরে শাহিদানে উহুদের [নোট: এটা গায়েবি জানাযা বলা যাবে না।কারণ হতে পারে নবিজির সামনে শহিদানকে রাখা হয়েছিল। কিংবা এভাবে জানাযার সালাত আদায় করা নবিজির জন্য খাস বা নির্দিষ্ট ছিল।যা সাধারণ মুসলমানদের জন্য বৈধ নয়। আমাদের সমাজে গায়েবি জানাযার যে পদ্ধতি চালু আছে, তা নাজায়েজ এবং বর্জনীয় কাজ।] স্মরণে এমনভাবে সালাত আদায় করেন, যেন জীবিত এবং মৃত - সকলের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন। এরপরে মিম্বরে উঠে বলেন-

'আমি তোমাদের আগেই দুনিয়া থেকে চলে যাব।আমি তোমাদের পক্ষে সাক্ষী হবো।আমার সাথে তোমাদের পরবর্তী দেখা হবে হাউজে কাউসারে। আমি দিব্য চোখে আমার পরকালীন নিবাস দেখতে পাচ্ছি। আমি এই আশঙ্কা করিনা যে, তোমরা আমার পরে শিরক করবে।বরং আমার আশঙ্কা এই যে, তোমরা দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়বে।(মুসনাদে আহমাদ ৪/১৪৯)

উকবা ইবনু আমির আল জুহানি রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, এটাই ছিল নবি কারিম ﷺ এর সাথে আমার শেষ দেখা।

আবদুল্লাহ ইবনু সা'দি রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি একদিন একটি স্বপ্ন দেখি। স্বপ্নটির সার কথা এই যে- আমি একটি পাহাড়ে বসে আছি। হঠাৎ সেখানে একটি কাফেলার আত্মপ্রকাশ ঘটে। তারা ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগোতে থাকে। এক পর্যায়ে তাদের সামনে একটি ঘাঁটি পড়ে। ঘাঁটিটি ছিল খুবই সুন্দর। সবুজ-শ্যামল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ঘাঁটিটি অতিক্রম করার সময় তাদের কেউই সেদিকে তাকায় নি। আরো আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো, তারা চলে যাওয়ার সাথে সাথে সুন্দর ঘাঁটিটিও অদৃশ্য হয়ে যায়।আমি অবাক হয়ে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে থাকি।

এরপর আরেকটি কাফেলা আসে। এই কাফেলার সামনেও সুজলা-সুফলা একটি মাঠ আত্নপ্রকাশ করে।তবে এই কাফেলার কিছু লোক চলার সময় সেখান থেকে মূল্যবান কিছু জিনিস সঞ্চয় করে নেয়।

এরপরে তৃতীয় আরেকটি কাফেলা আসে। তারা এই রহস্যে ঘেরা ঘাঁটিটির সামনে থমকে দাঁড়ায়। তাদের পথপ্রদর্শন বাহন থামিয়ে সেখানে নেমে পড়ে। তাকে অনুসরণ করে সবাই বাহন থেকে নেমে পড়ে। এরপর তারা একযোগে সেখানকার মূল্যবান বস্তুসামগ্রীর ওপর হামলে পড়ে এবং দু হাতে যে যত পারে, সংগ্রহ করে।

আমি তৃতীয় কাফেলারই একজন। আমি এই ঘাঁটি লুট করে নিচ্ছি এবং পদে পদে বিপদে পড়ছি। আর যারা ঘাঁটিটি উপেক্ষা করে যাচ্ছে, তারাই নিরাপদ।(ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ, যুহুদ: ৫০৬)

উম্মতের ব্যাপারে নবিজির ভয়: আবু সাইদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন-

তোমাদের ব্যাপারে আমার সবচেয়ে বড় ভয় হয় এই যে, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য জমীনের সকল বরকত উন্মুক্ত করে দেবেন। আর তোমরা সেগুলো পেয়ে দিকভ্রান্ত ও স্বেচ্ছাচার হয়ে পড়বে। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! জমীনের বরকত কী?' উত্তরে তিনি বলেন, 'পার্থিব ধন-ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য।' (সহীহুল বুখারী -১১/২৪৪)

ইবরাহিম ইবনু আবদুর রহমান ইবনু আওফ রহিমাহুল্লাহু বলেন, আমি মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে একদিন তাঁর খেদমতে উপস্থিত হই। সেদিন তাঁর কাছে শামের একদল লোক উপস্থিত ছিল। তাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল। আমি মজলিসে বসলে জনৈক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞেস করেন-

'আপনার নাম কী?'

'ইবরাহিম ইবনু আবদুর রহমান ইবনু আওফ।'

'আল্লাহ্ তাআলা আপনার পিতার ওপর রহম করুন। জনৈক ব্যক্তি আমাকে সাহাবীদের একটা ঘটনা শোনালে আমি নিয়ত করি, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ঘটনাগুলি সরাসরি তাদের মুখ থেকে শুনব। এ লক্ষ্যে আমি উসমান

রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে মদিনায় যাই। সেখানে অনেক সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু আবদুর রহমান ইবনু আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন সেখানে ছিলেন না। তাঁর কথা জিজ্ঞেস করলে আমাকে জানানো হয়, তিনি 'যারফ' নামক স্থানে জমি দেখাশোনার জন্য গিয়েছেন। পরে আমি তাঁর সাথে দেখা করার জন্য 'যারফ' নামক স্থানে যাই। গিয়ে দেখি, তিনি খালি গায়ে জমিতে পানি সেঁচ করছেন। আমাকে দেখে গায়ে চাদর জড়িয়ে নেন। আমি সালাম বিনিময় করে তার সাথে কথাবার্তা বলা শুরু করি। এক পর্যায়ে বলি-

'আমি আপনার কাছে এক বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি। কিন্তু আপনাকে এই অবস্থায় দেখে যুগপৎ অবাক ও হতাশ হচ্ছি। শরিয়তের যে সকল বিষয় আমাদের কাছে এসেছে তা কি আপনাদের কাছেও এসেছে? আমরা যা জানি, তা কি আপনারাও জানেন?'

'হ্যাঁ, তোমরা যা জানো আমরাও তা জানি। তোমাদের নিকট যা এসেছে আমাদের নিকটও তা এসেছে।'

'তাহলে, এর কারণ কী যে, আমরা যার প্রতি বিমুখ হচ্ছি; আপনারা তাঁর প্রতি ঝুঁকে পড়ছেন? অথচ আপনারা নবীর সম্মানিত সাহাবী।'

'ভাই, তোমার কথা ঠিক আছে। নবিজির জামানায় আমাদেরকে অনটন ও অসচ্ছলতা দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। তখন আমরা সবর করে ওই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি।আর এখন পরীক্ষা করা হচ্ছে প্রাচুর্য দিয়ে।কিন্তু আমরা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারছি না।'

(ইবনুল মুবারক, যুহুদ:৫১৯। সনদ সহীহ)

দুনিয়ার ব্যাপারে কয়েকটি আন্তরিক অসিয়ত ও উপদেশ:

একজন কয়েকজন ভদ্রলোক আলি ইবনু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অনুরোধ করে বললেন-

'আমিরুল মুমিনিন, আপনি আমাদেরকে দুনিয়ার ব্যাপারে উপদেশ দিন।'

'সংক্ষিপ্তাকারে? নাকি বিশদভাবে?'

'সংক্ষিপ্তাকারে।'

'দুনিয়ার বৈধ উপকরণ গ্রহণ করলে, কিয়ামতের দিন হিসাব দিতে হবে।আর অবৈধ উপকরণ গ্রহণ করলে, জাহান্নামে দগ্ধ হতে হবে।' (কানযুল উম্মাল : ৮৫৬৬।)

দুনিয়া কারও উপকার করে না

সাহাবী মুয়াজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

প্রিয় বন্ধু, এই ধূসর দুনিয়ার কাছ থেকে তোমরা ভালো কিছু পাবার আশা করো না।কারণ, দুনিয়া সবসময় তোমাদের ক্ষতি করতে চায়; কখনো উপকার করতে চায় না। মহান আল্লাহ্ যার হৃদয়কে দুনিয়াবিমুখ করেন, সে-ই দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম।দুনিয়া অতীতে কারও উপকার করেনি। ভবিষ্যতেও করবে না।

আবু জা'ফর রহিমাহুল্লাহু বলেন- আমার দাদার যিয়াদ নামক একজন গোলাম ছিল। সে দাদার পুত্রকে কুরআন ও দ্বীন শিক্ষা দিতো। একদিন তার পড়ানোর সময় দাদা তন্দ্রা যান। সে দাদাকে, ঘুমন্ত ভেবে ছেলেদের সামনে দুনিয়ার মাহাত্ম্য নিয়ে আলোচনা করে। দাদা, তন্দ্রা থেকে উঠে তাকে ডেকে বলেন, 'বেটা, তুমি আমার পুত্রদের সামনে দুনিয়ার মাহাত্ম্য নিয়ে আলোচনা করে তাদের মনে শয়তানের মিনার তৈরী করে দিয়েছ। সুতরাং, এখন তুমি তাদেরকে আল্লাহর সিফাত ও জিকির শিখিয়ে ওই মিনার ভেঙে দাও।'

সাথীদের প্রতি সালাফদের নাসিহা ইয়াযিদ আল আ'রাজ রহিমাহুল্লাহু তার সাথিদেরকে প্রায়ই বলতেন- দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী আর আখিরাত চিরস্থায়ী হওয়াই তোমার শিক্ষা গ্রহণের জন্য যথেষ্ট। দুনিয়াতে তুমি যে-আমল করবে আখিরাতে ঠিক সেরকমই প্রতিদান

দেওয়া হবে।সুতরাং দুনিয়াকে ত্যাগ করে নেক আমল করে যেতে পারলে আখিরাতে উত্তম প্রতিদিন পাবে।

উমর ইবনু আবদুল আজিজ রহিমাহুল্লাহু একটি খুতবায় বলেন-

সাবধান! দুনিয়া যেন তোমাদের ধোঁকায় না ফেলে। কারণ, অচিরেই দুনিয়া ছেড়ে ওপারে চলে যেতে হবে। ফিরে আসার কোনো সুযোগ থাকবে না। কাজেই এখনই বিদায়ের প্রস্তুতি নাও। পাথেয় সংগ্রহে নেমে পড়ো। দুনিয়ার ব্যাপারে উচ্চাশা ত্যাগ করো। কারণ দুনিয়ার উচ্চাশা মানুষের হৃদয়কে কঠিন করে দেয়। তখন সেখানে আল্লাহর ভয় প্রবেশ করতে পারে না......' এ কথা বলে তিনি মিম্বর থেকে নেমে আসেন। তার দুচোখ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু পড়তে থাকে।(সনদ যয়িফ)

ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাসিহা

আবদুর রহমান ইবনু হুযাইরা রহিমাহুল্লাহু বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথিদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলতেন-

'তোমরা খুব অল্প সময়ের জন্য দুনিয়াতে এসেছো। রাত-দিনের পালাবদলে হঠাৎ করেই একদিন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসবে। তবে ভয়ের কথা হলো, দুনিয়ায় যাপিত প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব রাখা হচ্ছে। আখিরাতে এর জন্য পুরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে।

মনে রেখো দুনিয়া আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহের উর্বর ক্ষেত্র।এখানে চাষাবাদ করেই তোমাকে আখিরাতের শস্য ঘরে তুলতে হবে। কাজেই এখানে যদি ভালো ফসল ফলাতে পারো,তাহলে আখিরাতে পুরস্কার পাবে। অনন্তকাল সুখে থাকবে। আর যদি এখানে মন্দ ফসল ফলাও তাহলে আখিরাতে শাস্তির সম্মুখীন হবে। অনন্তকাল কষ্টে থাকবে।

তাই কখনো দুনিয়ার মায়ায় জড়াবে না। সবসময় নেক আমলের চেষ্টা করবে।কারন, আখিরাতের মুক্তি পেতে হলে নেক আমলের বিকল্প নেই। সেখানে ধন-দৌলত ও বংশ - কৌলিন্য কোনো কাজে আসবে না।

মনে রাখবে, জীবনে যা কিছু ভালো, তা আল্লাহ্ দান করেন। আর যা কিছু মন্দ তা তিনিই দূর করেন। মুত্তাকীরা দ্বীনের সর্দার ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব তাই যথাসম্ভব তাদের সংস্পর্শে থাকার চেষ্টা করবে।

বিশিষ্টজনদের অসিয়ত

আওন ইবনু আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহু বলেন, ওলামায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু পরস্পরকে তিনটি ব্যাপারে অসিয়ত করতেন-

এক. যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমল করবে, আল্লাহ্ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন।

দুই. যে ব্যক্তি আখিরাতের জন্য আমল করবে, আল্লাহ্ তার দুনিয়ার প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন।

তিন. যে ব্যক্তি তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা ভালো করবে, আল্লাহ্ তার বাহ্যিক অবস্থাও ভালো করে দেবেন।

হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন-

প্রকৃত মুমিন সে, যে সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ তাআলা যা কিছু বলেছেন সব- ই সত্য এবং তা বাস্তবায়িত হবেই। তা ছাড়া প্রকৃত মুমিন সবচেয়ে বেশি আমল করে।আল্লাহর আজাবকে ভয় করে। আল্লাহর রাস্তায় বিপুল অর্থ সম্পদ ব্যয় করেও নিজেকে নিরাপদ মনে করে না।বরং দ্বীনের রাস্তায় অনেক কাজ করার পরেও পড়ন্তবেলায় এসে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে-

'আল্লাহর জন্য কিছুই করতে পারলাম না। মৃত্যুর পরে হয়তো আল্লাহর শাস্তি থেকে রেহাই পাবো না।'

অপর দিকে মুনাফিকের মাঝে এ ধরনের কোনো লক্ষণই দেখা যায় না। সে সব সময় দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে আর বুক ফুলিয়ে বলে-

‘দুনিয়ায় আমার মতো হাজারও মানুষ আছে, তারা ক্ষমা পেয়ে গেলে আমিও পেয়ে যাব।’ এই চিন্তা তাকে আরও ভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়। আর সে আল্লাহর কাছে মিথ্যা আশা পোষণ করতে থাকে।

আবু বকর রহিমাহুল্লাহু বলেন, একজন অন্তর্জ্ঞানী বলেছেন-

‘হে বনী আদম, তুমি যখন দুনিয়ার কথা ভুলে যেতে পারবে, তখনই প্রকৃত আনন্দ অনুভব করবে।

দুনিয়া পেয়ে তখনই তুমি খুশি হতে পারবে,যখন নিশ্চিত করে জানতে পারবে যে, তোমার জন্য জান্নাত নির্ধারণ হয়ে গেছে।

শরীরের যত্ন নিতে তখনই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে, যখন জানতে পারবে যে, তোমার কাফনের কাপড় পরতে হবে না।

মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়ালিদ রহিমাহুল্লাহু বলেন, লোকেরা একবার হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন, আপনি আমাদের সামনে দুনিয়া ও দুনিয়ার জীবনের তাৎপর্য তুলে ধরুন। তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন-

অতীত কখনো ফিরে আসবে না। বর্তমান তোমার আমলের মোক্ষম সময়। ভবিষ্যৎ তোমার আশা-নিরাশার দোলাচল।পেতে পারো; আবার হারাতেও পারো।’

ইবনু শাওযাব রহিমাহুল্লাহু বলেন, একবার কাছির ইবনু যিয়াদ রহিমাহুল্লাহুকে নসিহত করার অনুরোধ করা হলে তিনি বলেন-

‘তোমরা দুনিয়াকে আখিরাতের বিনিময়ে বিক্রি করে দাও। তাহলে উভয় জগতেই সুখী হতে পারবে। সাবধান! আখিরাতকে কখনো দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়ো না।অন্যথায় উভয় জগতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।’

বাকর আল আবেদ রহিমাহুল্লাহু বলতেন-

‘জীবনের প্রতিটি দিনকে এক একটি যুগ মনে করবে। একটি দিন চলে গেলে, একযুগ নষ্ট হওয়ার সমান দুঃখবোধ করবে।’

আবু হাযেম রহিমাহুল্লাহু বলেন-

‘দুনিয়ার কোনো কিছু তোমাকে সীমাহীন আনন্দিত করলে, মনে করবে, এর পেছনে কষ্টের বীজ লুকিয়ে আছে।’ (হিলইয়াতুল আওলিয়া: ১/২৩৯)

যে নিজেকে সংশোধন করতে চায়

আবি সুলাইমান দারানি রহিমাহুল্লাহু বলেন-

যে নিজেকে সংশোধন করতে চায়, সে যেন দুটো কাজ করে।এক. দুনিয়ার মায়া-মহব্বত হৃদয় থেকে বের করে দেয়। দুই. আখিরাতের ভয়াবহ শাস্তি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। তাহলেই তার আত্মসংশোধন হয়ে যাবে।

(হিলইয়াতুল আওলিয়া: ৯/২৬৬)

উপসংহার:

দুনিয়া কখনো মুখ তুলে তাকায়। কখনো পালিয়ে বেড়ায় পিঠ দেখিয়ে।এখানে ধনী গরিব হয়। আনন্দ গড়ায় বেদনায়। মোটকথা, দুনিয়ার জীবন কখনো এক অবস্থায় স্থির থাকে না। অপরিবর্তিত থাকে না এক নিয়মে। সৃষ্টিজগত সম্পর্কে এটাই আল্লাহর সুন্নাহ। এটাই তাঁর কার্যপদ্ধতি। কিন্তু মানুষকে বোঝানো বড় দায়। অবিরাম তারা মরীচিকার পেছনে ছুটে চলে। এভাবে একদিন তার আয়ু ফুরিয়ে যায়। এসে যায় তার অন্তিম মুহূর্ত।

ইমাম শাফিয়ি রহ. বলেন:

'হৃদয়ে জাগে লালসা সাধের দুনিয়ার। আমিও দেখেছি চেখে জগতের স্বাদ! দুনিয়ার যত মিষ্টতা আর অনিষ্ট- ধরা পড়েছে আমার চোখে। দেখেছি আমি, দুনিয়া কেবল ধোঁকা আর প্রতারণা কিংবা ঊষর মরুর ঝিলমিলে ধসূর মরীচিকা। দুনিয়া ভাগাড়ে ছুঁড়ে ফেলা গলিত লাশ বৈ কিছু নয়। লোলুপ দৃষ্টি মেলে যাকে পাহারা দেয় কুকুরের দল- কখনো খুবলে খায় তার হাড়-মাংস। যদি মুখ ফিরিয়ে নাও এই পচা লাশ থেকে, তবে নিরাপদ তুমি। আর যদি আকৃষ্ট হও তার দিকে, তবে তুমিও লেগে যাও ঝগড়ায় কুকুরদের সাথে।' (শাজারাতুজ জাহাব: ২০/১০)

দুনিয়া থেকে বাঁচা মানে দুনিয়াকে মুখ ফেরানো নয়।আপনি পরকালমুখী হোন।তার মানে এটা নয় যে, বাসস্থান বিক্রি করে ছাপড়ি ঘরে থাকতে হবে। বরং, আল্লাহ্‌ আপনাকে যত নিয়ামত দিয়েছে আপনি সব নিয়ামত ভোগ করেন। কিন্তু আপনার দুনিয়াবি এসব নিয়ামত (সম্পদ, অর্থ,চাকরি, স্ত্রী, নেককার সন্তান ইত্যাদি) যেন আপনার পরকালকে ভুলিয়ে দিতে না পারে, আপনি যে অবস্থায়ই থাকেন না কেন! আল্লাহ্‌ তাআলা পৃথিবীর বহু নবীকে বাদশাহিত্ব দিয়েছিলেন,তারা ভোগ বিলাসী ছিলো না। আজকে আমরা সামান্য সম্পদের মালিক হয়ে নিজেদের দুনিয়ার বিলাসিতায় ডুবিয়ে দেই। আমরা শুনি, সুলাইমান আলাইহিস সালাম, দাউদ আলাইহিস সালাম, ইউসূফ আলাইহিস সালাম বাদশা ছিলেন.....তারা রাত-দিন আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন। সুলাইমান আলাইহিসসালাম একবার তার কিছু ঘোড়ার কারণে এক মুহূর্ত তাঁর আল্লাহর কথা স্মরণ হয়নি বিধায় সূর্য ডুবে গিয়েছে.....তাফসীরে এসেছে তিনি ১০০ ঘোড়া জবাই করে দিয়েছিলেন। যে সম্পদ আল্লাহর জিকির থেকে ভুলিয়ে দিয়েছে সেই সম্পদই তিনি রাখেন নি। নবীজী ﷺ ছিলেন সারা দুনিয়ার বাদশা। তাঁকে বলা হয়েছিলো আপনি যদি চান তাহলে উহুদ পাহাড় স্বর্ণের বানিয়ে দিবো......তিনি বলেছিলেন, না, আমি চাই না। আমাকে যদি তা দেয়াও হতো, আমি সেটা নিয়ে এক রাতও ঘুমাতাম না, দান করে দিতাম। এমন বাদশাহিত্ব ছিলো তাদের।আমরা সামান্য কয়েক লাখ টাকার মালিক হয়ে দুনিয়ায় যা ভোগ করি! সারা দুনিয়ার বাদশা হয়েও তারা কিছুই ভোগ করেননি। দুনিয়ার বস্তুগত যা কিছু পরকালের চিন্তার জন্য বাধার

সৃষ্টি করে তা বর্জন করাই যুহুদ। আমাদের উচিৎ যাঁরা কুরআনের বাণী আমাদের শিখিয়েছেন.....দুনিয়াতে অবস্থানের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত বিধিবিধান প্রচার করেছেন তাঁদের মত করে, কুরআনের আলোকে দুনিয়া বিমুখতার পদ্ধতি অনুসরণ করে এই পার্থিব জীবন অতিবাহিত করা।

আব্দুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশকী (র)......আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী (সা) এর নিকট এসে বললোঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! কোন দুআ সর্বোত্তম? তিনি বলেছেনঃ তোমার রবের কাছে দুনিয়া ও অখিরাতে ক্ষমা ও প্রার্থনা কর । অতঃপর দ্বিতীয় দিন লোকটি তাঁর কাছে এসে বললোঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! কোন দুঁআ সর্বোত্তম ? তিনি বললেনঃ তুমি তোমার রবের কাছে দুনিয়া ও অখিরাতের ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা কর । অতঃপর সে ব্যক্তি তৃতীয় দিন তাঁর কাছে এসে বললোঃ হে আল্লাহর নবী! কোন দুআ সর্বোত্তম ? তিনি বলেছেনঃ তুমি তোমার রবের কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা কর । যদি তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা দান করা হয়, তাহলে তুমি সফল হলে । সুনান ইবন মাজা, হাদীস নং- ৩৮৪৮

ِاللهم رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমাদের প্রতিপালক! দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদেরকে কল্যাণ দান করুন। এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দান করুন।

(সুনান ইবন মাজা, হাদীস নং- ৩৮৪৮, বুখারী হাঃ ৬৩৮৯, মুসলিম হাঃ ২৬৮৮)

গ্রন্থপঞ্জী :

১.দুনিয়া এক ধূসর মরীচিকা, শাইখ আব্দুল মালিক আল কাসিম।

২.'কিতাবুয যুহুদ' গ্রন্থের অনুবাদ - সালাফদের চোখে দুনিয়া, ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রহিমাহুল্লাহ, সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ অনূদিত।

৩.'কিতাবুয যুহুদ' গ্রন্থের অনুবাদ রাসূলের চোখে দুনিয়া, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহিমাহুল্লাহ, অনুবাদ: শায়খ জিয়াউর রহমান মুন্সী।

৪.মোহভঙ্গ বা দুনিয়া আসক্তি কিভাবে কাটাবেন, ইবনু কুদামা মাকদিসি, অনুবাদ: শাহরিয়ান নাজিম শিহাব।

৫.যে জীবন মরীচিকা, শাইখ আব্দুল মালিক আল - কাসিম।

৬.'কিতাবুয যুহুদ' গ্রন্থের অনুবাদ - মুমিনের পাথেয় (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড), ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ।